আল কাউলুছ ছাদীদ

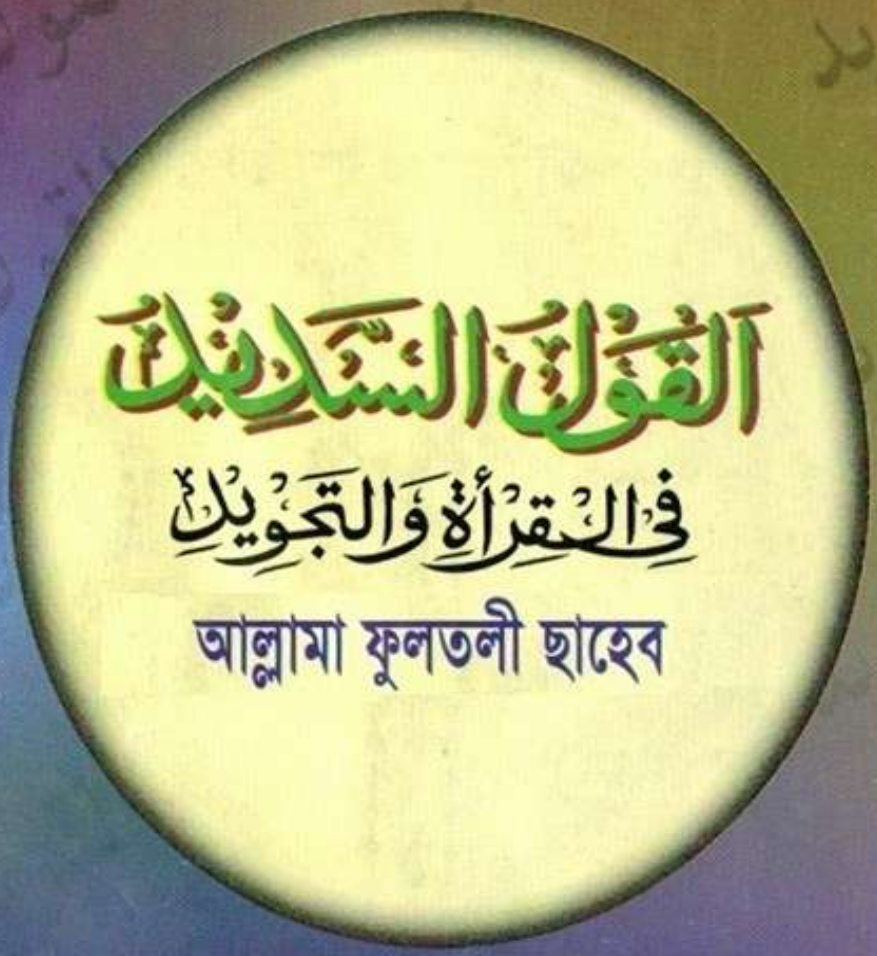

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব

অনুবাদ

মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী

আল-কাউলুছ ছাদীদ

প্রণেতা ঃ আল্লামা ফুলতলী ছাহেব

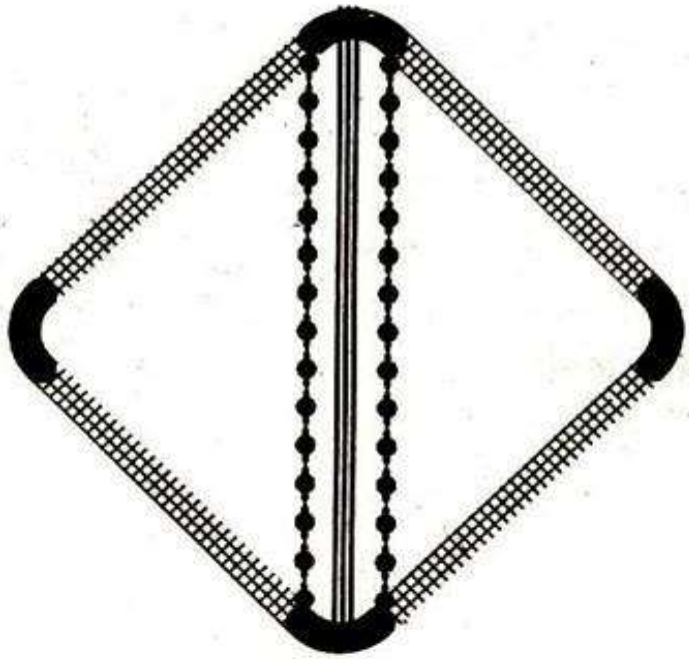

মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী (ফুলতলী)

আরও ই-বোক সংগ্রহের জন্য,ভিজিট করুন।
http://quransunnahralo.wordpress.com

আল-কাউলুছ ছাদীদ

প্রকাশনায় ঃ
ফুলতলী পাবলিকেশন্স
ফুলতলী ছাহেব বাড়ী
জকিগঞ্জ, সিলেট

প্রকাশক ঃ
ফারহান আহমদ চৌধুরী (রেদা)
ফুলতলী ছাহেব বাড়ী
জকিগঞ্জ, সিলেট

স্বত্ব ঃ লেখক

প্রকাশ কালঃ
১৯তম সংস্করণ
জমাদিউস সানি ১৪৩০ হিজরী
আষাঢ় ১৪১৬ বাংলা
জুন ২০০৯ ইংরেজী

প্রচ্ছদ ডিজাইন
পরওয়ানা গ্রাফিক্স
ফুলতলী ভবন
১৯/এ, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

বিনিময় ঃ ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

بقره ـ آل عمران ـ اعراف ـ رعد ـ شعراء ـ قصص ـ حواميم سبعه ـ سجده ـ لقمان ـ روم ـ عنكبوت ـ

হাওয়া মীমে ছাবআ বলিতে ৭টি সূরা বুঝায়। যথা ঃ

حم السجده ـ المؤمن ـ زخرف ـ شورى ـ جاثية ـ احقاف ـ دخان

س হরফ নিম্নলিখিত ৫টি সূরার শুরুতে আসিয়াছে।

شعراء ـ نمل ـ قصص ـ يٰس ـ شورٰى

ل নিম্নলিখিত ১৩টি সূরার শুরুতে আসিয়াছে।

بقرة ـ ال عمران ـ اعراف ـ يونس ـ يوسف ـ هود ـ رعد ـ ابراهيم ـ حجر ـ عنكبوت ـ روم ـ لقمان ـ سجده ـ

ق والقران ও شورى সূরা قاف এর শুরতে আসিয়াছে। نون সূরা قلم এর শুরুতে আসিয়াছে। ص والقران ـ مريم ـ اعراف সূরা صاد এর শুরুতে আসিয়াছে।

ع এর মদ্দে লাযিমের কোন অধিকার নেই। ইহাতে মদ করার ২টি নিয়ম আছে- ৪ হরকত পরিমাণ ও ৬ হরকত পরিমাণ। ৬ হরকতই উত্তম।

দুই হরফ বিশিষ্ট

দুই হরফী হরফ সর্বমোট ৫টি ح ـ ر ـ ط ـ ه ـ ى উক্ত হরফকে জমা করিলে حَىَّ طَهُرَ হয়। ইহার প্রত্যেকটি হরফে مدطبعى আদায় করা হয়।

ح আসিয়াছে حواميم سبعه অর্থাৎ যে ৭টি সূরার শুরুতে حم রহিয়াছে তাহাতে।

ى সূরা يٰس ও مريم এর শুরুতে আসিয়াছে।

ط সূরা طه ـ شعراء ـ نمل ـ قصص এ চারটি সূরার শুরুতে আসিয়াছে।

ه সূরা مريم ও طه এর শুরুতে আসিয়াছে।

ر নিম্নলিখিত ৬টি সূরার শুরুতে আসিয়াছে।

يونس ـ هود ـ يوسف ـ رعد ـ ابراهيم ـ حجر

আলিফে মদ হয় না। কেননা ইহার বানান ا ـ ل ـ ف হরফ দ্বারা হয় এবং এর حرف متوسط মদ নয়।

অনুবাদকের গুজারিশ

القول السّديد। তাজবীদ বিষয়ে লিখিত একখানা মুল্যবান কিতাব। দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলীর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কিরাত শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে কিতাবখানা পড়ানো হয়।

আমার ওয়ালিদ মুহতারাম মুর্শিদে বরহক আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কর্তৃক প্রণীত উর্দূ ভাষায় লিখিত কিতাবখানার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করলাম। সহজ বোধ্য করার উদ্দেশ্যে জরুরী ব্যাখ্যা ও নোট দিলাম।

আল্লাহ তায়ালা যেন ফুলতলী ছাহেবকে দীর্ঘায়ু দান করেন। আল্লাহ তায়ালা যেভাবে পছন্দ করেন, ঠিক সেইভাবে আমরা যেন পবিত্র কোরআন শরীফ পাঠ করার পদ্ধতি শিক্ষা করতে পারি।

মনে রাখবেন-কেবলমাত্র তাজবীদের কিতাব পড়িয়া কারী হওয়া যায় না । কিরাত শিক্ষার জন্য সনদ প্রাপ্ত অভিজ্ঞ কারী ছাহেবের কাছে মশ্‌ক করিতে হয়।

ইতি-

মোঃ ইমাদ উদ্দীন চৌধুরী

ফুলতলী ছাহেববাড়ী, জকিগঞ্জ, সিলেট

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	০৫
তাজবীদ	০৮
কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শুরু করার নিয়ম	০৮
দুই সূরার মধ্যস্থলে বিসমিল্লাহ	০৯
হরফের মাখরাজের বর্ণনা	১০
আলকাবে হরফের বর্ণনা	১৫
ছিফাতের বর্ণনা	১৬
ছিফাত সহ মাখরাজ পরিচিতি	২৬
তফখিম ও তরকিক	২৮
'লাম' ও "রা" হরফের হুকুম	২৯
নুন ছাকিন ও তানবীনের অবস্থা	৩২
ইজহারে হাকিকি	৩২
ইখফায়ে হাকিকি	৩৩
এদগাম	৩৪
মীম ছাকিনের হুকুম	৩৬
গুন্নার হুকুম	৩৮
মদের বর্ণনা	৪০
ফাওয়াতিহে ছুর এর বর্ণনা	৫২
মিলাইয়া পড়ার সময় "হা" জমিরের হুকুম	৫৬
ওয়াক্‌ফ ও ছাকতার বর্ণনা	৫৯
মাকতু ও মাওছুলের বর্ণনা	৬৫
হামযা-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা	৭৪
"তা"-এর বর্ণনা	৭৬
রছমে খত সম্পর্কে কতিপয় নিয়ম	৮২
সূরার ও আয়াতের সংখ্যা	৮৪
কুরআন শরীফ সংরক্ষণ ও সংকলন	৮৫
সেজদায়ে তেলাওয়াত	৮৮
কুরআন শরীফ খতম করার পর দোয়া	৮৯
সনদ	৯০
কিতাব প্রসঙ্গে দুটি কথা	৯২
হাদীছ শরীফের সনদ	৯৫
তারীকার সনদ	৯৫

ভূমিকা

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সব প্রশংসা তামাম সৃষ্টির পরওয়ারদিগারের, যিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন 'কিতাব' প্রকাশ্য' ও সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত, মুত্তাকীগণের রাহবর, মুমিনগণের জন্য রহমত। কতই না সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যিনি কোরআন শরীফকে যথাযথভাবে হিফাযত করিলেন, তারতিলের সহিত পাঠ করিলেন এবং কোরআন শরীফের গূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে চিন্তা করেন এবং ইহার নির্দেশ মত আমল করেন। নিশ্চিত এই কোরআন শরীফ লুক্কায়িত মাহফুজ, পাক ব্যক্তি ছাড়া কেহ স্পর্শ করিতে পারে না।

সালাত ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং পুতঃ পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছাহাবাগণ ও তাঁহাদের পরবর্তী তাবেয়ীগণের এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যাহারা, তাহাদের অনুসারী।

পুস্তক সংকলণের কারণ

দীন হীন ফকির মোঃ আব্দুল লতিফ বিন মাওলানা মুফতি মোঃ আব্দুল মজিদ ফুলতলী, মুসলমান ভাইদের উদ্দেশ্যে বলিতেছি যে, তাজবীদ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত বহু কিতাব রহিয়াছে। তাহা ছাড়া তাজবীদ বিষয়ে মুল অবলম্বন 'ছরফ' বিষয়টি মাদ্রাসার সিলেবাসভূক্ত রহিয়াছে।

তবুও এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানা প্রণয়নের কারণ এইঃ মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপনের পর নিজের ধারণা মত আমার কেরাত ছিল বিশুদ্ধ। উক্ত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বড় বড় জামাতে ইমামতি করিতাম এবং মাদ্রাসা সমূহে অন্যান্য বিষয়ের মত কেরাত বিষয়েও পরীক্ষকের কাজ করিতাম।

কুতবুল আউলিয়া মাওলানা শাহ মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব (আমার পীর ও মুর্শিদ) মাঝে মধ্যে আমার ভুল ধরিতেন। তিনি আমাকে নছিহত স্বরূপ বলিতেন "তোমার কেরাতের ভুল সংশোধন করিয়া লও, না হয় সমস্ত ইবাদতের মূল নামায নষ্ট হইয়া যাইবে"। বদরপুরী ছাহেবের পীড়াপীড়িতে হযরত মাওলানা হাফিজ আব্দুর রউফ করমপুরী ছাহেবের খেদমতে উপস্থিত

হই। তাঁহার কাছে পর্যায়ক্রমে সমস্ত কোরআন শরীফ শুনাইয়া সনদ লাভ করি।

মাওলানা আব্দুর রউফ করমপুরী (রঃ) শৈশবকাল হইতে ২৯ বৎসর পর্যন্ত পিতা-মাতার সহিত মক্কা শরীফে থাকিয়া ইল্‌মে কেরাত শিক্ষা করেন ও কোরআন শরীফ হিফ্‌জ করেন।

যখন তাঁহার খেদমতে প্রথম উপস্থিত হইয়া কেরাত শুনাইলাম, তখন এমন মারাত্মক ভুল ধরা পড়িল, যে ভুলের কারণে নামায নষ্ট হইয়া যায়। আবার বিশ্বের কাছে ইল্‌মে কেরাত বিষয়ে স্বীকৃতি প্রাপ্ত উস্তাদের নিকট আমার কেরাতের মুল্য কতটুকু হইবে, তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। আব্দুর রউফ (রঃ) এর নিকট সমস্ত কোরআন শরীফ শুনানী শেষ করিয়া পুনরায় বদরপুরী (রঃ)-কে শুনাইলাম। উল্লেখিত উভয় উস্তাদের সনদ লাভ করার পর মক্কা শরীফের রঈসুল কুর্‌রা মাওলানা আহমদ হেজাযীর খেদমতে উপস্থিত হই। যিনি মক্কা শরীফের ফকীহ ছিলেন এবং আরব সরকার তাঁহাকে ক্বারীগণের পরীক্ষক নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি যে কারী ছাহেবের কেরাত বিশুদ্ধ বলিয়া অনুমোদন করিতেন, তাহাকেই হরম শরীফে কেরাত পাঠ করার অনুমতি দেওয়া হইত।

আমি আহমদ হেজায়ী (রহঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া সমস্ত কোরআন শরীফ শুনাই। তিনি আমাকে সনদ প্রদান করিয়া ওছিয়ত করার সময় বলেন, "ইহা একটি আমানত, যে আমানত আমার ইলমে কেরাতের উস্তাদ ও বুযুর্গগণ আমার হাতে রাখিয়াছিলেন তাহা তোমার হাতে সোপর্দ করিলাম। যদি এই আমানতের হ্রাস বৃদ্ধি জনিত খেয়ানত কর, তবে তাহার পরিণাম ফল তুমিই ভোগ করিবে। কারণ আজমে (আরব ছাড়া অন্য দেশে) এখন হরফের উচ্চারণ ও পঠন পদ্ধতি বিষয়ে নানারকম মতভেদ দেখা দিয়াছে।"

মক্কা শরীফ হইতে দেশে ফিরিয়া আসার পর বন্ধুগণ আমাকে কেরাত শিক্ষা দান করিতে বাধ্য করেন।

আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে তাঁহার প্রদত্ত সামর্থ অনুযায়ী কেরাত শিক্ষা দিতে থাকি। তাজবীদের যে কায়দাগুলি আমার স্মরণ ছিল সেই গুলি শিক্ষা দিয়া

বিবিধ কিতাব পাঠ করার জন্য শাগরিদগণকে বলিয়া দিতাম। শিক্ষার্থীগণ যখন বিবিধ কিতাব হইতে কায়দা শিখিলেন, তখন তাহাদের পঠিত কায়দাগুলির মধ্যে দ্বন্ধ ও পার্থক্য দেখা গেল। অবশেষে ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে বাধ্য করা হইল আমার উস্তাদগণ হইতে যে কায়দাগুলি শিক্ষা করিয়াছি, তাহা যেন একটি পুস্তক আকারে সংকলিত করি।

পুস্তক রচনার চিন্তা ভাবনায় প্রায় দুই বছর সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। চিন্তা করিলাম নিজের স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া কি একটি পুস্তক প্রণয়ন করিতে পারি?

আমার চিন্তার অবসান হইল। মক্কা শরীফের আমার উস্তাদ শায়খুল কুররা আহমদ হেজাযী (রঃ) হাজীগণের মাধ্যমে তাজবীদ বিষয়ে তাঁহার রচিত দুই খানা কিতাব আমার নিকট প্রেরণ করিলেন। কিতাব পাঠাইবার সময় বলিয়া দিলেন- এই কিতাব দ্বারা যাহাতে আম মুসলমানগণ উপকৃত হন সেই ব্যবস্থা আমি যেন করি।

আমি কিতাব পাঠ করিয়া দেখিলাম সহজবোধ্য নয় এমন আরবী ভাষায় উহা লিখিত। এদিকে আমাদের দেশের বেশী সংখ্যক লোক আরবী সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তাই উর্দূ ভাষায় কিতাব খানার কায়দাগুলিকে ব্যাখ্যা করিয়া দিলাম।

মুসলমান ভাইগণের কাছে গুজারিশ, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানায় যে দোষ ত্রুটি ধরা পড়িবে, তাহা যেন সহৃদয় সমালোচকের দৃষ্টি দেখেন।

আল্লাহ তায়ালার মহান দরবারে আরজ এই, কিতাবখানা যেন জনগণকে উপকৃত করে এবং আমার আখেরাতের মুক্তির কারণ হয়। আমিন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

ফকির

মোঃ আব্দুল লতিফ বিন মাওলানা
মুফতী মোঃ আব্দুল মজিদ, ফুলতলী।

তাজবীদ

তাজবীদের সংজ্ঞা ঃ

তাজবীদ শব্দের অর্থ সৌন্দর্য মন্ডিত করা, যথাযথভাবে সম্পন্ন করা। পারিভাষিক অর্থ, যে বিষয়টিতে হরফ সমূহের মাখরাজ, ছিফাত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

তাজবীদের বিষয়বস্তু ঃ

তাজবীদের বিষয়বস্তু কোরআন শরীফের আয়াত সমূহ।

তাজবীদের মাকছুদ বা উদ্দেশ্যঃ তাজবীদের মাকছুদ বা উদ্দেশ্যে হলো হরফের হক আদায় করা (অর্থাৎ হরফকে যথাযথ প্রাপ্য দান করা), কোরআন শরীফের শব্দ ও অক্ষর সমূহ পরস্পর পাশাপাশি আসার ফলে যে সকল কায়দার সৃষ্টি হয়, সেই কায়দাগুলি ঠিকমত আদায় করা। যেমন-মদ, গুন্না, পুর, বারিক ইত্যাদি।

তাজবীদের মূখ্য উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা ঃ তাজবীদের মূখ্য উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা হলো কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করার সময় হ্রাস বৃদ্ধি জনিত অপরাধ হইতে জিহবাকে সংযত রাখা। অর্থাৎ যাহাতে তিলাওয়াতের সময় প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় কোন কিছু বাদ না পড়ে এবং অপ্রয়োজনীয় কিছু সংযুক্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

ফায়দা ঃ দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ লাভ।

হুকুম ঃ তাজবীদ শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া এবং ইহা অনুসারে আমল করা সকল সাবালক নর-নারীর উপর ফরজে আইন।

اللّٰه ورسوله اعلم-

কোরআন শরীফ তিলাওত শুরু করার নিয়ম

কোরআন শরীফ তিলাওত শুরু করার ৪টি নিয়ম রহিয়াছে।

১। **فصل كل** ঃ আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও সুরা ওয়াকফ করিয়া আলাদা আলাদা ভাবে পাঠ করা।

২। **وصل كل** ঃ ওয়াকফ না করিয়া এক সাথে আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও সুরা মিলাইয়া পাঠ করা।

৩। وصل الاوّل بالثانى ঃ আউযুবিল্লার সাথে বিসমিল্লাহ মিলাইয়া পাঠ করা। সুরা আলাদাভাবে পাঠ করা।

৪। وصل الثّانى بالثّالث ঃ আউযুবিল্লাহ পড়িয়া ওয়াকফ্ করা এবং বিসমিল্লাহকে সুরার সাথে মিলাইয়া পাঠ করা।

দুই সুরার মধ্য স্থলে বিসমিল্লাহ পড়ার নিয়ম

দুই সূরার মধ্য স্থলে বিসমিল্লাহ পাঠ করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ এক সূরা শেষ করিয়া অন্য সূরা পাঠ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব। তবে সূরা বরাতের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া অনেকের মতে হারাম। প্রারম্ভ ছাড়া মধ্যস্থলে পাঠ করা মাকরূহ। কারো কারো মতে-সূরা বরাতের প্রথমে বিসমিল্লাহ পাঠ মাকরূহ, মধ্য স্থলে মুস্তাহাব।

সূরা বরাতের শুরুতে বিসমিল্লাহ ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যে রহস্য

বিসমিল্লাহ নিরাপত্তা বিধানকারী; অথচ সূরা বরাতে নিরাপত্তা বিধান করা হয় নাই। কেননা উক্ত সূরায় মুশরিকদের উপর তরবারী চালাইবার (আক্রমণ করার) নির্দেশ রহিয়াছে।

হযরত উছমান (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা বরাত যে আলাদা একটি সূরা, সেই সম্পর্কে প্রকাশ্য কোন বাণী প্রদান করেন নাই। তাহা ছাড়া এই সূরার বিষয়বস্তুর সাথে তাহার আগের সূরা আনফালের বিষয়বস্তুর মিল রহিয়াছে। তাই উভয় সূরা আসলে একই সূরা হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। উল্লেখিত কারণসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া দুই সূরার মধ্য স্থলে বিসমিল্লাহ লিখা হয় নাই। কেননা বিসমিল্লাহ দুই সূরাকে আলাদা করার জন্য নাযিল করা হইয়াছে। (বুখারী শরীফ ও অন্যান্য কিতাব দ্রষ্টব্য)

নোট ঃ সূরা আনফাল তিলাওয়াত শেষ করিয়া সূরা বরাত তিলাওয়াত করিতে হইলে তিনটি নিয়ম রহিয়াছে।

১. وقف ২. وصل ৩. سكت -তন্মধ্যে ৩য় নিয়ম হইতে ২য় নিয়ম উত্তম। ২য় নিয়ম হইতে ১ম নিয়ম উত্তম। অর্থাৎ وقف সর্বোত্তম।

১। وقف ওয়াকফ এর নিয়ম এই ঃ আনফাল শেষ করিয়া ওয়াকফ করিবেন। অতঃপর আউজুবিল্লাহ পড়িয়া সূরা বরাত পড়িবেন।

২। وصل এর নিয়ম এই ঃ আন্‌ফাল শেষ করিয়া না থামিয়া আউজুবিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ না পড়িয়া সূরা বরাত পড়িবেন।

৩। سكت এর নিয়ম এই ঃ উভয় সূরার মধ্য স্থলে দুই হরকত বা এক আলিফ পরিমাণ নীরব থাকিবেন। অতঃপর দ্বিতীয় সূরা পড়িবেন।

হরফের মাখরাজের বর্ণনা

ক্বারী, যিনি কোরআন তিলাওয়াত করিবেন তাঁহার পক্ষে হরফ এইভাবে উচ্চারণ জরুরী, যাহাতে একটি হরফের আওয়াজ অন্য একটি হরফের আওয়াজের সাথে মিলিয়া না যায়, বরং পরিস্কার পার্থক্য ধরা পড়ে। কেননা যদি মাখরাজ ব্যতীত হরফ উচ্চারণ করেন, তবে যথাযথ ভাবে আদায় করা সম্ভবপর হইবে না।

মাখরাজ পরিচয় করার সহজ উপায়

কোন হরফের মাখরাজ পরিচয় করিতে হইলে সেই হরফে জযম বা তাশ্‌দীদ দিয়া তাহার পূর্বে একটি যবর বিশিষ্ট হাম্‌যা আনিয়া উচ্চারণ করিলে যে জায়গার সাহায্যে আওয়াজ বাহির হইবে সেই জায়গাকে এই হরফের মাখরাজ মনে করিতে হইবে।
যেমন ঃ اَبْ ـ اَبَّ ـ اَتْ ـ اَتَّ ـ اَجْ ـ اَجَّ

মাখরাজ

মাখরাজ শব্দের অর্থ বাহির হইবার স্থান। আরবী হরফগুলি যে সকল নির্দিষ্ট স্থান হইতে উচ্চারিত হয় সেই স্থানগুলিকে মাখরাজ বলা হয়।
সুপ্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী মাখরাজের সংখ্যা ১৭টি।
এই ১৭টি মাখরাজ ৫টি মাকামের মধ্যে রহিয়াছে। ৫টি মাকামের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

১। جوف -জওফ (মুখের ভিতরের খালি জায়গা)

২। حلق -হলক্ব (কণ্ঠনালী) ৩। لسان -লেছান (জিহ্বা)

৪। شفتان -শাফাতান (দুই ঠোঁট) ৫। خيشوم -খাইশুম (নাসিকামূল)

প্রত্যেক মাকামের অন্তর্ভূক্ত মাখরাজের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

ক্রমিক	মাকামের নাম		মাখরাজের সংখ্যা	হরফের সংখ্যা
১	جوف	জওফ	১টি	৩টি
২	حلق	হলক্ব	৩টি	৬টি
৩	لسان	লেছান	১০টি	১৭টি
৪	شفتان	শাফাতান	২টি	৪টি
৫	خيشوم	খাইশুম	১টি	

উপরের তালিকা অনুযায়ী ৫ মাকামের মধ্যে ১৭টি মাখরাজ রহিয়াছে।

মাখরাজের বিস্তারিত বিবরণ

জওফ (جوف)

১। জওফ (جـــوف) অর্থাৎ মুখের ভিতরের খালি জায়গা, এই মাখরাজ হইতে হুরুফে মাদ্দা বা মদের তিনটি হরফ বাহির হয়। উক্ত তিনটি হরফ নিম্নরূপ ঃ

ক) ا (আলিফ), যদি হরকত ছাড়া হয় এবং তাহার পূর্বের হরফে যবর থাকে।

খ) و (ওয়াও), যদি সাকিন হয় এবং তাহার পূর্বের অক্ষরে পেশ থাকে।

গ) ى (ইয়া), যদি সাকিন হয় এবং তাহার পূর্বের হরফে যের থাকে।
যেমন ঃ نُوْحِيْهَا

নোট ঃ আলিফ, ওয়াও ও ইয়া যদি মদের হরফ না হয়, তবে তাহা অন্যান্য মাখরাজ হইতে উচ্চারিত হইবে।

হলক্ব (حلق)

হলক্ব মাকামে ৩টি মাখরাজ রহিয়াছে। ইহা হইতে ৬টি হরফ উচ্চারিত হয়।

২। اقـصىٰ حـلـق (আকছায়ে হলক্ব)ঃ কণ্ঠনালীর শেষ সীমা, যাহা ছিনার সহিত মিলিত আছে। এ মাখরাজ হইতে ء ـ ه এই দুইটি হরফ উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ اَءْ ـ اَهْ

৩। وسـط حلق (ওছতে হলক্ব) ঃ কণ্ঠনালীর মধ্যস্থল। এই মাখরাজ হইতে ح ـ ع উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ اَحْ ـ اَعْ

৪। ادنـىٰ حـلق (আদনায়ে হলক্ব) ঃ কণ্ঠনালীর উপরের অংশ যাহা মুখের নিকটবর্তী। এই মাখরাজ হইতে غ ـــ خ উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ اَغْ ـــ اَخْ

হলক্ব মাকামের তিনটি মাখরাজের নকশা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

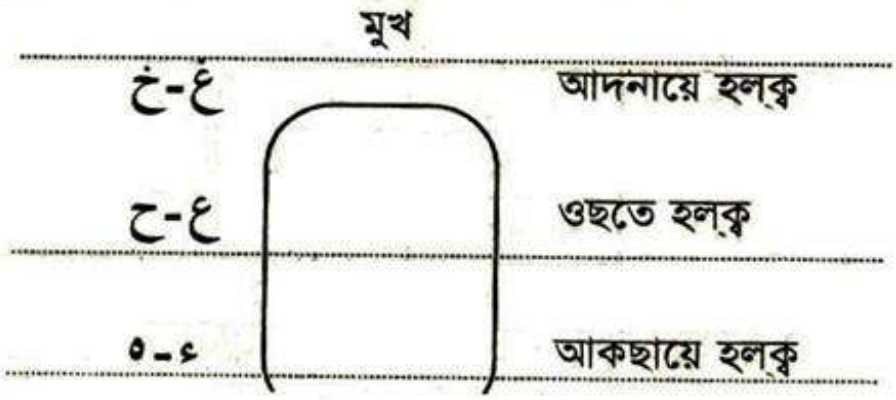

লেছান (لسان)

লেছান মাকামে ১০টি মাখরাজ রহিয়াছে। জিহ্বাকে আরবী ভাষায় لســـــان (লেছান) বলা হয়। নিম্নবর্ণিত ১০টি মাখরাজ হইতে ১৮টি হরফ বাহির হয়।

৫। আকছায়ে লেছান অর্থাৎ লেহাত বা ছোট জিহ্বা ও তাহার সোজা উপরের তালুর কিছু অংশ। এই মাখরাজ হইতে ق উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ اَقْ

৬। জিহ্বা মূলের নিকটবর্তী স্থান ও উহার উপরের তালুর অংশ। এই মাখরাজটি ق হরফের মাখরাজের সমান্য নিম্নে, একটু মুখের দিকে সরিয়া। এই মাখরাজ হইতে ك উচ্চারিত হয়। যেমন اَكْ

৭। ওছতে লেছান ঃ জিহ্বার মধ্যস্থল ও উহার সোজা উপরের তালু, এই মাখরাজ হইতে ج ـ ش ـ ى এই তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ اَجْ - اَشْ - اَىْ

নোট ঃ তন্মধ্যে 'ইয়া' যদি শর্তানুসারে মদের হরফে পরিণত হয়, তবে ى জওফ হইতে উচ্চারিত হইবে। আর মদের না হইলে ওছতে লেছান হইতে উচ্চারিত হইবে।

লেছান মাকাম হইতে বর্ণিত ৩টি মাখরাজের নকশা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

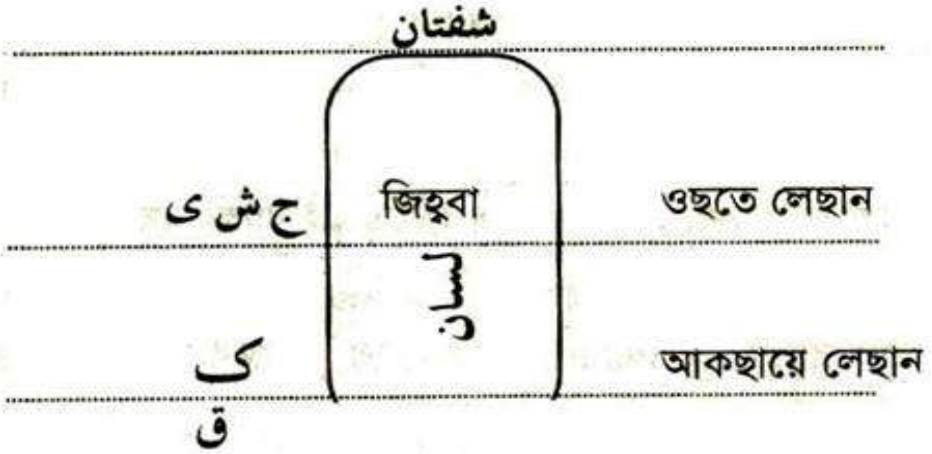

হল্‌ক্

৮। জিহ্বার ডান অথবা বাম কিনারা এবং আদরাছে উলিয়া বা উপরের চর্বনদন্ত পাটির মূল। এই মাখরাজ হইতে ض উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ اَضْ

কোন কোন কিতাবে এই হরফের মাখরাজের শেষ সীমানা লাম পর্যন্ত লিখা হইয়াছে।

৯। জিহ্বার আগের অংশের কিনারা এবং উপরে দাঁতের মাড়ি এবং তালুর কিছু অংশ। এই মাখরাজ হইতে ل উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ اَلْ

১০। এই মাখরাজও লামের মাখরাজের মত। তবে লামের মাখরাজের সামান্য নীচে। এই মাখরাজ হইতে ن উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ اَنْ

১১। জিহ্বার আগের অংশের পিঠ এবং উপরের ছানায়া উলিয়া নামক দুই দাঁতের মাড়ি। এই মাখরাজ হইতে ر উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ اَرْ

১২। জিহ্বার অগ্রভাগ এবং ছানায়া উলিয়া নামক উপরের দুইটি দাঁতের মূল এবং তালুর কিছু অংশ, এই মাখরাজ হইতে ط ـ د ـ ت এই তিন হরফ উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ اَطْ ـ اَدْ ـ اَتْ

১৩। জিহ্বার অগ্রভাগ এবং ছানায়া উলিয়া ও ছুফলার দরমিয়ান। এই মাখরাজ হইতে ز ـ س ـ ص এই তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ اَزْ ـ اَسْ ـ اَصْ

১৪। জিহ্বার অগ্রভাগ ও ছানায়া উলিয়ার অগ্রভাগ। এই মাখরাজ হইতে ظ ـ ذ ـ ث এই তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। যেমন اَظْ ـ اَذْ ـ اَثْ

শাফাতান (شفتان)

شفتان (শাফাতান) অর্থাৎ দুই ঠোঁট। শাফাতানে ২টি মাখরাজ রহিয়াছে।

১৫। ছানায়া উলিয়া নামক দাঁতের অগ্রভাগ ও তাহার বরাবর নীচের ঠোঁটের ভিতরের অংশ। এই মাখরাজ হইতে ف বাহির হয়। যেমন ঃ اَفْ

১৬। উভয় ঠোঁটকে মিলাইয়া ب ও م উচ্চারণ করা হয় এবং ঠোঁট সামান্য ফাঁক রাখিয়া و উচ্চারণ করা হয়, যে و মদের হরফ নয়। যেমন ঃ اَوْ - اَمْ - اَبْ

খাইশুম (خيشوم)

খাইশুম অর্থ নাকের বাঁশি। ইহাতে একটি মাখরাজ রহিয়াছে, যাহা হইতে গুন্নার হরফ উচ্চারিত হয়।

১৭। খাইশুম হইতে কোন অবস্থায় কি কি বাহির হয় তাহা নিম্নে বর্ণনা করা হইল ঃ

ক) এদগামে মালগুন্না এবং এখফার অবস্থায় খ) নুন ও মীম যখন মুশাদ্দাদ হয় গ) মীম যখন অন্য একটি মীমে মদ্‌গম হয় অর্থাৎ এদগাম মিছলাইন এর অবস্থায় আসে ঘ) মীম যখন ب হরফের মধ্যে গোপন হয় অর্থাৎ এখফায়ে শফওয়ী অবস্থায় আসে।

উল্লেখিত অবস্থায় হরফগুলির অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং খাইশুম হইতে উচ্চারিত হয়।

মদ্‌গম ও মদ্‌গম ফিহি

কোন হরফকে অন্য একটি হরফে এদগাম করিলে প্রথমটিকে مدغم এবং দ্বিতীয়টিকে مدغم فيه বলে। যেমন ঃ مَنْ يَّشَاءُ

এখানে নুন ছাকিন মদ্‌গম ও ইয়া মুদগম ফিহি। এদগামে মালগুন্না অবস্থায় মদগমের মাখরাজ হয় খাইশুম এবং দ্বিতীয় হরফ অর্থাৎ মদগম ফিহি তার মাখরাজের মধ্যেই থাকে।

এদগাম বেলাগুন্না হইলে মদগমকে মদগম ফিহি এর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া একটি মুশাদ্দাদ হরফে পরিণত করা হয় এবং মদগম ফিহি এর মাখরাজ

হইতে উচ্চারণ করা হয়। প্রকাশ থাকে যে, উভয় হরফ একই শব্দের মধ্যে থাকিলে এদগাম হইবে না।

القاب حروف এর বর্ণনা

القاب হইল لقب শব্দের বহুবচন। القاب حروف মোট ১০টি। যথা ঃ

ক্রমিক	নাম	হরফ সংখ্যা
১	جوفية	৩
২	هوائية	৩
৩	حلقية	৬
৪	لهوية	২
৫	شجرية	৩

ক্রমিক	নাম	হরফ সংখ্যা
৬	نطعية	৩
৭	لثوية	৩
৮	اسلية	৩
৯	ذلقية	৩
১০	شفوية	৪

القاب حروف এর বিস্তারিত বর্ণনা

১। جَوْفِيَّة ঃ মদের ৩টি হরফকে جَوْفِيَّة বলা হয়। কেননা এই হরফগুলি جَوْف বা মুখের ভিতরের খালি জায়গা হইতে নির্গত হয়।

২। هَوَائِيَّة ঃ মদের ৩টি হরফকে আবার هَوَائِيَّةও বলা হয়। কেননা এই হরফগুলি উচ্চারণের শেষ পর্যায়ে হাওয়ার উপর নির্ভরশীল হয়। মদের দিকে লক্ষ্য করিয়া হরফ ৩টিকে هَوَائِيَّة বলা হয়। جَوْف হইতে বাহির হয় বলিয়া جَوْفِيَّة বলা হয়।

৩। حَلْقِيَّة ঃ ইহার হরফ ৬টি ء-ه-ح-خ-ع-غ উক্ত ৬টি হরফ حَلْق হইতে বাহির হয় বলিয়া এই গুলোকে حَلْقِيَّة বলা হয়।

৪। لَهَوِيَّة ঃ ইহার হরফ ২টি ك ــ ق এই দুটি হরফ لِهَات বা ছোট জিহ্বা হইতে বাহির হয় বলিয়া এই দুইটিকে لَهَوِيَّة বলা হয়।

৫। شَجَرِيَّة ঃ ইহার হরফ তিনটি ش ــ ج এবং যে ى মদের নয়। এই তিনটি হরফ شَجَرِفم বা জিহ্বার মধ্যস্থল ও তার বিপরীত তালুর অংশ হইতে উচ্চারিত হয়।

ض-দ্বোয়াদ হরফকে কেহ কেহ شَجَرِيَّة বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। কেননা এই হরফের মাখরাজ জিহ্বার কিনারার প্রারম্ভ হইতে আদরাছের শেষ পর্যন্ত লম্বালম্বি ভাবে বিস্তৃত।

৬। نِطْعِيَّة ঃ ইহার হরফ ৩টি ط-ت-د এই হরফগুলির মাখরাজ نطع বা তালুর গহবর। তাই উক্ত হরফগুলিকে نِطْعِيَّة বলা হয়।

৭। لَثَوِيَّة ঃ ইহার হরফ ৩টি ث ــــ ذ ــــ ظ এই তিনটি হরফের মাখরাজ হইল জিহ্বার অগ্রভাগ ও ছানায়া উলিয়ার অগ্রভাগ। তাই উক্ত তিনটি হরফকে لَثَوِيَّة বলা হয়।

৮। ذَلْقِيَّة ঃ ইহার হরফ ৩টি ن-ل-ر এই হরফগুলির মাখরাজ হইল ذَلْق لِسَان বা জিহ্বার কিনারা, তাই উক্ত তিনটি হরফকে ذَلْقِيَّة বলা হয়।

৯। اَسْلِيَّة ঃ ইহার হরফ س-ز-ص এই তিনটি হরফ জিহ্বার কিনারা ও ছানায়া উলিয়া ও ছানায়া ছুফলার মধ্যস্থল হইতে বাহির হয় বলিয়া এই গুলোকে اَسْلِيَّة বলা হয়।

১০। شَفَوِيَّة ঃ ইহার হরফ চারটি و-ف-ب-م এই ৪টি হরফ شَفَتَان বা দুই ঠোঁট হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদেরকে شَفَوِية বলা হয়।

صفت এর বর্ণনা

শাব্দিক অর্থে صـــفـــت ইহাকে বলে, যাহা কোন বস্তু অবলম্বন না করিয়া প্রকাশিত হইতে পারে না। যেমন ধবলতা, কৃষ্ণতা।

اصطلاحی معنی ঃ ইল্‌মে তাজবীদের পরিভাষায় ছিফত বলিতে এমন বিশেষ অবস্থাকে বলা হয়, যাহা হরফকে তাহার মাখরাজ হইতে বাহির করার সময় সংযুক্ত হয়। যেমন ঃ رخاوت-شدت-همس ইত্যাদি।

ছিফাতের উপকারিতা

ক) বিবিধ মাখরাজের হরফগুলিকে সঠিকভাবে উচ্চারণ করা খ) হরফগুলির আওয়াজের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য করা গ) সবল ও দূর্বল হরফ পরিচয় করা।

সুতরাং ছিফত না থাকিলে হরফগুলির উচ্চারণ ধ্বনি এক রকম হইয়া চতুস্পদ জন্তুর আওয়াজের মত (অর্থহীন) হইয়া পড়িবে।

ছিফাতের প্রকারভেদ

সুপ্রসিদ্ধ অভিমত অনুসারে ছিফাত ১৭ প্রকার। توسط নামক ছিফতকে شدّت অথবা رخاوت এর অন্তর্ভূক্ত করিয়া লইলে ছিফত ১৭ প্রকার হইবে। توسط কে رخاوت এর অন্তর্ভূক্ত করা উত্তম।

নোট ঃ বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় شدّت হইতে رخاوت এর সাথে توسط এর নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উক্ত ১৭ প্রকার ছিফাত নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক	নাম	হরফ সংখ্যা
১	جهر	১৯
২	هَمْس	১০
৩	شدَّت	৮
৪	رِخَاوَتْ	
৫	اِسْتِعْلَاء	৭
৬	اِسْتِفَال	২২
৭	اطباق	৪
৮	اِنْفِتَاح	২৫
৯	اِذْلَاق	৬

ক্রমিক	নাম	হরফ সংখ্যা
১০	اِصْمَات	২৩
১১	صَفِيْر	৩
১২	قَلقلة	৫
১৩	لين	২
১৪	اِنْحَرَاف	২
১৫	تكرير	১
১৬	تَفَشِّى	১
১৭	اِسْتِطَالت	১

ছিফাত দুই ভাগে বিভক্ত ঃ

উক্ত ১৭টি ছিফাতকে ২ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা ১. متضاده ২. غير متضاده

صفات متضاده ৫টি ও তাহার বিপরীত ৫টি। নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

ক্রমিক	ছিফাতের নাম	বিপরীত ছিফাত
১	جهر	همس
২	شدت	رخاوت ـ توسط
৩	استعلاء	استفال
৪	اطباق	انفتاح
৫	اذلاق	اصمات

১৭টি صفات হইতে উপরোক্ত ১০টি متضاده এবং অবশিষ্ট ৭টি غير متضاده।

غير متضاده হইল যে সমস্ত ছিফাতের বিপরীতে বিরোধী কোন ছিফাত নেই। ইহা ৭টি যথা ঃ

ক্রমিক	নাম	ক্রমিক	নাম
১	صَفِيْر	৫	تَكْرِيْر
২	قَلْقَلَه	৬	تَفَشِّي
৩	لِيْن	৭	اِسْتِطَالت
৪	اِنْحِرَافْ		

ছিফাতের বিস্তারিত আলোচনা

এখন ১৭টি ছিফাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে। প্রথমে متضاده ১০টি ছিফাত সম্পর্কে আলোচনা করার পর غير متضاده ৭টি ছিফাত সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

জাহ্র جَهْر

جَهْر শব্দের অর্থ জাহির করা ও খোলাখুলি বর্ণনা করা।

اصطلاحی معنی ঃ হরফ সবল থাকায় উচ্চারণের সময় শ্বাস বন্ধ হইয়া

যাওয়া অর্থাৎ মাখরাজের উপর হরফগুলির নির্ভর শক্ত থাকায় হরফগুলি উচ্চারণের সময় এমন এক ধরণের শক্তি সৃষ্টি হয়, যার ফলে শ্বাস বন্ধ হইয়া যায়।

جهر ছিফাত বিশিষ্ট হরফগুলিকে مجهوره (মাজহুরা) বলা হয়।
حروف مجهورة ১৯টি
ا ـ ب ـ ج ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ق ـ ل ـ م ـ ن ـ و ـ ء ـ ى
এই ১৯টি হরফ ছাড়া বাকি হরফগুলি حروف مهمو سه। তাজবীদের কোন কোন কিতাবে ১৯টি হরফকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শব্দের মধ্যে একত্রিত করা হইয়াছে। ظِلُّ قَوْرُ بضّ اِذْ غزا جُندُ مُطِيْعٌ

جهر এর বিপরীত ছিফত همس

হামস্ همس

هَمْس শব্দের অর্থ পাতলা আওয়াজ বা ক্ষীন ধ্বনি।

اصطلاحى معنى পারিভাষিক অর্থ ঃ হরফ উচ্চারণ করার সময় শ্বাস জারি থাকাকে همس বলা হয়। অর্থাৎ মাখরাজের উপর হরফের নির্ভর দূর্বল থাকায় উচ্চারণের সময় শ্বাস অব্যাহত থাকে। همس ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলিকে مهموسه حروف مهموسه বলা হয়। حروف مهموسه ১০টি, এই ১০টি হরফকে জমা করিলে নিম্নরূপ হইবে ঃ حَثَهُ ـ شَخصٌ ـ فَسَكَتْ

শিদ্দাত شدت

شدت শব্দের অর্থ قوت বা সবলতা। اصطلاحى معنى ঃ পারিভাষিক অর্থ, মাখরাজের উপর হরফগুলির নির্ভর পুরামাত্রায় থাকায় উচ্চারণের সময় আওয়াজ থামিয়া যাওয়া।

شدت ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলিকেشديدة حروف শديدة বলা হয়।حروف شديدة মোট ৮টি । ا ـ ب ـ ت ـ ج ـ د ـ ط ـ ق ـ ك। হরফগুলিকে জমা করিলে হয় اَجِدُقطْ بَكَتْ

شدت এর বিপরীত ছিফতের নাম رخاوة

রিখাওয়াত رخاوَت

رخاوت শব্দের অর্থ নরম। اصطلاحی معنی ঃ পারিভাষিক অর্থে মাখরাজের উপর হরফের নির্ভর দূর্বল থাকায় উচ্চারণের সময় আওয়াজ জারী থাকা। رخاوت ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলিকে حروف رخوة বলা হয়। ইহার হরফ ১৬টি।

ا-ث-ح-خ-ذ-ز-س-ش-ص-ض-ظ-غ-ف-و-ه-ى

কোন কোন তাজবীদের কিতাবে উক্ত ১৬টি হরফকে এইভাবে জমা করা হইয়াছে ঃ جُذْغَتٌ حظَّ نَضَّ شَوْصٍ ذَىّ ساه

তাওয়াচ্ছুত توسط

توسط এই ছিফতকে رخاوَت এর অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে। এই ছিফত شدة ও رخاوت উভয়ের মধ্যবতী অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু আওয়াজ বন্ধ হওয়ার তুলনায় জারী থাকার পরিমাণ সামান্য বেশী হওয়ায় شدة এর অন্তর্ভূক্ত না করিয়া رخاوت এর অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে।

توسط শব্দের অর্থ মধ্যম অবস্থা। اصطلاحی معنی ঃ হরফগুলি উচ্চারণ করার সময় আওয়াজ পুরাপুরি বন্ধও হয় না, পুরাপুরি জারীও হয় না। توسط ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলিকে متوسطه বলা হয়। حروف متوسطه ৫টি-ر-م-ع-ن-ل একত্রিত করিলে لَنْ عُمَرَ হয়।

ইসতে'লা استعلاء

استعلاء শব্দের অর্থ উন্নতি ও উপরের দিকে উঠা। اصطلاحی معنی হরফগুলি উচ্চারন করিতে জিহ্বা তালুর দিকে উত্থিত হওয়া।

استعلاء ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলিকে حروف مستعليه বলা হয়। حروف مستعليه ৭টি خ-ص-ض-غ-ط-ق-ظ ৭টি হরফকে একত্রিত করিলে خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ হইবে।

استعلاء ছিফতের বিপরীত ছিফত হলো استفال

ইসতেফাল استفال

استفال শব্দের অর্থ পতিত করা। اصطلاحی معنی ঃ হরফ উচ্চারণ করার সময় জিহ্বাকে তালু হইতে আলাদা রাখিয়া নিম্ন দিকে পতিত করা।

এই ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলিকে مستفله বলা হয়। حروف مستفله মোট ২২টি।

ث ـ ب ـ ت ـ ع ـ ز ـ م ـ ن ـ ی ج ـ و ـ د ـ ح ـ ر ـ ف ـ ه ـ ء ـ ذ ـ س ـ ل ـ ش ـ ك ـ ا

এই ২২টি হরফকে একত্রিত করিলে নিম্নরূপ হইবে ঃ

ثَبَتَ عِزُّ مَنْ يَّجُوْدُ حَرْفَهُ اذْسَلَّ شَكَا

ইতবাক্ব اطباق

اطباق শব্দের অর্থ একত্রিত করা বা যুক্ত করা। اصطلاحی معنی ঃ হরফ উচ্চারণের সময় জিহ্বার কিনারা তালুর অংশের সহিত মিলানো।

اطباق ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলিকে مطبقه বলা হয়। حروف مطبقه ৪টি। ص ـ ض ـ ط ـ ظ বাকি হরফগুলি منفتحه

ইনফিতাহ انفتاح

انفتاح শব্দের অর্থ পৃথক করা। اصطلاحی معنی ঃ হরফ উচ্চারণ করার সময় তালু ও জিহ্বার মধ্যস্থল খোলা রাখাকে انفتاح বলে। انفتاح ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলিকে حروف منفتحه বলা হয়। حروف منفتحه মোট ২৫টি।

م ـ ن ـ ء ـ خ ـ ذ ـ و ـ ج ـ د ـ س ـ ع ـ ة ـ ف ـ ز ـ ك ـ ا ـ ح ـ ق ـ ل ـ ه ـ ش ـ ر ـ ب ـ غ ـ ی ـ ث

উক্ত ২৫টি হরফকে একত্রিত করিলে নিম্নরূপ হইবে ঃ

مَنْ اَخَذَ وَجَدَ سَعَةً فَزَكَا حَقٌّ لَهُ شُرْبُ غَيْثٍ

ইযলাক্ব اذلاق

اذلاق শব্দের অর্থ কিনারা। اصطلاحی معنی ঃ হরফ উচ্চারণ করার সময় জিহবা ও ঠোঁটের কিনারার উপর নির্ভর করা।

اذلاق ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলিকে مذلقة বলা হয়। حروف مذلقه মোট ৬টি।

ف-ر-م-ن-ل-ب

এই ৬টি হরফকে জমা করিলে নিম্নরূপ হইবে فَرَّمِنْ لُبَّ । এই ৬টি হরফের মধ্যে ৩টি হরফ ب ــ م ــ ف এর সম্পর্ক ঠোঁটের কিনারার সহিত রহিয়াছে। বাকী ৩টি হরফ ل ــ ر ــ ن এর সম্পর্ক জিহবার কিনারার সহিত রহিয়াছে। উক্ত ছিফতের বিপরীত হইল اصمات।

ইছমাত اصمات

اصمات শব্দের অর্থ নিষেধ করা, বাধা প্রদান করা। اصطلاحى معنى হরফ উচ্চারণ করার সময় জিহবা ও ঠোঁটের কিনারার উপর নির্ভর করাকে মানা বা নিষেধ করা।

প্রকাশ থাকে যে কেবল মাত্র اصمات ছিফত বিশিষ্ট অক্ষর দ্বারা আরবী চার হরফি শব্দ ও পাঁচ হরফি শব্দ গঠিত হইতে পারে না, যতক্ষন পর্যন্ত কমপক্ষে একটি اذلاق ছিফত বিশিষ্ট হরফ তার সাথে যুক্ত না হয়।
(নোট ঃ اعتماد على منع الا نفر اد)
اعتماد অর্থ নির্ভর انفراد শব্দের অর্থ একক বা এক জাতীয় হওয়া। منع শব্দের অর্থ বাধা প্রদান করা বা নিষেধ করা।

মোট কথা اصمات ছিফতের ৪টি অথবা ৫টি অক্ষর দ্বারা আরবী কোন শব্দ গঠন করাকে বাধা প্রদান করাই এই ছিফতের মুলনীতি।

اِصْمات ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলিকে حروف مصمته বলা হয়। حروف مصمته মোট ২৩টি।

ج-ز-غ-ش-س-ا-خ-ط-ص-د-ث-ق-ت-ء-ذ-و-ع-ظ
-ه-ى-ح-ض-ك

উক্ত ২৩টি হরফকে একত্রিত করিলে নিম্নরূপ হইবে।

جُزْ غَشَّ سَا خِطِ - صِدْ ثِقَةً اِذْ وَعْظُهُ يَحُضُّكَ -

متضاده ১০টি ছিফতের বর্ণনা হইল। এখন ৭টি غير متضاده ছিফতের বর্ণনা হইতেছে।

ছফির صفير

صفير শব্দের অর্থ চড়ুই পাখির আওয়াজ। اصطلاحى معنى ঃ হরফ উচ্চারণ করার সময় জিহবার অগ্রভাগ সংযোগে ছানায়া দন্তের অগ্রভাগ হইতে শক্তির সহিত যে আওয়াজ বাহির হয় ইহাকে صفير বলা হয়। এই ছিফতের হরফ ৩টি ص - س - ز

ক্বালক্বালাহ قلقله

قلقله শব্দের অর্থ নাড়া দেওয়া, কম্পিত হওয়া। اصطلاحى معنى হরফগুলি ছাকিন অবস্থায় মাখরাজে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পর যে এক ধরণের অতিরিক্ত আওয়াজ সৃষ্টি হয় তাহাকে قلقله বলা হয়।

নোট ঃ قلقله ছাকিন অবস্থায় হয়। قلقله এর হরফ ৫টি ق ـ ط - ب - ج - د এই ৫টি হরফকে জমা করিলে قُطْبُ جَدٍّ হয়।

قلقله দুই প্রকার। ১) قلقله كبرى ২) قلقله صغرى

قلقله صغرى ঃ ক্বালক্বালাহ'র হরফ যদি শব্দের মাঝখানে থাকে, তবে ইহাকে قلقله صغرى বলা হয়। যেমন يَقْطَعُوْنَ - يَطْمَعُوْنَ

قلقله كبرى ঃ ক্বালক্বালাহ'র হরফ যদি শব্দের শেষে হয়, তবে ইহাকে قلقله كبرى বলা হয়। যেমন ঃ اَنَابُ - صِرَاطْ - اَمْشَاجْ - خَلاَئِقْ

লীন لِين

لِيْنْ শব্দের অর্থ নরম। اصطلاحى معنى ঃ হরফকে অনায়াসে নরমভাবে তাহার মাখরাজ হইতে উচ্চারণ করাকে لين বলা হয়। حروف لين ২টি। ১) و ছাকিন তাহার পূর্বের হরফে যবর এবং ২) ى ছাকিন তাহার পূর্বের হরফে যবর। যেমন ঃ خَوْفٌ - مَوْتٌ - بَيْت

ইনহিরাফ اِنْحِرَاف

اِنْحِرَاف শব্দের অর্থ ঝুকিয়া পড়া, ধাবিত হওয়া। اصطلاحى معنى ঃ হরফ উচ্চারণ করার সময় জিহবার কিনারার দিকে ঝুকিয়া পড়া। ইহার হরফ ২টি ل - ر

তাকরীর تكرير

تكرير শব্দের অর্থ পুনরাবৃত্তি, পুনঃ পুনঃ। اصطلاحى معنى ঃ জিহবাকে কম্পিত করা। অর্থাৎ উচ্চারণ করার সময় জিহবা কম্পিত হওয়াকে تكرير বলে। ইহার হরফ একটি-ر

নোট ঃ তাজবীদের কিতাব সমূহে এই ছিফত প্রয়োগ না করার জন্য বলা হইয়াছে, বিশেষ করিয়া ر হরফ যখন মুশাদ্দাদ হয়, কেননা تكرار করিলে একটি হরফ উচ্চারণ করিতে কয়েকটি হরফ হইয়া যাইবে।

তাফাশ্শী تفشّى

تفشّى শব্দের অর্থ ছড়াইয়া দেওয়া। اصطلاحى معنى ঃ হরফ উচ্চারণ করার সময় মুখের ভিতর হাওয়া ছড়াইয়া দেওয়াকে تفشى বলে। এই ছিফতের হরফ একটি-ش

ইসতেত্বালাত استطالت

استطالت শব্দের অর্থ বিস্তৃত করা। اصطلاحى معنى ঃ জিহবার কিনারার প্রথম প্রান্ত হইতে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আওয়াজ বিস্তৃত করা। ইহার হরফ একটি-ض

دوتنبيه- দুইটি পরিশিষ্ট

تنبيه اول প্রথম পরিশিষ্ট ঃ ১৭টি ছিফতকে আবার সবলতা ও দুর্বলতার দিক থেকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

ক) قوى খ) ضعيف

قوى ছিফত মোট ১১টি। যথা-

ক্রমিক	নাম
১	جهر
২	شدت

ক্রমিক	নাম
৭	قلقله
৮	انحراف

৩	استعلاء
৪	اطباق
৫	اصمات
৬	صفير

৯	تكرير
১০	تفشّى
১১	استطالت

ضعيف ছিফত ৬টি

ক্রমিক	নাম
১	همس
২	رخاوت مع توسط
৩	استفال

ক্রমিক	নাম
৪	انفتاح
৫	اذلاق
৬	لين

تنبيه ثانى দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ঃ আরবী বর্ণমালায় ব্যবহৃত হরফ সমূহকে ছিফতের সংখ্যা হিসাবে ৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১। এমন কয়েকটি হরফ, যেগুলোর ছিফত সংখ্যা ৫টি এবং এই ৫টি ছিফতই **متضاده** শ্রেণীর হইবে।

২। এমন কয়েকটি হরফ, যেগুলোর ছিফত সংখ্যা ৬টি। তন্মধ্যে ৫টি **متضاده** ও ১টি **غير متضاده** হইবে।

৩। এমন কয়েকটি হরফ, যার ছিফত সংখ্যা ৭টি। তন্মধ্যে ৫টি **متضاده** ও ২টি **غير متضاده** ।

৫ ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলো হইল মদের ৩টি হরফ সহ নিম্নের ১৪টি হরফ-

ء-ت-ث-ح-ذ-ظ-ع-غ-ف-ك-م-ن-ه-خ

৬ ছিফত বিশিষ্ট হরফ ياء এবং واو এ গয়র মাদ্দা সহ নিম্নের ১১টি-

ب-ج-د-ز-س-ش-ص-ض-ط-ق-ل

৭ ছিফত বিশিষ্ট হরফ ১টি - ر

নোট ঃ প্রত্যেকটি হরফে কমপক্ষে ৫টি متضادة ছিফত রহিয়াছে। তবে ১ম শ্রেণীতে غير متضادة নাই। ২য় শ্রেণীতে ১টি غير متضادة, ৩য় শ্রেণীতে ২টি غير متضادة রহিয়াছে।

متضادة ছিফত বাহির করার নিয়ম

কোন হরফের متضادة ছিফত বাহির করার একটি সহজ নিয়ম হইল এই- কোন একটি হরফের ছিফত কি কি তাহা জানিতে হইলে একটি ছিফত যেমন- جهر কে লইতে হইবে। যদি দেখা যায় যে جهر এর হরফ সমুহের মধ্যে উক্ত হরফ আছে, তবে তাহার বিপরীত ছিফত همس এর মধ্যে উক্ত হরফ থাকিবে না। এইভাবে ছিফতগুলি বাহির করা সহজ হইবে।

فصل : مخارج حروف مع الصفات

القول السديد কিতাবে প্রত্যেক হরফের لقب সম্পর্কে আলোচনা করার পর প্রত্যেক হরফের ছিফত বর্ণনা করা হইয়াছে। অনুবাদ করার সময় ছিফতের তালিকা প্রথমে দেওয়া হইল।

خرف	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	عدد	لقب
أ	جهر	شدت	استفال	انفتاح	اصمات	×	×	٥	حلقية
ب	جهر	شدت	استفال	انفتاح	اذلاق	قلقله	×	٦	شفوية
ت	همس	شدت	استفال	انفتاح	اصمات	×	×	٥	نطعية
ث	همس	رخاوت	استفال	انفتاح	اصمات	×	×	٥	لثوية
ج	جهر	شدت	استفال	انفتاح	اصمات	قلقله	×	٦	شجرية
ح	همس	رخاوت	استفال	انفتاح	اصمات	×	×	٥	حلقية
خ	همس	رخاوت	استعلاء	انفتاح	اصمات	×	×	٥	حلقية
د	جهر	شدت	استفال	انفتاح	اصمات	قلقله	×	٦	نطعية
ذ	جهر	رخاوت	استفال	انفتاح	اصمات	×	×	٥	لثوية
ر	جهر	توسط	استفال	انفتاح	اذلاق	انحراف	تكرير	٧	ذلقية

حرف	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	عدد	لقب
ز	جهر	رخاوت	استفال	انفتاح	اصمات	صفير	×	٦	لسانی
س	همس	رخاوت	استفال	انفتاح	اصمات	صفير	×	٦	لسانی
ش	همس	رخاوت	استفال	انفتاح	اصمات	تفسی	×	٦	سجری
ص	همس	رخاوت	استعلاء	اطباق	اصمات	صفير	×	٦	اصلی
ض	جهر	رخاوت	استعلاء	اطباق	اصمات	استطالت	×	٦	سجری
ط	جهر	شدت	استعلاء	اطباق	اصمات	قلقله	×	٦	نطعی
ظ	جهر	رخاوت	استعلاء	اطباق	اصمات	×	×	٥	لثوی
ع	جهر	توسط	استفال	انفتاح	اصمات	×	×	٥	حلقی
غ	جهر	رخاوت	استعلاء	انفتاح	اصمات	×	×	٥	حلقی
ف	همس	رخاوت	استفال	انفتاح	اذلاق	×	×	٥	شفوی
ق	جهر	شدت	استعلاء	انفتاح	اصمات	قلقله	×	٦	لهويه
ک	همس	شدت	استفال	انفتاح	اصمات	×	×	٥	لهويه
ل	جهر	توسط	استفال	انفتاح	اذلاق	انحراف	×	٦	ذلقی
م	جهر	توسط	استفال	انفتاح	اذلاق	×	×	٥	شفوی
ن	جهر	توسط	استفال	انفتاح	اذلاق	×	×	٥	ذلقی
واو غيرمده	جهر	رخاوت	استفال	اصمات	لين	انفتاح	×	٦	شفوی
واو مده	جهر	رخاوت	استفال	انفتاح	اصمات	×	×	٥	جوف دهن
ها	همس	رخاوت	استفال	انفتاح	اصمات	×	×	٥	حلقی
يا غيرمده	جهر	رخاوت	استفال	انفتاح	اصمات	لين	×	٦	شجری

فصل تفخیم اور ترقیق کے بیان میں

تفخيم وترقيق এর বর্ণনা

تفخيم তাফখীম শব্দের অর্থ পুর বা পরিপূর্ণ করা। হরফকে বলিষ্ঠ রূপে উচ্চারণ করাকে تَفْخِيم বলা হয়।

ترقيق তাহার বিপরীত অর্থাৎ হরফকে পাতলা করিয়া উচ্চারণ করা।

যে হরফের মধ্যে تفخيم হয় তাহাকে مُفَخَّمْ এবং যে হরফের মধ্যে ترقيق হয় তাহাকে مُرَقَّقْ বলা হয়।

استعلاء ছিফত বিশিষ্ট ৭টি হরফ مُفَخَّم বা পুর। উক্ত ৭টি হরফকে একত্রিত করিলে خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ হয়। এই ৭টি হরফের মধ্যে اطباق ছিফাত বিশিষ্ট ৪টি হরফ অপেক্ষাকৃত অধিক পুর। এই ৪টি হরফ ظ ـ ط ـ ض ـ ص

تفخيم এর স্তর

تفخيم এর ৬টি স্তর রহিয়াছে।

১ম স্তর ঃ ৬টি স্তরের মধ্যে সব চেয়ে সবল ও উন্নত স্তর যে হরফটিতে যবর হইয়াছে ও তাহার সাথে আলিফ হইয়াছে। যেমন خَاشِعِيْنَ ـ قَانِتِيْنَ ـ صَادِقِيْنَ ইত্যাদি।

২য় স্তর ঃ যে হরফটিতে যবর আছে, কিন্তু আলিফ যুক্ত হয় নাই। যেমন ظَهَرَ ـ غَفَرَ ـ قَعَدَ ـ غَشِيَ-ইত্যাদি।

৩য় স্তর ঃ যে হরফটিতে পেশ আছে।
যেমন ঃ خُلْدٌ ـ قُرْاٰنٌ ـ غُفْرَانَكَ ـ صُنْعَ اللّٰه

৪র্থ স্তর ঃ যে হরফ যবর বা পেশের পর ছাকিন হইয়াছে।
যেমন ঃ اَخْرَجَ ـ اَقْرَبَ ـ يَظْهَرُ ـ يُطْفِؤُنَ

৫ম স্তর ঃ كسره اصلى বা আসল যের এর পর ছাকিন হইয়াছে। ـ اَفْرِغْ فِىْ بِضْعِ

অথবা كسره عارضى বা সাময়িক যের এর পর ছাকিন হইয়াছে।
যেমন ঃ اَوِ اخْرُجُوْا ـ اَنِ اقْتُلُوْا

উল্লেখিত ৫ম স্তরের পার্থক্য কেবলমাত্র ق — غ — خ ৩টি হরফের বেলায় প্রযোজ্য। অন্য ৪টি মুত্‌বাকা হরফের বেলায় নয়।

৬ষ্ঠ স্তর ঃ যের বিশিষ্ট হরফ। যেমন ঃ خِيْفَةً - تَقِيًّا - بَغِيًّا - صِلِيًّا

كسره বা যের দ্বারা ق - خ - غ বিশেষ প্রভাবিত হয়। যদিও এই ৩টি হরফ মূলতঃ পুর; কিন্তু كسره বা যের এই হরফ ৩টির মধ্যে আসিলে كسره বা যের এর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বারিক পড়া উত্তম।

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে حروف مفخم বা পুর হরফ استعلاء ছিফাত বিশিষ্ট ৭টি হরফকে বলা হয়। এই ৭টি হরফ ছাড়া ২২টি হরফকে حروف مرقق বা বারিক বলা হয়। ২২টি হরফ একত্রিত করিলে নিম্নরূপ হইবে।

ثَبَتَ عِزٌّمَنْ يَّجُوْدُ - حَرْفَهُ اِذْسَلَّ شَكَا

উল্লেখিত ২২টি হরফ مرقق, তবে ر ও ل এই দুইটি হরফ কোন কোন সময় পুর হইয়া যায়।

মদের الف তার পূর্ববর্তী হরফের আওতাধীন থাকিবে। পুর হরফের পর আসিলে পুর হইবে এবং বারিক হরফের পর আসিলে বারিক হইবে।

পুরের মিছাল ঃ خَاشِعِيْنَ - صَابِرِيْنَ - فِىْ السَّرَّاءِ

বারিকের মিছাল ঃ لَااُقْسِمُ - يَاايُّهَا - هَاانْتُمْ

فصل لام اور راء کے حکم مین

ل ও ر হরফের হুকুমঃ

ل ও ر উভয় হরফ استفال ছিফত বিশিষ্ট। তাই আসলে হরফ দুইটি বারিক। কিন্তু কোন কোন সময় সাময়িকভাবে হরকতের কারণে পুর হইয়া থাকে।

লাম পুর-বারিকের নিয়ম

লাম কোন সময় পুর ও কোন সময় বারিক হয়। যেমন الـلّٰـه শব্দের ل এর পূর্বে যবর কিংবা পেশ থাকিলে উক্ত লাম পুর হইবে। যেমন ঃ يَعْلَمْهُ اللّٰه - عَبْدُ اللّٰه - واللّٰه

উল্লেখিত অবস্থা ছাড়া সর্বাবস্থায় ل বারিক হইবে।

যেমন ঃ بِسْمِ اللّٰهِ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ قُلِ اللّٰهُمَّ

যে যে অবস্থায় ر পুর হয়

১। ر হরফে যবর বা পেশ থাকিলে وقف ও وصـــل উভয় অবস্থায় পুর হইবে। যেমন ঃ عُرُبًا ـ اَتْرَابًا

২। ر যদি ছাকিন হয় ও তাহার পূর্বে যবর বা পেশ থাকে তবে পুর হইবে। যেমন ঃ قَرْنَ ـ قُرْاٰنٌ ـ تُرْهِبُوْنَ

৩। ر ওয়াকফের অবস্থায় ছাকিন হইলে এবং তাহার পূর্বে যবর বা পেশ থাকিলে পুর হইবে। যেমন ঃ اَلْقَمَرُ ـ النُّذُرُ ـ لِلْبَشَرِ

৪। ر ওয়াকফের কারণে ছাকিন হইলে এবং তাহার পূর্বের হরফ ছাকিন হইলে এবং তাহার পূর্বের হরফে যবর বা পেশ থাকিলে ر পুর হইবে। যেমন ঃ خُضْرُ ـ اَلْعَصْرُ

৫। ر ওয়াকফের কারণে ছাকিন হইলে এবং তাহার পূর্বে واو ছাকিন অথবা الف থাকিলে এবং তাহার পূর্বে যবর বা পেশ থাকিলে পুর হইবে। যেমন اَبْـرَار ـــ شَـكُـوْر অথবা ر ছাকিনের পূর্বে অস্থায়ী যের থাকিলে। যেমন ঃ اَمِ ارْتَابُوْا ـ اِنِ ارْتَبْتُمْ

৬। যদি ر ছাকিন হয় ও তাহার আগের হরফে আছলী কছরা বা যের থাকে এবং را হরফের পরেই استعلاء ছিফত বিশিষ্ট কোন হরফ থাকে এবং এই হরফটি মাকছুর অর্থাৎ যের যুক্ত না হয়, তবে ر পুর হইবে। যেমন ঃ قِرْ طَاسٌ ـ فِرْقَةٌ ـ مِرْصَادٌ

তবে شعـراء ছুরায় যে كَـلٌّ فِـرْقٍ আসিয়াছে, উহার ر পুর বা বারিক উভয় অবস্থায় পড়া জায়েয। কেননা ر হরফের পরেই استعلاء ছিফাত বিশিষ্ট হরফ আসিয়াছে তাই ر পুর পড়া যাইবে। اسـتـعـــلاء ছিফাত বিশিষ্ট হরফটিতে যের থাকায় বারিক পড়া যাইবে। উভয় অভিমতই নির্ভরযোগ্য। তবে বারিক পড়া উচ্চারণের পক্ষে সহজ।

اُدْ خُلُوْ امِصْرَ ـ وَعَيْنُ الْقِطْرِ

উল্লেখিত ২ আয়াতের শেষের ر পুর হইবে না বারিক হইবে, এই সম্পর্কে উলামাগণের মধ্যে ২টি মত রহিয়াছে।

১ম অভিমত অনুসারে ر বারিক পড়িতে হইবে। এই অভিমত যাহারা পোষণ করেন, তাহারা ر হরফের পূর্বে استعلاء ছিফত বিশিষ্ট হরফটিতে গুরুত্ব না দিয়া পূর্বের আসল যের এর প্রতি গুরুত্বরোপ করিয়াছেন। যেহেতু ر হরফের আগের ছাকিন হরফটির আগের হরফে যের রহিয়াছে, তাই বারিক পড়িয়াছেন।

২য় অভিমত অনুসারে উল্লেখিত দুই আয়াতের শেষের ر পুর ও বারিক উভয় অবস্থায় পড়া জায়েয। পুর এই জন্য যে ওয়াকফের অবস্থায় ر ছাকিন হইয়াছে এবং তাহার পূর্বে استعلاء ছিফত বিশিষ্ট হরফ রহিয়াছে। বারিক এই জন্য যে, ر হরফ ওয়াকফের অবস্থায় ছাকিন হইয়াছে এবং তাহার আগে আছলী কছরা রহিয়াছে।

অনেকে আবার مِصْرًا শব্দের ر কে পুর ও عَيْنُ الْقِطْرِ এর ر কে বারিক পড়াকে প্রধান্য দিয়াছেন। কেননা وصل অবস্থায় (মিলাইয়া পড়ার সময়) مِصْرًا শব্দের ر মাফতুহ বা যবর যুক্ত রহিয়াছে এবং অনুরূপ অবস্থায় عَيْنُ الْقِطْرِ এর ر মকছুর বা যের যুক্ত রহিয়াছে। উল্লেখিত অভিমত নির্ভরযোগ্য ও সুপ্রসিদ্ধ।

ر বারিক হওয়ার স্থান

১। ر হরফ وصل তথা মিলাইয়া পড়ার সময় যের যুক্ত হইলে বারিক হয়। আসল যের হউক বা অস্থায়ী যের হউক ر বারিক হইবে।

আসল যের এর উদাহরণ ঃ الرِّجَالُ - الرِّزْقُ

অস্থায়ী যের এর উদাহরণ ঃ اَنْذِرِ النَّاسَ

২। ر যদি ছাকিন হয় এবং তাহার আগের হরফে আসল কছরা থাকে এবং ر হরফের পরে استعلاء ছিফত বিশিষ্ট কোন হরফ না থাকে অথবা استعلاء ছিফত বিশিষ্ট হরফটি ر হরফের পরে না আসিয়া দূরে আসে তবে ر বারিক হইবে। যেমন ঃ فَاصْبِرْ صَبْرًا - مِرْفَقًا

৩। ر যদি ওয়াক্‌ফের কারণে ছাকিন হয় ও তাহার পূর্বে ى ছাকিন থাকে তবে ر বারিক হইবে। ى ছাকিনের আগের হরফে যবর হউক বা যের হউক ইহাতে কোন অসুবিধা হইবে না। যেমন ঃ خَبِيْر ـ قَدِيْر

পরিশিষ্ট ঃ بقرة সূরায় يَبْصُطُ ও اعراف সূরায় بَصْطَةً শব্দদ্বয়ের صএর স্থলে س পড়া হয়। ইমাম হাফছ (রঃ) হইতে শাতবীর সনদ মাধ্যমে এই অভিমত উল্লেখ করা হইয়াছে। طور সূরায় مُصَيْطِرُوْن শব্দের ص কে ص ও س উভয়টি জায়েয। غاشيه সূরায় بِمُصَيْطِرٍ শব্দের ص কে ص পড়িতে হয়।

فصل نون ساكن اور تنوين كے حكم ميں

নুন ছাকিন ও তান্‌বীনের হুকুম

নুন ছাকিন ও তান্‌বীনের অবস্থা পাঁচটি। যথা ঃ

১। اِظْهَارِ حقيقى ইজহারে হাকিকী

২। اخفائے حقيقى ইখফা-ই-হাকিকী

৩। ادغام مع الغنه এদগামে মা'ল গুন্নাহ

৪। ادغام بلا غُنَّه এদগামে বেলা গুন্নাহ

৫। اقلاب এক্বলাব।

اظهار حقيقى ইজহারে হাকিকী

ইজহার শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রকাশ করা। তাজবীদের পরিভাষায় حرف কে গুন্না ব্যতীত তার মাখরাজ হইতে উচ্চারণ করা।

ইজহারে হাকিকীর حرف ৬টি যথাঃ ء - ه - ح - خ - ع - غ

উক্ত ছয়টি حرف হইতে কোন একটি হরফের পূর্বে نون ساكن অথবা تنوين আসিলে ইজহারে হাকিকী বা ইজহারে হলকী হয়। নিম্নে এমন কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা যাইতেছে যেগুলিতে একই শব্দে نون ساكن

এর পর ইজহারের حـــــرف না আসিয়া পরের শব্দের শুরুতে আসিয়াছে। যেমন ঃ

مَنْ اٰمَنَ - مِنْ هَادٍ - مِنْ عَقْلٍ - مِنْ حَدِيْدٍ - مِنْ غِلٍّ - مِنْ خَيْرٍ

অতঃপর এমন কয়েকটি উদাহরণ পেশ করিতেছি যেগুলিতে نـون سـاكن ও اظهار এর হরফ একই শব্দে আসিয়াছে। যেমন ঃ

حِق - يَنْهَوْنَ - يَنْئَوْنَ - اَلْمُنْخَنِقَةُ - يَنْعِضُوْن - يَنْحِتُوْن

ইজহারের ক্ষেত্রে নুন ছাকিনের মত তানবীন ইজহারের হরফের সহিত একই শব্দে আসে না। কেবল মাত্র প্রথম শব্দের শেষে তানবীন হয় এবং তানবীনের পর অন্য শব্দের শুরুতে ইজহারের حرف আসে। যেমন ঃ

رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ - جُرُفٍ هَادٍ - سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

تِجارَةٌ حَاضِرَةٌ - عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ - عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

নুন ছাকিন ও তানবীনের মধ্যে পার্থক্য

تنوين ও نون ساكن এর মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। নুন ছাকিন وقف - وصل এবং উচ্চারণের সময় ও লিখিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। তানবীন কেবল মাত্র উচ্চারণ ও وصل অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।

اخفاء حقيقى ইখফায়ে হাকিকী

اخـفاء ইখফা শব্দের অর্থ গোপন করা। পারিভাষিক অর্থে ছাকিন حرف কে ইজহার ও এদগামের মধ্যবর্তী অবস্থায় এমনভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে যেন حرف টি তাশদীদ মুক্ত হয় এবং গুন্নাহ অব্যাহত থাকে।

اخفائے حقيقى এর হরফ পনরটি যথা ঃ

ت - ث - ج - د - ذ - ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ف - ق - ك

উক্ত حرف গুলি একত্রিত করিলে নিম্নরূপ হইবে ঃ

ستجز صدک فثق ضظظ شذ

نون ساكن অথবা تنوين এর পর উক্ত পনরটি হরফ হইতে কোন একটি حرف আসিলে তাহাকে اخفائے حقیقی বলা হয়।

নুন ছাকিন ও ইখফার حـــرف ২টি শব্দে আসিয়াছে এমন কয়েকটি মিছাল নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

مِنْ سَعَةٍ ـ مَنْ تَابَ ـ مَنْ جَاءَ ـ فَإِنْ زَلَلْتُمْ ـ مَنْ صَلَحَ ـ مِنْ دَابَّةٍ ـ مَنْ كَانَ ـ فَإِنْ فَعَلْتَ ـ مِنْ ثَمَرَةٍ ـ مِنْ قَبْلُ ـ مِنْ ضُرٍّ ـ مِنْ طَيِّبَاتِ ـ مَنْ ظُلِمَ ـ فَمَنْ شَاءَ ـ مِنْ ذِكْرٍ ـ

নুন ছাকিন ও ইখফার হরফ একই শব্দে আসিয়াছে এমন কয়েকটি মিছাল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

اِنْسٌ ـ اَنْتُمْ ـ نُنْجِىْ ـ اَنْزَلَ ـ يَنْصُرُوْنَ ـ اَنْدَادًا ـ مِنْكُمْ ـ يُنْفِقُوْنَ ـ مَنْشُوْرٌ ـ يَنْطِقُوْنَ

নোট ঃ ইজহারের স্থলে বর্ণিত নিয়মের অনুরূপ তানবীন ইখফার হরফের সহিত একই শব্দে আসে না। তানবীন এর উদাহরণ ঃ

فَوْجٌ سَأَلَهُمْ ـ قَوْمًا صَالِحِيْنَ ـ قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ ـ يَوْمًا كَانَ ـ وَاحِدَةٌ فَإِذَا ـ شَهِيْدًا ثُمَّ ـ صَالِحًا قَالَ ـ قِسْمَةٌ ضِيْزَىٰ ـ حَلَالًا طَيِّبًا ـ ظِلًّا ظَلِيْلًا ـ أُمَّةٌ شَهِيْدٌ ـ يَتِيْمًا ذَامَقْرَبَةٍ ـ

ادغام এদ্‌গাম

"এদগাম" শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুকে অন্য বস্তুতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া। তাজবীদের পরিভাষায় এদগাম বলিতে বুঝায় একটি হরফকে অন্য একটি হরফের মধ্যে এমনভাবে ঢুকাইয়া দেওয়া, যাহাতে দুইটি হরফ একই হরফে রূপান্তরিত হয়।

এদগাম দুই প্রকার। ১) ادغام مع الغنه এদগামে মালগুন্নাহ ২) ادغام بلا غنه এদগামে বেলাগুন্নানাহ

ادغام مع الغنه এদগামে মালগুন্নাহ

এদগামে মালগুন্নাহ এর হরফ চারটি। ى ـ ن ـ م ـ و হরফগুলিকে একত্রিত করিলে يَنْمُوْ হয়। নুন ছাকিন অথবা তানবীন এই চারটি হরফ হইতে কোন একটি হরফের পূর্বে আসিলে এদগামে মালগুন্নাহ হয়।

নুন ছাকিন এর মিছাল ঃ مَنْ يَّعْمَلْ

তানবীন এর মিছাল ঃ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ

এদগামে মালগুন্নাহ কেবল মাত্র দুই শব্দে হইয়া থাকে অর্থাৎ একই শব্দে নুন ছাকিন এর পর এদগাম এর হরফ و এবং ى আসিলে এদগাম হয় না। যেমন ঃ دُنْيَا ـ صِنْوَانٌ ـ قِنْوَانٌ ـ بُنْيَانٌ

এই স্থলে এদগাম না করিয়া নুন ছাকিনকে ইজহার করিতে হয়। ইহাকে ইজহারে মুতলক বলা হয়।

ادغام بلاغنه এদগামে বেলাগুন্নাহ

এদগামে বেলাগুন্নাহ এর হরফ ২টি ر ـــ ل নুন ছাকিন অথবা তানবীন এই দুইটি হরফ হইতে কোন একটি হরফের পূর্বে আসিলে এদগামে বেলাগুন্নাহ হইবে।

নুন ছাকিনের মিছাল ঃ مِنْ لَّدُنْ ـ مِنْ رَّبِّهِمْ

তানবীনের মিছাল ঃ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

এদগামে বেলাগুন্নাহ কেবল মাত্র দুই শব্দের মধ্যে হইয়া থাকে।

اقلاب এক্বলাব

এক্বলাব শব্দের অর্থ কোন কিছুর আসল রূপকে পরিবর্তন করা। তাজবীদের পরিভাষায় নুন ছাকিন অথবা তানবীনকে 'মীম' হরফে রূপান্তরিত করিয়া উচ্চারণ করা। এক্বলাবের হরফ মাত্র একটি ب, উক্ত ب হরফের পূর্বে নুন ছাকিন অথবা তানবীন আসিলে উক্ত নুন ছাকিন অথবা তানবীনকে 'মীম'

হরফে রূপান্তরিত করিয়া গুন্নাহর সহিত উচ্চারণ করিতে হয়। ইহাকে একলাব বলে। যেমন ঃ

নুন ছাকিন ও একলাবের হরফ দুই শব্দে আসিয়াছে তাহার উদাহরণ مِنْ بَعْدِ
নুন ছাকিন ও একলাবের হরফ একই শব্দে আসিয়াছে তাহার উদাহরণ يُنْبِتُ
তানবীন এর উদাহরণ ঃ عَلِيْمٌ بِمَا

میم ساکن کے احکام মীম ছাকিনের হুকুম

মীম ছাকিনের তিন অবস্থা ১) اظهار شفوی ২) اخفای شفوء

৩) ادغام مثلین صغیر

ইজহারে শফওয়ী اظهار شفوی ঃ ইজহারে শফওয়ী এর হরফ ২৬টি। ب ও م ব্যতীত আরবী বর্ণমালার সব কয়টি হরফ।

মীম ছাকিন যখন এই হরফগুলি হইতে কোন একটির পূর্বে আসে তখন ইজহারে শফওয়ী হয়। যেমন ঃ

اَمْ جَعَلُوْا - تَمْتَرُوْنَ - اَمْ اٰتَيْنَا - فِيْ اَوْ لَادِكُمْ ثَلَاثَةٍ - اَمْ هُمْ خَيْرٌ - عَلَيْهِمْ حَافِظِيْنَ - رَبُّكُمْ ذُوْرَ حْمَةٍ - لَهُمْ دِيْنُهُمْ -

ইজহারে শফওয়ী কোন সময় দুই শব্দের মধ্যে হয়, আবার কোন সময় একই শব্দে হয়।

ইখফায়ে শফওয়ী اِخْفَاءِ شَفَوِیْ ঃ মীম ছাকিনের পর ب হরফ আসিলে اِخْفَاءِ شَفَوِیْ (এখফায়ে শফওয়ী) হয়। যেমন ঃ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ

এখফায়ে শফওয়ী কেবল মাত্র দুই শব্দের মধ্যে হয়। অর্থাৎ ১ম শব্দের শেষে মীম ছাকিন এবং ২য় শব্দের শুরুতে ب হরফ আসে।

এদগামে মিছলাইন ছগীর ادغام مثلین صغیر ঃ মীম ছাকিনের পর 'মীম' আসিলে এদ্‌গামে মিছলাইন ছগীর হয়। যেমন ঃ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ

যদি দুইটি হরফের মাখরাজ, ছিফাত ও জাত (মূল রূপ) সমান হয় এবং ১ম হরফ ছাকিন ও ২য় হরফ হরকত বিশিষ্ট হয় তবে এদ্‌গামে মিছলাইন ছগীর

হইবে। যেমন ঃ

اِذْهَبْ بِكِتَابِىْ - اُذْكُرْ رَبَّكَ - قَدْدَّ خَلُوْا - فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ - اِذْذَّهَبَ - لَنْ نَّدْعُوْا - يُوَجِّهْهُ - يُدْرِكْكُّمْ - قُلِ اللّٰهُمَّ -

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম ছাকিন হরফটি যদি মদের হরফ হয় তবে এদগাম হইবে না। যেমন ঃ فِىْ يَوْمٍ

এখানে দুইটি ى ইয়া পূর্বের শর্ত মুতাবিক আসিয়াছে সত্য; কিন্তু প্রথম হরফটি মদের তাই এদগাম হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, এদগাম করিলে মদ নষ্ট হইয়া যাইবে।

যদি উভয় হরফ হরকত যুক্ত হয় তবে মিছলাইন কবীর হইবে। যেমন ঃ

ذِكْرُ رَحْمَةِ - رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ - جِبَاهُهُمْ - مَنَاسِكَكُمْ - ثَالِثُ ثَلَاثَةِ - اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ - قَالَ لَهُمْ - فَنُنَبِّئُهُمْ -

আর যদি ১ম হরফ হরকত যুক্ত ও ২য় হরফ ছাকিন হয়, তবুও মিছলাইন কবীর হইবে। যেমন ঃ

تَشْطِطْ - فَعَزَّزْنَا - رَدَدْنَا - حَاجَجْتُمْ - تُتْرِى - مَمْنُوْنٌ - لَلْهُدٰى

متجانسین اورمتقاربین کے بیان میں

এদগামে মুতাজানিছাইন ও মুতাকারিবাইনের বর্ণনা

এদগামে মুতাকারিবাইন ছগীর ঃ যদি একটি হরফের মাখরাজ অন্যটির নিকটবর্তী হয় ও ছিফত ভিন্ন হয় অথবা মাখরাজ ও ছিফত নিকটবর্তী হয় এবং ১ম হরফ ছাকিন ও ২য় হরফ হরকত যুক্ত হয় তবে এদগামে মুতাকারিবাইন ছগীর হইবে। যেমন ঃ بَلْ رَّبُّكُمْ - قُلْ رَّبِّ

মুতাকারিবাইন কবীর ঃ যদি উভয় হরফ হরকত যুক্ত হয় তবে মুতাকারিবাইন কবীর হইবে। যেমন ঃ قَالَ رَبِّ - رُسُلُ رَبِّكَ

এদগামে মুতাকারিবাইন কামিল ঃ مُرْسَلَاتْ সূরার اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ পাঠ করার ২টি নিয়ম রহিয়াছে। ق হরফকে সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়া ک হরফে তাশদীদ দিয়া উচ্চারণ করা। ইহাকে এদগামে মুতাকারিবাইনে কামিল বলা হয়।

এদগামে মুতাকারিবাইন নাক্বিছ ঃ অন্য পদ্ধতি হইল-ق হরফকে ইজহার ও এদগামের মধ্যবর্তী অবস্থায় উচ্চারণ করা। ইহাকে এদগামে মুতাকারিবাইন নাক্বিছ বলা হয়।

এদগামে মুতাজানিছাইন ছগীর ঃ যদি দুইটি হরফ একই মাখরাজের হয় এবং ছিফত ভিন্ন হয় অথবা কোন কোন উলামার নিকট তার বিপরীত হয়, এমতাবস্থায় ১ম হরফ ছাকিন ও ২য় হরফ হরকত বিশিষ্ট হইলে ইহাকে এদগামে মুতাজানিছাইন ছগীর বলা হয়। যেমন ঃ قَدْ تَبَيَّنَ

মুতাজানিছাইন কবীর ঃ যদি উভয় হরফ হরকত যুক্ত হয় তবে মুতাজানিছাইন কবীর বলা হয়। যেমন ঃ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

উপরের অধ্যায়ে আলোচনা করা হইল। ১) এদগামে মিছালাইন ছগীর ২) মিছলাইনে কবীর ৩) এদগামে মুতাকারিবাইন ছগীর ৪) মুতাকারিবাইন কবীর ৫) এদগামে মুতাকারিবাইন কামিল ৬) এদগামে মুতাকারিবাইন নাক্বিছ ৭) এদগামে মুতাজানিছাইন ছগীর ৮) মুতাজানিছাইন কবীর।

فصل غنه کے حکم میں গুন্নার হুকুম

গুন্না নাসিকা মূল হইতে নির্গত আওয়াজ। ইহাতে জিহবার কোন অধিকার নাই। গুন্নার পরিমাণ সম্পর্কে কেরাত বিশারদগণের মধ্যে মত পার্থক্য রহিয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ অভিমত হইল গুন্না দুই হরকত পরিমাণ হইবে। এই অভিমত নির্ভরযোগ্য। অনেকের মতে দেড় হরকত পরিমাণ দীর্ঘ হইবে। হদরের সহিত অর্থাৎ দ্রুত গতিতে তিলাওয়াত করার সময় এই অভিমতের উপর আমল করা জায়েয। অনেকের মতে তিন হরকত পরিমাণ দীর্ঘ হইবে। এই পরিমাণ দীর্ঘ মীম মুশাদ্দাদ ও নুন মুশাদ্দাদকে করা যায়। কেননা ইহাতে ওছল ওয়াকফ উভয় অবস্থায় গুন্না বহাল থাকে। অথচ এখফা, এক্বলাব ও এদগামের গুন্না عَارِضِی বা অস্থায়ী।

لَامْ قَمَرِ يَّهْ - لَام شَمْسِيَّه

لَامْ شَمْسِيَّه (২ لَامْ قَمَرِيَّه (১ এর "লাম" দুই প্রকার ال

১। لَامْ قَـمَـرِيَّه -লাম কামরিয়া ঃ لام قـمرية ইছমের মধ্যে আসে এবং স্পষ্ট বা জাহির করিয়া পড়িতে হয়। কামরিয়ার হরফ মোট ১৪টি। যথা

ا - ب - ج - ح - خ - ع - غ - ف - ق - ك - م - و - ه - ى

এই ১৪টি হরফকে একত্রিত করিলে এইরূপ হয়- اِبْــغِ حَــجَّكَ وَخِفْ عَـقِيْمَه এই হরফগুলি হইতে কোন একটি হরফের আগে ال এর ل আসিলে তাহার লামকে জাহির করিয়া পড়িতে হয়। মিছাল ঃ

اَلْاَمْرُ - اَلْغَيْبُ - اَلْحَمْدُ - اَلْجَنَّةُ - اَلْكَرِيْمُ - اَلْوَلِىُّ

اَلْخَالِقُ - اَلْفَتَّاحُ - اَلْعَلِيْمُ - اَلْقَادِرُ - اَلْيَوْمُ - اَلْهُدىٰ -

২। لَامْ شَمْسِيَّه-লামে শামছিয়া ঃ لام شمسيه ইছমের মধ্যে আসে এবং পরের হরফে এদগাম করা হয়। ইহার হরফ ১৪টি।

ت - ث - د - ذ - ر - ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ل - ن

যদি এই হরফগুলির আগে ال এর ل আসে, তবে এই লামকে পরবর্তী হরফের মধ্যে এদগাম করিতে হয়। যেমন ঃ

اَلطَّيِّبَاتُ - اَلنَّجْمُ - اَللَّيْلُ - اَلشَّهِيْدُ - اَلسَّمَاءُ - اَلدَّهرُ - اَلتَّوَابُ - اَلصَّالِحَاتُ - اَلرَّزَّاقُ - اَلذِّكْرُ - اَلطَّيِّبَاتُ -

لام فعل

فـعـل ماضى ও امر এর মধ্যে যে ل আসে তাহাকে لام فعل বলা হয়। এই লামকে জাহির বা স্পষ্ট করিয়া পড়া ওয়াজিব। মিছাল ঃ

فَالْتَقٰى - فَالْتَقَمَهْ - وَلْيُوْفوا - وَلْيَطَّوَّفُوْا

لام এর هَلْ-بَلْ-قُلْ

এই তিনটি শব্দের শেষ অক্ষরের লামের পর লাম আসিলে ১ম লামকে ২য় লামে এদগাম করা হয়। অন্য কোন হরফ আসিলে এদগাম হইবে না। তবে ইমাম হাফছের (রঃ) মতে ر আসিলেও এদগাম হইবে।

মিছাল ঃ هَلْ لَّكُمْ-بَلْ لَّايُخَافُوْنَ-بَلْ رَّبُّكُمْ

প্রকাশ থাকে যে قُلْ-هَلْ-بَلْ শব্দের শেষের ل হরফকে ل ও ر ছাড়া অন্য কোন হরফে এদগাম করা যাইবে না। অন্য হরফ আসিলে এই তিনটি শব্দের শেষের লামকে জাহির বা স্পষ্ট করিয়া পড়িতে হয়।

فصل مد کے بیان میں

মদের বর্ণনা

মদ শব্দের আভিধানিক অর্থ বর্ধিত করা। কারীগণের পরিভাষায় মদের তিনটি হরফের সাহায্যে আওয়াজ দীর্ঘ করাকে "মদ" বলে।

মদের হরফ

মদের হরফ ৩টি يا-الف-واو এই তিনটি হরফ মদের হরফ হওয়ার জন্য দুইটি শর্ত রহিয়াছে। ১) ছাকিন হইবে ২) الفআলিফ অক্ষরের আগে যবর واو অক্ষরের আগে পেশ এবং يا অক্ষরের আগে যের থাকিবে।

যেমন ঃ قُوْ حِيْهَا এই দুই শর্ত পুরণ না হইলে এই হরফগুলিকে মদের হরফ বলা ভুল হইবে। যেমন يَـفْـعَـلُ শব্দে ى মদের নয়, কারন ১নং শর্ত ছাকিন নাই। سَوْفَ শব্দে و মদের হরফ নয়, কারণ ১ম শর্ত ছাকিন থাকিলেও ২য় শর্ত و এর আগে পেশ নাই।

মদের এই তিনটি হরফের সাহায্য ছাড়া কোন হরফকে লম্বা করা যায় না। যেমন লামকে লাম দ্বারা লম্বা করা যায় না। লামকে 'লু' বলিয়া লম্বা করিলে

و লাগিবে। লি বলিলে ى লাগিবে। তাই মদের হরফের সহিত আওয়াজ দীর্ঘ করাকে মদ বলা হয়।

মদ প্রধানত দুই প্রকার। ১) مداصلى (২) مدفرعي

১। مداصلى ঃ যে মদ কোন কারণের উপর নির্ভরশীল নহে এবং ছকুন বা হাম্‌যা তাহার মদ হওয়ার কারণ নহে, তাহাকে مداصلى বলে। এই মদের অন্য নাম مدطبعى । এই মদকে مدقصر ও বলা হয়।

২। مدفرعى ঃ যে মদ হাম্‌যা ও ছকুনের উপর নির্ভরশীল, তাহাকে مدفرعى বলে। যেমন ঃ مدمتصل ـ مدمنفصل ـ مدعارض ـ مدلازم

মদের বিস্তারিত প্রকার ভেদ

মদ কত প্রকার এই সম্পর্কে ক্বারীগণ বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া আসিতেছেন। কেহ বলিয়াছেন ৮ প্রকার, কেহ ১০ প্রকার, আবার কেহ দশের অধিকও বলিয়াছেন। কাওলুছছাদীদে ১১ প্রকার মদ বর্ণনা করা হইল।

ক্রমিক	নাম
১	مد طبعى
২	مد بدل
৩	مد متصل
৪	مد منفصل
৫	كلمى مثقل
৬	كلمى مخفف

ক্রমিক	নাম
৭	حرفى مثقل
৮	حرفى مخفف
৯	مد عارض لسكون منصوب
১০	مجرور
১১	مرفوع

مدطبعى

مدطبعى বা مداصلى সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এই মদ দুই হরকত পরিমাণ (অর্থাৎ এক আলিফ পরিমাণ) দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হয়।

ইহাতে কম বেশী হয় না। ইহার হরফ তিনটি ১) الف ছাকিন তাহার আগে যবর ২) ى ছাকিন তাহার আগে যের ৩) و ছাকিন তাহার আগে পেশ। যেমন ঃ نُوْ حِيْهَا

নোট ঃ ক) যেহেতু مداصلى তে আসলেই মদ রহিয়াছে এবং বেশী দীর্ঘ করার কোন কারন বর্তমান নাই, তাই ইহাকে مداصلى বলা হয়। যদি দীর্ঘ করার অন্য কারণ হাম্‌যা ও ছকুন আসে তবে مدفرعى হইয়া যাইবে। মূলতঃ বর্ণিত ১১ প্রকার মদের মধ্যে مدطبعى ব্যতীত বাকী ১০ প্রকারই মদ مدفرعى এর প্রকার।

শব্দার্থ ঃ হরকত-একটি অঙ্গুলি বন্ধ থাকিলে মধ্যম গতিতে খুলিতে বা খুলা থাকিলে মধ্যম গতিতে বন্ধ করিতে যে সময় লাগে তাহাকে এক হরকত বলে। ماقبل -পূর্বে। مابعد -পরে। فتح -যবর। كسره-যের। مَفْتُوح -যে হরফে যবর আছে। مكسور -যে হরফে যের আছে। ضمه -পেশ। مضموم-যে হরফে পেশ আছে। سبب -কারন। نوع -প্রকার।

مد بدل মদ্দে বদল

মুল হরকতওয়ালা হাম্‌যার পর ছাকিন হাম্‌যা আসিলে সেই ছাকিন হাম্‌যাকে আগের হাম্‌যার হরকতের মুতাবিক হরফ দ্বারা পরিবর্তন করিতে হয়। ইহাকে مدبدل (মদ্দে বদল) বলে। ১ম হাম্‌যায় যবর থাকিলে ২য় হাম্‌যায় আলিফ হইবে। ১ম হাম্‌যায় পেশ থাকিলে ২য় হাম্‌যায় و হইবে। ১ম হাম্‌যায় যের থাকিলে ২য় হাম্‌যায় ى হইবে।

যেমন ঃ

اٰمَنُوْ হইতে اٰمَنُوْا

اِيْمَانًا হইতে اِئْمَانًا

اُوْتُوْا হইতে اُئْتُوْا

উচ্চারণের পক্ষে আছান (পাতলা) হওয়ার জন্য! কারণ হাম্‌যা হরফটি মদ ও লিন গ্রহণ করে না অথচ আলিফ মদ ও লিনকে কবুল করে।

মূল ঃ হরফে লিন ২টি- ১) و ছাকিন তাহার আগের হরফে যবর। যেমন سَيْفُ ২) ى ছাকিন তাহার আগের হরফে যবর। যেমন ঃ مَوْتُ

ওয়াকফের অবস্থায় ইহা مدعارض للسكون এর মত হইবে। مد عارض منصوب সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে। অর্থাৎ للسكون হইলে তিনটি নিয়ম ১) قصر ২) توسط ৩) طول

مجرور হইলে চারটি নিয়ম- ১) قصر ২) توسط ৩) طول ৪) روم مع القصر।

مرفوع হইলে ৭টি নিয়ম- ১) قصر ২) توسط ৩) طول ৪) توسط مع قصر ৫) الاشمام ৬) قصر مع الاشمام ৭) طول مع الاشمام ৮) قصر مع الروم

যেহেতু و ও ى কে লিন ও মদ উভয় প্রকারের মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাই সন্দেহ জন্মিতে পারে যে আরবী বর্ণমালায় দুইটি و এবং দুইটি ى রহিয়াছে। এই সন্দেহ দূর করার জন্য বলিতেছি যে, আরবী ভাষায় و মাত্র ১টি এবং ى মাত্র ১টি, দুইটি নয়। শর্তের পরিবর্তনে ইহার নামের পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। অমুক শর্ত পাওয়া গেলে ইহা মদের হরফ, অমুক শর্ত পাওয়া গেলে ইহা হরফে লিন। যেমন و মদের হরফ হওয়ার জন্য ছাকিন হওয়া এবং তাহার আগে পেশ থাকা শর্ত। و ও ى লিন হওয়ার জন্য ছাকিন হওয়া এবং তাহাদের আগের হরফে যবর থাকা শর্ত।

মদ্দে বদলকে দুই হরকত বা এক আলিফ লম্বা করিয়া পড়িতে হয়। مد طبعى ও مدبدل লম্বা করার পরিমাণের পার্থক্য এই যে- مد طبعى কোন ইমামের মতে এক আলিফ হইতে বেশী হইবে না। কিন্তু মদ্দে বদল ইমাম ওরশের মতে এক আলিফ হইতে বেশী হইতে পারে।

প্রসিদ্ধ সাত কারীর মধ্যে ইমাম নাফে মাদানী একজন এবং তাহার দুইজন রাবীর মধ্য হতে একজন হলেন ইমাম ওরশ।

مدمتصل اور مد منفصل کے بیان میں
মদ্দে মুত্তাছিল ও মুনফাছিলের বর্ণনা

مـد متـصـل-মদ্দে মুত্তাছিল ঃ মদের তিনটি হরফ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। যদি মদের হরফের পর ء হামযা আসে এবং একই শব্দের মধ্যে হয় তবে মদ্দে মুত্তাছিল হইবে। ইহাকে মদ্দে ওয়াজিব বলা হয়। কেননা কারীগণের মতে এই মদ ওয়াজিব।

মিছাল ঃ من يشاء

ইহা স্বাভাবিক অবস্থায় ৪ হরকত অথবা ৫ হরকত লম্বা হইবে। ওয়াকফের অবস্থায় مـدعـارض لـلسكون এর হুকুমে চলিয়া যাইবে। অর্থাৎ مـنصوب হইলে ৩ অবস্থা ৪ হরকত, ৫ হরকত, ৬ হরকত।

مـجرور হইলে ৪ অবস্থা- ৪ হরকত, ৫ হরকত, ৬ হরকত, রুমের সহিত ৪ হরকত।

কেহ কেহ অন্য একটি অবস্থা যোগ করিয়াছেন। অর্থাৎ রুমের সহিত ৫ হরকত পরিমাণ। এই হিসাবে مجرور হইলে ৫ অবস্থা হয়।

مـرفوع হইলে ৭ অবস্থা- ৪ হরকত, ৫ হরকত, ৬ হরকত, ইশমাম সহ ৪ হরকত, ইশমাম সহ ৫ হরকত, ইশমাম সহ ৬ হরকত, রুম সহ ৪ হরকত।

مـد مـنـفـصل-মদ্দে মুনফাছিল ঃ মদের হরফের পর একই শব্দে হামযা না আসিয়া অন্য শব্দে আসিলে ইহাকে মদ্দে মুনফাছিল বলে। ইহা ৪ অথবা ৫ হরকত লম্বা করিতে হয়। এই মদের অন্য নাম মদ্দে জায়েয; কেননা ইহা হদরের সময় ২ হরকত লম্বা করিলেও চলে।

মিছাল ঃ فی آنفسهم- لآ آقسم

নোট ঃ يشآء শব্দে মদের হরফের পর متصل অর্থাৎ একই শব্দের মধ্যে হামযা আসিয়াছে। যদি يشاء বলিয়া ওয়াকফ করা হয়, তবে ইহা مـد عارض للسكون এর হুকুমে চলিয়া যাইবে। এই ধরণের মিছালে منصوب

হইলে ৩ অবস্থা। অর্থাৎ লম্বা করার তিনটি নিয়ম যথাক্রমে ৪, ৫ ও ৬ হরকত। مـــجـــرور হইলে এই ৩ নিয়ম ছাড়া আরোও ১টি বা ২টি নিয়ম যথাক্রমে ৪ হরকত রুম সহ এবং ৫ হরকত রুম সহ। مـــرفـــوع হইলে ৭ অবস্থা, যথাক্রমে ৪, ৫, ৬ হরকত ও ইশমাম সহ ৪, ৫, ৬ হরকত এবং রুম সহ ৪ হরকত।

منفصل মুনফাসিল শব্দের অর্থ আলাদা। যেহেতু এই মদে হামযা আলাদা থাকে অর্থাৎ প্রথম শব্দের শেষে মদের হরফ এবং পরবর্তী শব্দের শুরুতে হামযা। তাই ইহাকে মদ্দে মুনফাছিল বলা হয়।

বিঃ দ্রঃ কোরআন শরীফে يا ــ ها এর পর যেখানে প্রথমে হামযা বিশিষ্ট শব্দ আসিয়াছে সেখানে মদ্দে মুত্তাছিল হইবে না, মুনফাছিল হইবে? এই সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। অনেকের মতে مـــدمتـــصـــل আবার অনেকের মতে مدمنفصل, তবে مدمنفصل বলিয়া যাহারা অভিমত পেশ করিয়াছেন তাহাদের অভিমত বেশী নির্ভরযোগ্য।

মিছাল ঃ هٰاَنْتُمْ ـ يٰاَيُّهَا

اقسام مد لازم كابيان
মদ্দে লাযিম এর প্রকার ভেদের বর্ণনা

মদ্দে লাযিম চারি প্রকার। ১) كـلـمـي مثقّل (কলমী মুছাক্কাল) ২) كـلـمـي مخفف (কলমী মুখাফফাফ) ৩) حـرفي مثقّل (হরফি মুছাক্কাল) ৪) حرفي مخفف (হরফি মুখাফফাফ)

كـلـمـي مثقّل-কলমী মুছাক্কাল ঃ মদের হরফের পর মুশদ্দাদ হরফ আসিলে কলমী মুছাক্কাল হয়। যেমন حـــآجَّـكَ ইহা লম্বা করার পরিমাণ ৬ হরকত। কম বেশী হয় না।

كـلـمـي مـخـفـف-কলমী মুখাফফাফ ঃ মদের হরফের পর ছাকিন হরফ আসিলে কলমী মুখাফ্ফাফ হয়। যেমন اٰلْـــئٰـــنَ ইহা লম্বা করার পরিমাণ ৬ হরকত। কম বেশী হয় না।

حرفی مثقل-হরফি মুছাক্কাল ঃ মদের হরফের পর এদগাম হইলে হরফি মুছাক্কাল হয়। যেমন الٓمٓ এর লাম হরফে এবং طٰسٓمٓ এর س হরফে। ইহা লম্বা করার পরিমাণ ৬ হরকত। ইহাতে কম বেশী হয় না।

حرفی مخفف-হরফি মুখাফফাফ ঃ মদের হরফের পর ছাকিন হইলে **حرفی مخفف** হয়। যেমন الٓمٓ এর **میم** হরফে এবং طٰسٓمٓ এর **میم** হরফে। ইহা লম্বা করার পরিমাণ ৬ হরকত। ইহাতে কম বেশী হয় না।

একথা সুস্পষ্ট যে, কলমি কলিমার মধ্যে এবং হরফি হরফের মধ্যে হইবে।

تنبیهات

تنبیه اوّل প্রথম তানবীহ

কোরআন শরীফে ৬টি শব্দ রহিয়াছে, যেগুলিকে **مدلازم** এর মত ৩ আলিফ লম্বা করিয়া পড়িতে হয়। এই ৬টি শব্দ তছহিলের সহিতও পড়া যায়। শব্দগুলো নিম্নে দেওয়া হইল।

১।	قُلْ ءٰالذَّكَرَيْنِ	২ স্থানে	সূরা انعام
২।	ءٰالْئٰنَ	২ স্থানে	সূরা يونس
৩।	ءٰاللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ	১ স্থানে	সূরা يونس
৪।	ءٰاللّٰهُ خَيْرٌ	১ স্থানে	সূরা نمل

৪টি শব্দ মোট ৬ স্থানে ৩ সূরায় আসিয়াছে। তছহিলের নিয়ম হইল **لام تعریف** ও **همزه استفهام** এর মধ্যে অবস্থিত ২য় হামযাকে হামযা ও আলিফের দরমিয়ানী অবস্থায় মদ ব্যতীত পড়া। উভয় নিয়ম (অর্থাৎ মদ ও তছহিল) জায়েয আছে। তবে মদ করা উত্তম। ইহার অন্য নাম **مدّ فرق** কেননা এই মদ ইছতেফহাম ও খবরের মধ্যে পার্থক্য দেখায়।

تنبیه ثانی দ্বিতীয় তানবীহ

فُصِّلَتْ সূরার মধ্যে ءَاَعْجَمِيٌّ শব্দ আসিয়াছে। ইমাম হাফছ (রহঃ) হইতে প্রাপ্ত অভিমতগুলির মধ্যে নির্ভরযোগ্য অভিমত হইল এই শব্দে **تسهیل** **بلامد** অর্থাৎ মদ ছাড়া তছহিল করিতে হইবে। এক বর্ণনা মতে ء ও ها এর

দরমিয়ানী অবস্থায় পড়িতে হইবে। কিন্তু শেষের অভিমত দূর্বল (নির্ভরযোগ্য নয়)। ইমাম হাফছ (রহঃ) -এর মতে এই শব্দ ছাড়া অন্য কোথাও تسهيل নাই।

تنبيه ثالث তৃতীয় তানবীহ

সূরা হুদে مَجْرِيْهَا শব্দ আসিয়াছে। এই শব্দে ইমাম হাফছ (রহঃ) -এর মতে امالة كبرى হইবে। এমালার নিয়ম হইল আলিফ ও ى এর দরমিয়ানী অবস্থায় এমনভাবে পড়া যেন ى হরফের বেশী নিকটবর্তী হয় এবং বারিক হয়। ইমাম হাফছের মতে مَجْرِيْهَا ছাড়া অন্য কোন স্থানে اماله হইবে না।

اقسام مدعارض للسكون

মদ্দে আরিদ্ব লিসসুকুন এর প্রকারভেদ

مد عارض للسكون ৩ প্রকার।

১) منصوب (মানছুব) ২) مجرور (মাজরুর) ৩) مرفوع (মারফূ)

১। منصوب যেমন- العالمين।এই মদ আদায় করার নিয়ম ৩টি।

ক) قصر অর্থাৎ দুই হরকত পরিমাণ

খ) توسط অর্থাৎ ৪ হরকত পরিমাণ

গ) طول অর্থাৎ ৬ হরকত পরিমাণ। একটি অঙ্গুলি সোজা থাকিলে মধ্যম গতিতে বন্ধ করার সময়কে এক হরকত পরিমাণ বলা হয়।

২। مجرور যেমন الدِّيْن এই মদ আদায় করার নিয়ম ৪টি। যথাঃ - ক) قصر খ) توسط গ) طول ঘ) روم مع القصر

روم ঃ روم বলিতে বুঝায় حركت وصل কে সামান্য উচ্চারণ করিতে হইবে। তানবীন ওয়ালা হরফ হইতে تنوين দূর করিতে হইবে। আওয়াজ এতটুকু নীচ করিতে হইবে যাহাতে দূর হইতে কেহ শুনিতে না পায়।

৩। مرفوع যেমন نَسْتَعِيْنُ এখানে ৭টি নিয়ম জায়েয আছে।

ক) قصر খ) قصر مع الاشمام গ) توسط ঘ) توسط مع الاشمام ঙ) طول চ) طول مع الاشمام ছ) روم مع القصر

বিঃ দ্রঃ مدعارض لل سكون এর মধ্যে روم مع التوسط ও روم مع الطول হয় না।

اشمام ঃ হরফকে ছাকিন করার সঙ্গে দুই ঠোঁট ফুলের পাপড়ির মত এমন অবস্থায় মিলানো যেন দেখিলে মনে হয় আওয়াজ ও শ্বাস ছাড়া পেশের দিকে ইশারা করা যাইতেছে। ইহাকে ইশমাম বলে।

ইশমামের উদ্দেশ্য হইল এমন দুইটি হরফের মধ্যে পার্থক্য ধরা পড়া ১) যে হরফ আসলে হরকত ওয়ালা, ছাকিন নয়; বরং ওয়াকফের কারনে অস্থায়ীভাবে ছাকিন হইয়াছে। ২) এবং যে হরফ ওয়াকফ-অছল সর্বাবস্থায় ছাকিন। কেননা ছাকিন অবস্থায় পেশের দিকে ইশারা করিলে ইহা বুঝায় যে উক্ত হরফ মূলত পেশ বিশিষ্ট ছিল।

একদল আলিমের মতে রুম ও ইশমামের উপকারিতা হইল ওয়াকফ অবস্থায় আসল হরকত জাহির করা, যাহাতে দর্শক ইশমামের দ্বারা এবং শ্রোতা রুমের দ্বারা বুঝিতে পারেন।

নোট ঃ যেমন- نَسْتَعِيْنُ শব্দে ওয়াকফ করার সময় اشمام (ইশমাম) করা।

এই শব্দের শেষ অক্ষর নুন এর উপরে আসলে পেশ ছিল। থামিয়া যাওয়ায় বা ওয়াকফ করাতে নুন হরফটি ছাকিন হইয়াছে। তাই ওয়াকফের অবস্থায় ছাকিন নুন হরফটি পড়িয়া শেষ করার সময় اشمام করা হইল, যাহাতে ইশারায় বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে, আসলে এখানে পেশ ছিল।

সুতরাং কোন দর্শক ও শ্রোতা উপস্থিত না থাকিলে রুম ও ইশমামের কোন প্রয়োজন নাই।

সূরা ইউসুফে لَا تَأْمَنَّا শব্দ আসিয়াছে। এই শব্দ সম্পর্কে দুইটি মত বর্ণিত আছে।

১। ১ম নুন' যে নুনটি লিখায় উহ্য রহিয়াছে তাহার হরকতকে অর্ধেক গোপন রাখা। অর্থাৎ ছকুন ও হরকতের মধ্যবর্তী অবস্থায় পড়া।

২। ১ম নুনকে ২য় নুনের মধ্যে এদগাম করার পর ইশারা করা অর্থাৎ ঠোঁটের দ্বারা পেশের দিকে ইশারা করার পর ২নং নুনের যবর আদায় করা।

تنبيه - তানবীহ

উপরের বর্ণনা হইতে জানিতে পারিলাম যে, مدعارض للسكون আদায় করার বিবিধ নিয়ম রহিয়াছে। যেমন منصوب হইলে ৩, مجرورو হইলে ৪ ও مرفوع হইলে ৭টি নিয়ম রহিয়াছে।

এই সমস্ত নিয়ম তখনই প্রয়োগ করা যাইবে যখন سكون عارض للوقف অর্থাৎ ওয়াকফের কারনে ছাকিন হরফটি هاء تانيث হইবে না। যদি হয় যেমন الصلوٰة ـ الذكوٰة তবে সেখানে কেবল মাত্র তিনটি নিয়ম জায়েয হইবে।
১) قصر ২) توسط ৩) طول

কেননা هائے تانيث রুম ও ইশমাম কবুল করেনা।

যদি سكون عارض للوقف মদের সহিত هائے ضمير এর উপর হয়, যেমন عليه ـــ اليه তবে এই সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেকের মতে مدعارض للسكون এর যেই হুকুম ইহারও ঠিক সেই হুকুম হইবে।

এক দলের মতে এই ক্ষেত্রে روم ও اشمام করা নিষেধ। আবার অনেকের মতে যদি هائے ضمير এর আগের হরফে পেশ অথবা যের থাকে অথবা আগের হরফ و ছাকিন হয় তবে রুম ও ইশমাম জায়েয নহে।

যেমন ঃ بِهِ ـ يَرْفَعُهُ ـ عَلَيْهِ ـ اِلَيْهِ ـ لِيَرْضَوْهُ ইত্যাদি।

তবে আগের হরফে যবর থাকিলে অথবা আগের হরফ আলিফ থাকিলে অথবা حرف صحيح ছাকিন থাকিলে রুম ও ইশমাম করা যাইবে।

যেমন ঃ عَنْهُ ـ مِنْهُ ـ هُدٰهُ ـ رَبِّهِ ইত্যাদি।

هائے تانیث ও هائے ضمیر এর মধ্যে পার্থক্য হইল যে, هائے تانیث ওয়াকফের অবস্থায় ০ হইয়া যায়। هائے ضمیر ওয়াকফ ও অছল উভয় অবস্থায় ০ থাকে।

تنبیه - তানবীহ

মূল ঃ আগের বর্ণনায় জানা গেল যে, مد منفصل ও مد متصل ইমাম হাফছের (রঃ) মতে ৪ হরকত বা ৫ হরকত লম্বা হইবে। ২ হরকত এক الف এর সমান। ওয়াকফের অবস্থায় مد متصل কে তিন আলিফ পর্যন্ত লম্বা করা জায়েয আছে। مد عارض للسكون সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

একই বৈঠকে তারতীলের সহিত কোরআন শরীফ তেলাওত আরম্ভ করিলে এবং مد منفصل ও مد متصل কে ৪ হরকত পরিমাণ লম্বা করিলে এই বৈঠকে একই নিয়মে লম্বা করিতে হইবে। কেননা এই মদ ৪ হরকত ও ৫ হরকত লম্বা করা সম্পর্কে ইমাম হাফছ (রহঃ)-এর আলাদা আলাদা বর্ণনা রহিয়াছে।

এমতাবস্থায় একই বৈঠক বিভিন্ন নিয়ম পালন করা ঠিক নয়। এই রকম করাকে تخليط বলা হয়।

পবিত্র কোরআনের এক চতুর্থাংশ বা অর্ধেক পাঠ করার পর অন্য রেওয়ায়েত মত পড়িলে জায়েয হইবে। তবে উত্তম পন্থা হইল যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। مد عارض للسكون এর বেলায়ও উক্ত নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

سكون عارض للو قف بلامد كاحكم مين

ওয়াকফের কারনে ছাকিন হইয়াছে, মদ নাই এমন অবস্থায় দেখিতে হইবে যে হরফের উপর ওয়াকফ হইয়াছে সেই হরফটি حركت عارضه অস্থায়ী হরকত হইতে খালি কিনা। যদি অস্থায়ী হরকত না হয় এবং منصوب হয় তবে ছকুন হইবে। مجرور হইলে ছকুন ও রুম হইবে। এবং مرفوع হইলে ছকুন, রুম ও ইশমাম হইবে। অর্থাৎ منصوب হইলে ছকুন, مجرور হইলে ছকুন ও রুম, مرفوع হইলে ছকুন, রুম ও ইশমাম হইবে।

মূল ঃ যদি حـــركـــت عـــارض অর্থাৎ অস্থায়ী হরকত বিশিষ্ট হয় এবং দুই ছাকিন একত্রিত হওয়ায় মিলাইয়া পড়ার সময় উক্ত হরকত দেওয়া হয়, তবে এই ক্ষেত্রে কেবল মাত্র ছকুন হইবে। রুম ও ইশমাম হইবে না।

যেমন ঃ قُم الليل - قُلِ ادْعُوْا ঃ ইত্যাদি।

কেননা حـــركـــت عـارض-এর স্থলে রুম ও ইশমাম জায়েয নয়। এক্ষেত্রে যদি মদ ছাড়া رفـع - نصب - جر সকুন عارض للوقف হয় তবে সেখানে তিন অবস্থায়ই কেবল মাত্র ছকুন হইবে। যেমন اَلْقِيَـامَةِ ــ اَللَّوَّ امَـهِ কেননা هائے تانيث রুম ও ইশমাম কবুল করে না।

যদি এই ছকুন هـائے ضمير এর উপর হয় যেমন عَـنْـهُ - لَهُ তবে منصوب হইলে শুধু سكون ,مـجـرور হইলে ছকুন ও রুম এবং مـرفـوع হইলে سكون ,روم ও اشمام হইবে।

فصل فواتح سور کے بیان مین

فواتح سور-এর বর্ণনা

الٓمٓ - طه - يٰس - ইত্যাদির বয়ান। فو اتح سور সর্বমোট ১৪টি হরফ। যথা ঃ ا ــ ح - ر - س - ص - ط - ع - ق - ك - ل - م - ن - ه - ى। এই ১৪টি হরফ একত্রিত করিলে এইরূপ হয়- صِلْهُ سَحِيْرًا مَنْ قَطَعَک

এই ১৪টি হরফকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ১) তিন হরফ বিশিষ্ট। মধ্যম হরফ মদের এবং ৩নং হরফ হরফে ছাকিন হইবে। ২) দুই হরফ বিশিষ্ট।

তিন হরফবিশিষ্ট ঃ তিন হরফি হরফ সর্বমোট ৮টি। যথা ঃ ق - ع - ص - س - ك ــ ل ــ م ــ ن এই ৮টি হরফ জমা করিলে নিম্নরূপ হইবে। كَـمْ عَسَلٍ نَقَصَ

এই হরফের মধ্যে একমাত্র ع ব্যতীত প্রত্যেকটি হরফকে মদ্দে লাযিমের মত লম্বা করিয়া পড়িতে হয়।

ك সূরা মরিয়মের শুরুতে আসিয়াছে।

م মীম যথাক্রমে নিম্নলিখিত ৭টি সূরার প্রথমে আসিয়াছে।

নোট ঃ كٓهٰيٰعٓصٓ - طٰهٰ - يٰسٓ - الٓمٓ ইত্যাদি যে কয়েকটি দুর্বোধ্য শব্দ কুরআন শরীফের ২৯টি সূরার শুরুতে আসিয়াছে, ইহার মধ্যে আরবী হরফগুলি হইতে সর্বমোট ১৪টি হরফ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই নয় যে, ২৯টি সূরার শুরুতে যত শব্দ আসিয়াছে সব শব্দের হরফগুলি যোগ করিলে ১৪টি হয়। বরং ২৯টি শব্দ পাশাপাশি লিখিলে দেখা যাইবে যে ইহার মধ্যে এই ১৪টি হরফ ছাড়া অন্য কোন হরফ নাই। ২৯টি শব্দ পাশাপাশি লিখিয়া উস্তাদগণ তাহাদিগকে ১৪টি হরফ বাহির করিয়া দেখাইয়া দিবেন।

১৪টি হরফ একত্রি করিলে صِلْهُ سَحِيْرًا مَنْ قطعك হয়। এখানে সর্বমোট ১৪টি হরফ রহিয়াছে।

ص - ل - ه - س - ح - ى - ر - ا - م - ن - ق - ط - ع - ك

তাহার পরের কায়দা বুঝিতে হইলে প্রত্যেকটি হরফের বানান করিতে হইবে। যেমন ص বানান করিলে صاد হইবে। ل বানান করিলে لام হইবে। ه বানান করিলে هـا হইবে। س বানান করিলে سين হইবে। ح বানান করিলে حـا হইবে। ى বানান করিলে يـــا হইবে। ر বানান করিলে را হইবে। ا বানান করিলে الف হইবে। م বানান করিলে ميـم হইবে। ن বানান করিলে نـون হইবে। ق বানান করিলে قـاف হইবে। ط বানান করিলে طـا হইবে। ع বানান করিলে عين হইবে। ك বানান করিলে كاف হইবে।

এখন দেখা যাইতেছে, এই ১৪টি হরফের কোনটি বানান করিতে ৩ অক্ষর আবার কোনটি বানান করিতে ২ অক্ষর প্রয়োজন হয়। যেমন ل বানান করিতে লাম, আলিফ, ও মিম ঐ তিনটি অক্ষরের প্রয়োজন হইতেছে।

আবার ط বানান করিতে দুই অক্ষরের প্রয়োজন হয়। যেমন طا এখানে ত্বা ও আলিফ আসিয়াছে।

কাজেই এই ১৪টি হরফকে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। তিন হরফি এবং দুই হরফি। অর্থাৎ যে হরফ বানান করিতে ৩টি হরফের প্রয়োজন হয় তাহা তিন হরফি এবং যে হরফ বানান করিতে ২টি হরফের প্রয়োজন হয় তাহা ২ হরফি। তিন হরফি ৮টি হরফ। যথা ك - م - ع - س - ل - ن - ق - ص যেমন ইহাদের বানান নিম্নরূপ ঃ - كاف - ميم - عين - سين - لام - نون - قاف - صاد

পূর্বে বলা হইয়াছে তিন হরফির মধ্যম হরফ মদের হইবে এবং ৩নং হরফ ছাকিন হইবে। যেমন ধরেন ميـــم , এখানে মধ্যম হরফ ى মদের এবং ৩নং হরফ م ছাকিন হইয়াছে।

দুই হরফি অর্থাৎ প্রত্যেকটি হরফ বানান করিতে দুই হরফের প্রয়োজন হয়। ইহার ৫টি হরফ যথা ঃ حَيَّ طَهُرَ

এখানে ح ـــ ى ـ ط ـ ه ـ ر পাঁচটি হরফ রহিয়াছে। ح বানান করিলে حا হইবে। ى বানান করিলে يـــا হইবে। ر বানান করিলে را হইবে। ط বানান করিলে طا হইবে। ه বানান করিলে ها হইবে।

দেখা যাইতেছে প্রত্যেকটি হরফ বানান করিতে ২টি হরফের প্রয়োজন হয়। কাজেই এই ৫টি হরফ ২হরফি হইবে।

حٰمٓ ওয়ালা সাতটি সূরা রহিয়াছে। ৭টি সূরায় حٰمٓ সাতবার আসিয়াছে।

حٰمٓ ওয়ালা ৭টি সূরা ১. المؤمن ২. السجده ৩. الشورى ৪. الزخرف ৫. الدخان ৬. الجاثيه ৭. الا حقاف

তাজবীদের উস্তাদগণ فـــواتـــح ســـور পড়াইবার সময় ব্লাকবোর্ড ব্যবহার করিবেন। ১৪টি হরফ অর্থাৎ صِلْـــهُ سَـحِيْـرًا مَنْ قَطَعَكَ বুঝাইবার জন্য প্রথমে ২৯টি مقطعات পাশাপাশি লিখিবেন।

حوا ميم سبعه অর্থ যে সাতটি সূরার শুরুতে حٰمٓ রহিয়াছে। سبعه শব্দের অর্থ সাত فـــواتـــح ســـور এর মোট হরফ ১৪টি। তিন হরফি ৮+দুই হরফি ৫+আলিফ ১ = ১৪টি। যেহেতু আলিফে মদ নাই তাই ইহার হিসাব আলাদা দেখানো হইয়াছে। سور শব্দটি অনেকে ভুল পড়িয়া থাকেন। سـورة এর বহু বচন سُوَرٌ । ছিনে পেশ ও ওয়াও এর উপর যবর পড়িবেন।

تنبيهات তানবীহাত

تـنبيـه اوّل প্রথম তানবীহ ঃ التـقـاء سـاكنين। অর্থাৎ দুই ছাকিন একত্রিত হইলে ইহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যদি আসল ছাকিন মিলাইয়া পড়ার

অবস্থায় হরকত দেওয়া হয়- যেমন সূরা ال عمرن এর শুরুতে الم اللّٰه-তবে দুইভাবে পড়া ঠিক হইবে।

১। مـــــد ঃ আসল ছাকিনের দিকে লক্ষ্য করিলে মদ তিন আলিফ লম্বা করিয়া আদায় করিতে হইবে। কেননা এখানে مد لازم حرفی مخفف হইয়াছে।

এখানে মিম হরফে فتح বা যবর দিবার কারণ হইল যাহাতে اللّٰه শব্দ পুর থাকে। কেননা যের দিলে اللّٰه শব্দ বারিক হইয়া যাইবে।

২) قـــصـــر ঃ আসল ছাকিনের স্থলে যে অস্থায়ী হরকত (যবর) দেওয়া হইয়াছে সেই দিকে লক্ষ রাখিলে এক আলিফ লম্বা করিয়া পড়িতে হইবে। ছাকিনে আসলি মিম হরফে হইয়াছে।

নোট ঃ শব্দার্থ ঃ * التـقـاء سـاكنين -দুই ছাকিনের সাক্ষাৎ অর্থাৎ একস্থানে দুইটি ছাকিন হরফ আসা। * حالت وصل - মিলাইয়া পড়ার অবস্থা * افضل - উত্তম। * حـركـت عـارض -অস্থায়ী হরকত* غـرض - উদ্দেশ্য, কারণ تفخيم - পুর, * تر قيق - বারিক।

নোট ঃ الـــــمّ পড়িয়া ওয়াকফ করিলে ছাকিন হরফে হরকত দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। যথা ঃ الـمّ ــ ذالک الکتاب কিন্তু সূরা আলে ইমরানের শুরুতে الـمّ এর সাথে الـلّـــه শব্দ মিলাইয়া পড়িতে আলোচিত কায়দার প্রয়োজন হয়। الـمّ এর শেষ হরফটি হইতেছে م - পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে م হরফটি বানান করিতে তিনটি হরফের প্রয়োজন হয় م ــ ی ــ م = میم এই বানানের দিকে লক্ষ্য করুন - প্রথম মিমের পর ی ও م এই দুইটি হরফ এক সাথে ছাকিন হইয়াছে। এখানে التـقـاء سـاكنين হইয়াছে। এখন একত্রে দুইটি ছাকিন হরফ রাখিয়া اللّٰه শব্দ মিলাইয়া পড়া মুশকিল। কাজেই শেষের মিম ছাকিনের উপর যবর প্রয়োগ করা হইল। সেই কায়দা মুতাবিক এখানে অর্থাৎ আলে-ইমরানের শুরুতে مـد لازم حـرفـی مخفف হইয়াছে। اللّٰـه

শব্দকে الـــمٓ এর সাথে মিলাইয়া পড়ার জন্য মিমের উপর অস্থায়ী হরকত 'যবর' হইয়াছে। যবর দেওয়ার পর প্রশ্ন দাড়াইল, এখন আসল মদ রহিল কিনা? অর্থাৎ الـمٓـــ ذالک الکتـاب এর মত الٓم এর শেষ মিমকে লম্বা করিয়া পড়িব কিনা। উত্তর হইল এখানে দুই নিয়মে পড়া যাইবে।

১। অস্থায়ী হরকত যবরের দিকে লক্ষ্য করিয়া কছর করিবেন। কেননা যবর দেওয়ায় مِیْـــمَ হইয়াছে। সাধারণ কায়দা মুতাবিক এখানে ی ছাকিন তার আগে যের হইয়াছে। কাজেই مد قصر হইবে।

২। مد لازم

এখানে উভয় নিয়মে পড়িতে পারিবেন। তবে সনদ প্রাপ্ত কারীগণ নিজ নিজ উস্তাদকে অনুসরণ করিবেন। আমাদের উস্তাদ ছাহেব ক্বিবলাহ কছর করিয়া থাকেন।

تنبیه ثانی দ্বিতীয় তানবীহ

মূল ঃ نـون والقلم ও یٰـسٓ والقران এই দুই জায়গায় যে, "নুন" রহিয়াছে, ইমাম হাফসের (রঃ) মতে ওয়াকফ ও অছল উভয় অবস্থায় এই নুনকে জাহির করিয়া পড়িতে হইবে।

تنبیه ثالث তৃতীয় তানবীহ

سورة حجرات এর মধ্যে بئس الاسم আসিয়াছে। الاسم পড়িয়া ওয়াকফ করিয়া পুনরায় শুরু করার সময় ২টি নিয়ম রহিয়াছে। ১) হামযা হইতে পুনরায় শুরু করা অর্থাৎ الاســم বলিয়া পুনরায় শুরু করা। এই নিয়ম উত্তম। ২) লাম হইতে পুনরায় শুরু করা অর্থাৎ لسم পড়া।

حالت وصل میں ھاضمیر کاحکم
মিলাইয়া পড়ার সময় هاضمير এর হুকুম

هـاضـمیر وصل যখন দুইটি হরকত ওয়ালা হরফের মাঝখানে আসে এবং ২য় হরকত ওয়ালা হরফটি হামযা ব্যতীত অন্য কোন হরফ হয়, তখন

هـاضـمير পড়ার সময় مـدطبعى আদায় করিতে হয়। যেমন ঃ اِنَّـهٗ كَـانَ بِهٖ بَصِيْرًا ইহার নাম صِله قصيره

যদি হরকত ওয়ালা ২য় হরফটি হামযা হয় তবে مـدّ مـنـفصل এর মত লম্বা করিয়া পড়িতে হইবে।

যেমন ঃ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهٗ اِلَّا اللّٰه ইহাকে صِله طويله বলা হয়।

যদি ٥ দুইটি ছাকিন হরফের দরমিয়ানে আসে, তবে মোটেই মদ হইবে না। যেমন عـلـيـهُ اللّٰه এইভাবে যদি ها এর আগে হরকত ওয়ালা হরফ (حرف متـحـرك) আসে এবং পরে ছাকিন হরফ আসে, তবুও মদ হইবে না। যেমন ঃ اِسْمُهُ الْمَسِيْحُ

যদি আগের হরফ ছাকিন ও পরের হরফ متـحـرك হয়, তবে ইমাম হাফছ (রহঃ) -এর মতে মদ হইবে না। যেমন ঃ فِيْهِ هُدًى

তবে সূরা ফুরকানে فِيْـهِ مُهَانًا স্থলে ইমাম হাফছ (রহঃ)-এর মতে مدّ طبعى হইবে। এই আয়াত ছাড়া অন্য স্থানে মদ হইবে না।

لَـمْ يَنْتَهِ ـ مَانَفْقَهُ ইত্যাদিতে মদ হইবে না। কারন এখানে هَاء টি ضمير নয় বরং মূল শব্দের অন্তর্ভূক্ত ٥

নোট ঃ ধারাবাহিক কয়েকটি মিছাল দিয়া هـــاء ضـمـيـر সম্পর্কে আলোচিত বিষয়গুলি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতেছি।

১) اِسْمُهُ (৪ عَلَيْهُ اللّٰه (৩ وَما يَعْلَمُ تَاْ وِيْلَهٗ اِلَّا اَللّٰه (২ اِنَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا
فِيْهِ هُدًى (৫ الْمَسِيْح

১। ٥ এর আগে ও পরে হরকত ওয়ালা হরফ। এখানে مـد طبـعـى হইবে। ইহার নাম صله قصيره

২। ٥এর আগে ও পরে হরকত ওয়ালা হরফ; কিন্তু পরের হরকত ওয়ালা হরফটি হামযা।এখানে مد منفصل হইবে। ইহার নাম صله طويله

৩। ٥ এর আগে ও পরে ছাকিন হরফ।এখানে মদ হইবে না।

৪। ٥ এর আগে متحرك পরে ছাকিন। এখানেও মদ হইবে না।

৫। ه এর আগে ছাকিন, পরে متحرك ইমাম হাফছ (রহঃ)-এর মতে মদ হইবে না।

تنبيهات- তানবীহাত

প্রথম তানবীহ ঃ কোরআন শরীফে ১২টি শব্দে ه ছাকিন লিখা হইয়াছে। ইমাম হাফছ (রঃ) উক্ত "হা" গুলিকে ওয়াকফ ও অছল উভয় অবস্থায় ছাকিন পড়িয়াছেন। ১২টি শব্দ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

ক্রমিক	শব্দ	সূরার নাম
১	لَمْ يَتَسَنَّهْ	بقرة
২	اِقْتَدِهْ	انعام
৩	اِرْجِهْ	اعراف
৪	اِرْجِهْ	شعراء
৫	فَاَلْقِهْ	نمل
৬	كِتَابِيَهْ	حاقّه
৭	كِتَابِيْهْ	حاقّه
৮	حِسَابِيَهْ	حاقّه
৯	حِسَابِيَهْ	حاقّه
১০	مَالِيَهْ	حاقّه
১১	سُلْطَانِيَهْ	حاقّه
১২	مَاهِيَهْ	القارعه

দ্বিতীয় তানবীহ ঃ কোরআন শরীফে ৬টি শব্দে ওয়াকফ করার সময় ১ আলিফ পরিমাণ মদ করিতে হয়। সূরা কাহফে لٰكِنَّا সূরা আহযাবে - اَلسَّبِيْلَا قَوَارِيرَا - سَلَاسِلَا ইনসান সূরায় اَلرَّسُوْلَا - اَلظُّنُوْنَا

তৃতীয় তানবীহ ঃ ضمير مفرد متكلم এর উপর وقف করিলে ১ আলিফ পরিমাণ মদ করিতে হয়। ওছল অবস্থায় মোটেই মদ হইবে না।

যেমন ঃ اَنَا اَكْثَرُ ـ اَنَابشَرٌ ـ اَنَا اَعْلَمُ

চতুর্থ তানবীহ ঃ নমল সূরায় فَمَا آتنى পড়িয়া ওয়াকফ করিলে ওয়াকফ করার ২টি নিয়ম জায়েয।

ক) নুনের যেরকে লিখন পদ্ধতির অনুসরনে ১ আলিফ লম্বা করা খ) ইয়া ى কে حذف করিয়া নুনকে ছাকিন করা।

পঞ্চম তানবীহ ঃ নিম্ন উদ্ধৃত রোম সূরার ৫৪নং আয়াত শরীফে ضعف শব্দ তিনবার আসিয়াছে। ইমাম হাফছ (রঃ) এর মতে এই তিনটি শব্দের ض হরফে পেশ অথবা যবর দিয়া পড়া জায়েয আছে। ইমাম হাফছ (রঃ)-এর উভয় অভিমত নির্ভরযোগ্য।

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً ـ

وقف اور سكته كابيان

ওয়াক্‌ফ এবং ছাকতার বর্ণনা

وقف শব্দের আভিধানিক অর্থ থামিয়া যাওয়া। কারীগণের পরিভাষায় কেরাত শুরু করার উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক এক শ্বাস গ্রহণ করার পরিমাণ সময় আওয়াজ বন্ধ করিয়া থামিয়া যাওয়াকে **وقف** বলা হয়। **وقف** তিন প্রকার যথা ঃ-

১। اختبارى ২। اضطرارى ৩। اختيارى

وقف اختبارى ঃ সেই **وقف** যাহা লিখন পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত। এই ওয়াক্‌ফ করা হয় مقطوع কে موصول হইতে এবং প্রকাশিত কে উহ্য হইতে স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিবার জন্য। তাহা ছাড়া পরীক্ষকের প্রশ্নের উত্তরে অথবা **وقف** এর নিয়ম শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য ইহা করা হয়।

وقف اضطرارى ঃ শ্বাস রাখিতে কষ্ট হইলে, অপারগ হইয়া পড়িলে, ভুল হইলে অথবা এই ধরণের কোন কারণ দেখা দিলে যে কোন কলিমায় ওয়াক্‌ফ করা জায়েয আছে। তারপর ঐ কলিমা যদি প্রথমে আসার যোগ্যতা

রাখে তবে উক্ত কলিমা হইতে পুনরায় পড়া শুরু করিতে হইবে। অন্যথায় তাহার পূর্ব হইতে শুরু করিবেন।

وقف اختيـــارى ঃ যে ওয়াকফ কোন কারণ ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় তাহাকে ওয়াকফে এখতিয়ারী বলে। এই ওয়াকফের প্রকার সম্পর্কে বিবিধ অভিমত রহিয়াছে। অনেকের মতে ৩ প্রকার, অনেকের মতে ৪ প্রকার আবার অনেকের মতে ৫ প্রকার, কাহারও মতে ৫ প্রকারেরও বেশী। অনেকে পরিস্কার শ্রেণী বিভক্তি না করিয়া স্তর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মোট কথা প্রত্যেকের স্বতন্ত্র পরিভাষা ব্যবহারে কোন দ্বন্ধের সৃষ্টি হয় নাই। তন্মধ্যে নির্বাচিত উত্তম অভিমত অনুসারে **وقف** ৪ প্রকার। যথাঃ ১) **تـام** ২) **كـافى** ৩) **حسن** ৪) **قبيح**

وقف تام

ওয়াক্‌ফে তাম

وقف تام এমন একটি কলিমার উপর **وقف** করা, যাহার শব্দগত ও অর্থগত কোন সম্পর্ক পূর্বের সাথেও নাই, পরের সাথেও নাই। এই**وقف** আয়াতের শেষে হইয়া থাকে। যেমন وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ আয়াত শেষ করিয়া ওয়াকফ করা এবং اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا হইতে শুরু করা। কোন কোন সময় **وقف تـــام** করার জন্য বিশেষ তাগিদ করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর **وقف** কে **وقف لازم** বলা হয়।

যেমন নিম্ন বর্ণিত আয়াত পড়িয়া ওয়াকফ করা।

لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ তাহার পর নিম্ন বর্ণিত আয়াত হইতে পড়া শুরু করা اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا যদি না থামিয়া পরবর্তী আয়াত পড়া হয় তবে শ্রবণকারী এমন একটি মর্ম বুঝিয়া লওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, যাহা খারাপ।

সুতরাং বাক্য ও বর্ণনা শেষ হইল কিনা সে দিকে কারীগণের লক্ষ্য রাখা জরুরী।

একটি বাক্যের শেষাংশের সাথে অন্য একটি বাক্যের প্রথমাংশ মিলিয়া গেল

কিনা, তাহাও লক্ষ্য রাখা জরুরী। যাহাতে সংমিশ্রণ না হয় এবং শ্রোতারা সঠিক অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন।

ওয়াক্‌ফ করা জরুরী এমন স্থানে তেলাওয়াতকারী যদি মিলাইয়া পড়েন, তবে শ্রবণকারীর পক্ষে একটি ভুল অর্থ বুঝিয়া লওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

وقف كافى
ওয়াক্‌ফে কাফী

وقف كافى এমন একটি শব্দে ওয়াক্‌ফ করা, যাহার সম্পর্ক পূর্বের সাথে ও পরের সাথে অর্থের দিক দিয়া আছে, কিন্তু শব্দগত কোন সম্পর্ক নাই। ইহার পর হইতে তিলাওয়াত শুরু করা উত্তম। যেমন ঃ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ পড়িয়া ওয়াকফ করা এবং خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْ بِهِمْ হইতে আরম্ভ করা।

وقف حسن
ওয়াক্‌ফে হাছান

এমন শব্দে ওয়াকফ করা যাহার মধ্যে বাক্য শেষ হওয়া সত্ত্বেও এই শব্দের সম্পর্ক পূর্বের সাথে ও পরের সাথে শব্দগত হইবে। 'হাছান' এই জন্য নাম রাখা হইয়াছে যে, এখানে নীরব থাকা উত্তম বা হাছান।
এই শব্দ আয়াতের প্রারম্ভে হইতে পারে অথবা অন্য জায়গায়। যেমন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পড়িয়া ওয়াকফ করা। এখানে ওয়াকফ করা ভাল; কেননা পরবর্তী অংশ শুরুর অর্থ প্রকাশ করিতেছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ও بِسْمِ اللّٰهِ এর উপর ওয়াকফ করা উত্তম, তবে শুরু বিবেচনায় নয়।

وقف قبيح
ওয়াক্‌ফে ক্বাবীহ

وقف قبيح হলো এমন কোন শব্দ পাঠ করিয়া থামিয়া যাওয়া, যে শব্দের সাথে পরের শব্দের শব্দগত ও অর্থগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে।

যেমন ঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করার সময় بِسْمِ পড়িয়া ওয়াকফ করা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পাঠ করার সময় اَلْحَمْدُ পড়িয়া ওয়াকফ করা।

قبيح শব্দের অর্থ খারাপ, এই ওয়াকফকে কৃবীহ নামে আখ্যায়িত করা হয় এই জন্য যে, এই ওয়াকফ এমন স্থানে করা হয় যেখানে কালাম বা বাক্য শেষ হয় না এবং সঠিক অর্থও প্রকাশ পায় না। ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধরণের ওয়াকফ করা জায়েয নহে। তবে শ্বাস নিঃশেষ হইয়া গেলে অথবা হাঁচি ইত্যাদির কারণে অপারাগ অবস্থায় এই ওয়াকফ করিলে জায়েয হইবে।

অপারগ অবস্থায় ওয়াকফ করিলে পুনরায় এই শব্দ হইতে অথবা তাহার পূর্বের শব্দ হইতে পড়িতে হইবে। অর্থাৎ এই শব্দ হইতে পড়িলে অর্থ সঠিক থাকিলে এই শব্দ হইতে পড়িবেন। যদি অর্থে কোন অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে পিছন হইতে পড়িবেন।

اِنَّ اللّٰهِ لَايَهْدِىْ পাঠ করিয়া ওয়াকফ করা খুবই খারাপ। এইভাবে لَايَسْتَحْىِ পাঠ করিয়া ওয়াকফ করা খুবই খারাপ। কারণ এই ধরণের ওয়াকফ করিলে তাহার দ্বারা এমন অর্থ প্রকাশ পায়, যে অর্থ আল্লাহ তা'লার পবিত্র মর্যাদা সম্পর্কে এমন মন্দ ধারণার সৃষ্টি করে যাহা আল্লাহ তা'লার ক্ষেত্রে মোটেই প্রযোজ্য নহে।

এইভাবে فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْن পড়িয়া ওয়াকফ করা قبيح, কেননা আয়াতের অবশিষ্টাংশে মুছল্লীগণের যে গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা বাদ পড়ায় একটি বাতিল অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। এইভাবে لَاتَقْرَبُوْ الصَّلٰوة পাঠ করিয়া ওয়াকফ করা। কেননা এই ওয়াকফের কারণে যে অর্থ প্রকাশ পাইবে তাহা দ্বারা ধারণা জন্মিতে পারে যে নামাজ ত্যাগ করিলে কোন অপরাধ হয় না। এইভাবে اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا পড়িয়া ওয়াকফ করিয়া ابْنُ مَرْيَمْ পড়িতে আরম্ভ করা অথবা اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثلاثه পাঠ করিতে আরম্ভ করা। কেননা এইভাবে ওয়াকফ করিলে মুসলমানগণের আক্বীদার খেলাফ অর্থ প্রকাশ পাইবে।

উলামায়ে কেরামের এক দলের মতে এই ধরণের ওয়াকফ যে ব্যক্তি করিবেন তিনি যদি এই ওয়াকফের দ্বারা সৃষ্ট বাতিল অর্থে বিশ্বাসী না হন এবং পুনরায় বাক্যকে মিলাইয়া সংশোধন করিয়া পাঠ করেন তবে গোনাহ হইবে না।
আবার অনেকের মতে এই ওয়াকফ যাহারা করিবেন, তাহাদের অবস্থা তিনটির একটি হইবে ঃ

১। এই ব্যক্তি অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞাত।
২। অপারগ অবস্থায় ওয়াকফ করিবেন।
৩। ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াকফ করিবেন।

যদি কেহ অজ্ঞাত অবস্থায় এই ধরণের ওয়াকফ করেন তবে কোন গোনাহ হইবে না। যদি অপারগ অবস্থায় করেন এবং পূর্বের সাথে মিলাইয়া পাঠ করেন ও বাতিল অর্থে বিশ্বাসী না হন, তবে কোন গোনাহ হইবে না। অনেকের মতে এমতাবস্থায় অর্থ সম্পর্কে অবগত না থাকা সত্ত্বেও বাক্যের অবশিষ্ট অংশকে না মিলাইলে গোনাহগার হইবেন।

এই ধরণের ওয়াকফ করার সময় ওয়াকফ দ্বারা সৃষ্ট বাতিল অর্থে বিশ্বাস করিলে কাফির হইয়া যাইবে। اَلْعِيَاذُ بِاللّٰه (আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাহিতেছি)
ওয়াকফের শ্রেণী, ওয়াকফের নিয়ম ও অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইল। এখন ছাক্‌তা সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

سكتة
ছাকতা

سكتة ঃ কোন শব্দ উচ্চারণ করিয়া শ্বাস গ্রহণ না করিয়া (সামান্য থামিয়া) পরের শব্দকে পূর্বের শব্দ হইতে আলাদা করিয়া ফেলাকে ছাক্‌তা বলে।

অনেক উলামার মতে শ্বাস গ্রহণ না করিয়া দুই হরকত পরিমাণ থামিয়া ওয়াকফ করাকে ছাক্‌তা বলা হয়।

ইমাম হাফছ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে, কোরআন শরীফে চার স্থানে ছাক্‌তা রহিয়াছে।

১ম ছাক্‌তা كهف সূরায় ঃ

وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا সূরা কাহফের উক্ত ছাক্‌তা সম্পর্কে আমার (অনুবাদকের) ওয়ালিদ মুহতারাম জনাব ফুলতলী ছাহেব-কে তাঁহার দুই উস্তাদ দুইটি নিয়ম শিক্ষা দিয়াছেন।

ক) রইছুল কুর্‌রা মাওঃ শায়খ আহমদ হেজাযী মক্কী (রঃ) বলিয়াছেন- عِوَجًا শব্দের আলিফের মদ আদায় করার পর শ্বাস গ্রহণ না করিয়া দুই হরকত পরিমাণ থামিয়া قَيِّمًا হইতে পড়া আরম্ভ করা।

খ) আলহাজ্ব মাওঃ কারী আব্দুর রউফ শাহবাজপুরী করমপুরী (রঃ) বলিয়াছেন- عِوَجًا শব্দের তানবীন আদায় করার পর ছাক্‌তা করিয়া قَيِّمًا হইতে পড়া আরম্ভ করা।

প্রকাশ থাকে যে আমার (অনুবাদকের) ওয়ালিদ ছাহেব ২য় নিয়মে তিলাওয়াত শিক্ষা দিয়া থাকেন।

২য় ছাক্‌তা يٰس সূরায় ঃ

مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا পাঠ করিতে مَرْقَدِنَا শব্দের আলিফের মদ আদায় করিয়া শ্বাস গ্রহণ না করিয়া দুই হরকত পরিমাণ থামিয়া هٰذَا مَا وَعَدَالرَّحْمٰنُ পাঠ করা।

৩য় ছাক্‌তা قيامة সূরায় ঃ

وَقِيْلَ مَنْ পাঠ করিতে مَنْ শব্দের ن হরফ উচ্চারণ করিয়া শ্বাস গ্রহণ না করিয়া দুই হরকত পরিমাণ থামিয়া وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ راقٍ পাঠ করা।

৪র্থ ছাক্‌তা مُطَفِّفِيْنَ সূরায় ঃ

كَلَّا بَلْ পাঠ করিতে بَلْ শব্দ উচ্চারণ করিয়া শ্বাস গ্রহণ না করিয়া দুই হরকত পরিমাণ থামিয়া رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ পাঠ করা।

مقطوع اور موصول کابیان

مقطوع ও موصول এর বর্ণনা ঃ

مقطوع শব্দের অর্থ আলাদা ও موصول শব্দের অর্থ সংযুক্ত। কোরআন শরীফে কয়েকটি শব্দ কোন কোন স্থানে পরের শব্দের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় আবার অন্য স্থানে পরের শব্দের সাথে সংযুক্ত না হইয়া আলাদাভাবে আসিয়াছে। ১ম অবস্থাকে موصول ও ২য় অবস্থাকে مقطوع বলা হয়।

কোরআন শরীফে কোন শব্দ কোন্ কোন্ স্থানে مقطوع ও কোন্ কোন্ স্থানে موصول সেই সম্পর্কে কারীগণের অবগত থাকা জরুরী। কেননা مقطوع ও موصول সম্পর্কে জ্ঞান থাকিলে কারী ছাহেব স্বাভাবিক অবস্থায় ও অপারগ অবস্থায় ওয়াকফের নিয়মও শিখিতে পারিবেন।

(ফুলতলী ছাহেবের উস্তাদ) রঈছুল কুররা আহমদ হেজাযী (রঃ) উক্ত বিষয়ে ১৬টি উদ্ধৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। যথাক্রমে ১৬টি উদ্ধৃতি নিম্নে পেশ করা হইল।

১নং উদ্ধৃতি ঃ

اَنْ শব্দ না সূচক لا হইতে ১০ স্থানে مقطوع হইয়াছে।

ক্রমিক	আয়াত	সূরার নাম
১।	اَنْ لَّا اَقُوْلَ عَلٰى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ	اعراف
২।	اَنْ لَّايَقُوْلَ عَلٰى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ	اعراف
৩।	اَنْ لَّا مَلْجَأَمِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ	توبه
৪।	اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ	هود
৫।	اَنْ لَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰه اِنِّي اَخَافَ عَلَيْكُمْ	هود
৬।	اَنْ لَّاتُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا	حج
৭।	اَنْ لَّا تَعْبُدُوْا الشَّيْطَانَ	يٰس

৮। اَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ دخان

৯। اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا ممتحنه

১০। اَنْ لَّا يَدْ خُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ نون

তবে انبياء সূরার নিম্নলিখিত আয়াতে مقطوع ও موصول উভয় অভিমত রহিয়াছে। اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ উল্লেখিত স্থান সমূহ ছাড়া অন্যান্য সব স্থানে লিখিতে ও পাঠ করিতে موصول

যেমন ঃ সূরা হুদে اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّااللّٰهِ

সূরা ত্বা'হায় اَلَّا يَرْ جِعَ اِلَيْهِمْ قَوْلًا

প্রকাশ থাকে যে, ان شرطيه না সূচক لا এর সহিত সবস্থানে موصول আসিয়াছে। ইহাতে কোন মতভেদ নাই।

যেমন ঃ সূরা আনফালে اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ توبه সূরায়

২নং উদ্ধৃতি ঃ

اَنْ শব্দ لَنْ এর সহিত কেবল মাত্র দুই স্থানে লিখিতে ও পড়িতে موصول হইয়াছে।

যেমন- اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْ عِدًا কهف সূরায়

اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَه قيامه সূরায়

তাহা ছাড়া সব স্থানে مقطوع হইয়াছে।

যেমন- اَنْ لَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ فتح সূরায়

اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ مزمل সূরায়

৩নং উদ্ধৃতি ঃ

اِنْ শব্দ لَمْ এর সহিত মাত্র এক স্থানে লিখিতে ও পড়িতে موصول হইয়াছে।

فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْا هود সূরায়

তাহাছাড়া অন্য সব স্থানে مقطوع হইয়াছে।

যেমন- فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلم قصص সূরায়

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ احزاب সূরায়

ذَالِكَ اَنْ لَمْ এর সহিত সর্ব সম্মতিক্রমে مقطوع যেমন انعام সূরায়

اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهُ اَحَدٌ بلد সূরায়

৪নং উদ্ধৃতি ঃ

ما ـ اِن অর্থাৎ যে اِنْ শব্দ শর্ত প্রয়োগের অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেই ان شرطيه হইতে মাত্র এক স্থানে مقطوع

وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِى نَعِدُهُمْ رعد সূরায় অন্য সব স্থানে লিখিতে ও পড়িতে موصول হইয়াছে। যেমন- فَاِمَّا انفال সূরায়

فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ ـ وَاِمَّاتَخَافَنَّ তবে اَنْ শব্দ ما এর সঙ্গে সব স্থানে موصول হইয়াছে। ইহাতে মতভেদ নাই।

যেমন- اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ انعام সূরায়

اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْن نمل সূরায়

৫নং উদ্ধৃতি ঃ

اِنَّ শব্দ مَا হইতে د স্থানে مقطوع

اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ انعام সূরায়

اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ সূরায় نساء -যেমন موصول তাহা ছাড়া সব স্থানে

ذاريات সূরায় اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ

نحل সূরার নিম্নলিখিত স্থানে مقطوع ও موصول উভয় মত রহিয়াছে।

আয়াত- اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ-

৬নং উদ্ধৃতি ঃ

اَنَّ শব্দ ما হইতে দুই স্থানে مقطوع

১। حج সূরায় وَاَنَّ مَايَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَالْبَاطِلُ

২। لقمٰن সূরায় وَاَنَّ مَايَدْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ

তবে انـفـال সূরার নিম্নলিখিত আয়াতে মতভেদ রহিয়াছে। এখানে وصـل সুপ্রসিদ্ধ। আয়াত وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ

ইহা ছাড়া অন্য সবস্থানে موصول যেমন- مـائدة ও تـغابن সূরায় وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنَ

৭নং উদ্ধৃতি ঃ

اَمْ শব্দ مَنْ হইতে ৪স্থানে مقطوع

১। نساء সূরায় اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلاً

২। توبة সূরায় اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ

৩। صٰفّٰت সূরায় اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا

৪। فصلت সূরায় اَمْ مَّنْ يَّأْتِىْ اٰمِنًا

অন্য সব স্থানে اَمْ শব্দের মীমকে مَــــنْ শব্দের মীমের মধ্যে এদগাম করিয়া موصول করা হইয়াছে। এই অবস্থায় লিখা ও পড়া হয়।

যেমন- يونس সূরায় اَمَّنْ لَّايَهِدِّىْ

نمل সূরায় اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ - اَمَّنْ خَلَقَ

৮নং উদ্ধৃতি ঃ

مِنْ হরফে যার ما মওছুল হইতে ৩ স্থানে مقطوع

১। نساء সূরায় فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَا نُكُمْ

২। روم সূরায় هَلْ لَّكُمْ مِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَا نُكُمْ

৩। منافقون সূরায় وَانْفِقُوْا مِنْ مَّارَزَقْنكُمْ

শেষোক্ত (তৃতীয়) স্থানে مـوصـول ও مـقـطـوع সম্পর্কে কিছু মত পার্থক্য রহিয়াছে। কাহারো নিকটموصـول , আবার কাহারো নিকট مـقـطـوع ইহা ছাড়া সব স্থানে موصول যেমন ঃ

بقرة সূরায় مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا ـ وَمِمَّا رَزَقْنهُمْ يُنْفِقُوْن

প্রকাশ থাকে যে مِـــنْ হরফে যার مَـــنْ শব্দের সহিত সব স্থানে লিখিতে ও পড়িতে موصول

যেমন بقرة সূরায় مِمَّنْ كُنْتُمْ ـ مِمَّنْ مَنَعَ

৯নং উদ্ধৃতি ঃ

عَنْ শব্দ ما মাওছুল হইতে ১স্থানে مقطوع

اعراف সূরায় عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ

অন্য সব স্থানে موصول

যেমন- عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ـ عَمَّ يَتَسَاءَ لُوْنَ

প্রকাশ থাকে যে, عَنْ শব্দ من মাওছুল এর সহিত مـقطوع , ইহাতে দ্বিমত নাই। ইহা কোরআন শরীফে মাত্র দুই স্থানে রহিয়াছে।

১। نور সূরায় وَيَصْرِ فُهُ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ

২। نجم সূরায় فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى

১০ নং উদ্ধৃতি ঃ

اَيْنَ শব্দ ما শব্দের সহিত ২স্থানে موصول , ইহাতে কোন মতভেদ নাই।

১। فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰه সূরায় بقرة

২। اَيْنَمَا يُوَ جِّهْهُ لَايَأْتِ بِخَيْرٍ সূরায় نحل

ইহা ছাড়া ৩টি স্থানে مقطوع ও موصول উভয় অবস্থা জায়েয।

১। اَيْنَ مَا تَكُوْنوا يُدْرِ كْكُمُ الْمَوْتُ সূরায় نساء

২। اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ সূরায় شعراء

৩। اَيْنَمَا ثُقِفُوْا اُخِذُوا সূরায় احزاب

ইহা ছাড়া সব স্থানে مقطوع ইহাতে দ্বিমত নাই। যেমন ঃ

اَيْنَ مَا تَكُوْنوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا সূরায় بقرة

قَالُوْااَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ সূরায় اعراف

اَيْنَ مَا تَدْعُوْنَ مَنْ دُوْنِ اللّٰهِ

১১নং উদ্ধৃতি ঃ

كُلٌّ শব্দ ما হইতে ১স্থানে مقطوع , ইহাতে দ্বিমত নাই।

وَاتكُمْ مِنْ كُلِّ مَاسَاَلْتُمُوْهُ সূরায় ابراهيم

৪স্থানে مقطوع ও موصول উভয় অবস্থা জায়েয।

১। كُلَّمَا رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَهِ اُرْكِسُوْ ا فِيْهَا সূরায় نساء

২। كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌلَعَنَتْ اُخْتَهَا সূরায় اعراف

৩। كُلَّمَا جَاءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا সূরায় مؤمنون

৪। كُلَّمَا اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ সূরায় ملک

ইহা ছাড়া সব স্থানে موصول যেমন- بقرة সূরায় كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا এবং

اَفَكُلَّمَا جَا ئَكُمْ رَسُوْلٌ

১২নং উদ্ধৃতি ঃ

موصول শব্দ بِئْسَ مَا এর সহিত ২স্থানে

১। بقرة সূরায় بِئْسَمَا اشْتَرَوْابِهٖ اَنْفُسَهُمْ

২। اعراف সূরায় بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْ نِىْ مِنْ بَعْدِىْ

এক স্থানে مقطوع ও موصول দুইটাই জায়েয। بقرة সূরায় قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهٖ اِيْمَا نُكُمْ

উল্লেখিত স্থানসমূহ ছাড়া সব স্থানে مقطوع হইয়াছে।

যেমন ঃ بقرة সূরায় وَلَبِئْسَ مَاشَرَوْابِهٖ اَنْفُسَهُمْ

ال عمران সূরায় فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ

প্রকাশ থাকে যে حَيْثُ শব্দ مَا হইতে সব স্থানে مقطوع ইহাতে দ্বিমত নাই।

যেমন ঃ

১। بقرة সূরায় وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْ هَكُمْ

২। بقرة সূরায় وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ

১৩নং উদ্ধৃতি ঃ

موصول শব্দ না সূচক لا এর সহিত ৪স্থানে كئى

১। ال عمران সূরায় لِكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ

২। حج সূরায় لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا

৩। احزاب সূরায় لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجَ

৪। لِكَيْلَا تَأْسَوْا সূরায় حديد

তাহা ছাড়া সব স্থানে مقطوع হইয়াছে।

যেমন- لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا সূরায় نحل

لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ সূরায় احزاب

১৪নং উদ্ধৃতি ঃ

مقطوع শব্দ ما হইতে ১১ স্থানে فى

১। فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ সূরায় بقرة

২। وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَا اٰتٰكُمْ সূরায় مائدة

৩। قُلْ لَّا اَجِدُ فِيْ مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ সূরায় انعام

৪। لِيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَا اٰتٰكُم সূরায় انعام

৫। وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ সূরায় انبياء

৬। لَمَسَّكُمْ فِيْ مَا اَفَضْتُمْ সূরায় نور

৭। اَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَا اٰمِنِيْنَ সূরায় شعراء

৮। شُرَكَاءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ সূরায় روم

৯। فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ সূরায় زمر

১০। فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ সূরায় زمر

১১। وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ সূরায় واقعة

তাহা ছাড়া সব স্থানে موصول হইয়াছে। যেমন بقرة সূরায় فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ـ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ

১৫নং উদ্ধৃতি ঃ

হরফে জার 'ل' তাহার মাজরুর হইতে ৪ স্থানে مقطوع

১। فَمَالِ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ সূরায় نساء

২। مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ সূরায় فرقان

৩। مَالِ هٰذَ الْكِتَابِ সূরায় كهف

৪। فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا সূরায় معارج

তাহা ছাড়া সব স্থানে موصول

যেমন ঃ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى সূরায় والليل

مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ সূরায় المؤمن

১৬নং উদ্ধৃতি ঃ

يَوْمَ শব্দ هُمْ হইতে ২ স্থানে مقطوع

১। يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ সূরায় اَلْمُؤْمِنْ

২। يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ সূরায় اَلذّٰرِيَاتِ

তাহা ছাড়া সব স্থানে موصول হইয়াছে।

যেমন-

يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوْعَدُوْنَ সূরায় زخرف

يَوْمَهُمُ الَّذِىْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ সূরায় طور

পরিশিষ্ট

تتمة

কোরআন শরীফের সব হামযাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথাঃ

১) همزة قطعى ২) همزة وصلى

هـمـزة قطعى শুরুতে আসিলে যেমন প্রকাশিত থাকে তেমন وصل অবস্থায় আসিলেও প্রকাশিত থাকে। অর্থাৎ কোরআন শরীফ তিলাওত করার সময় هـمـزة قطعى কে সর্বাবস্থায় উচ্চারণ করিতে হয়। এই হামযা اسم ও فعل উভয়ের মধ্যে আসে।

هـمزة وصلى কেবল মাত্র শুরুতে আসিলে প্রকাশিত থাকে এবং وصل অবস্থায় উহ্য থাকে। অর্থাৎ همزة وصلى যদি তিলাওত শুরু করার সময় অথবা ওয়াকফের পর অন্য কোন আয়াত শুরু করার সময় আসে, তবে এই হামযাকে উচ্চারণ করিতে হয়। এই হামযা اسم ও فعل উভয়ের মধ্যে আসে।

همزة قطعى যেহেতু একটি প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হামযা, তাই ইহার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন নাই। مزة وصلى সব সময় সমান অবস্থায় থাকে না, তাই এ হামযা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার।

همزة وصلى সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা

همزة وصلى ال যুক্ত করিয়া যে اسم কে معرفة করা হয় তাহার হামযা

সব সময় এই হামযার উপর فتـــــــح (যবর) দিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ
اَلشَّكُوْرُ ـ اَلْوَاحِدُ ـ اَلْحَمْدُ

তবে ৬টি শব্দে هـمـزة استفهام যুক্ত হওয়ায় هـمـزة قطعى হইয়া গিয়াছে। এই ছয়টি শব্দ প্রদত্ত হইল ঃ

১। انعام সূরায় قُلْءٰ الذَّكَرَيْنِ ২স্থানে

২। يونس সূরায় ءٰلْئَنَ ২স্থানে

৩। يونس সূরায় قُلْ ءٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ ১স্থানে

৪। نمل সূরায় ءٰللّٰهُ خَيْرَ ১স্থানে

যে اسم কে ال যুক্ত করিয়া معرفه করা হয় নাই তাহার হামযা قطعى , তবে এই ধরণের ৭টি শব্দের হামযা وصلىএবং এই হামযাগুলিকে كسرة (যের) দিয়া পড়িতে হয়। নিম্নে ৭টি শব্দ দেওয়া হইল।

اِسْمٌ (৭ اِثْـنَانِ (৬ اِثْنَانِ (৫ اِمْرَءةٌ (৪ اِمْرُءٌ (৩ اِبْنَةٌ (২ اِبْنٌ (১

فعل এর মধ্যেও همزء وصلى আসিয়া থাকে। তবে তাহা সব সময় ৫ হরফ দ্বারা গঠিত অথবা ৬ হরফ দ্বারা গঠিত فعل ماضي এর মধ্যে আসিয়া থাকে। যেমন- اِتَّخَذُوْا - اِتَّبَعُوْا - اِضْطَرَّ - اِجْتَثَّتْ

তবে এই ধরণের ৭টি فعل এর মধ্যে همزة استفهام যুক্ত হওয়ায় সেইগুলিতে হামযা قـطـعـى হইয়াছে। এই হামযা সর্বদা যবর বিশিষ্ট হয়। নিম্নে এই ৭টি فعل দেওয়া হইইল।

১। بقرة সূরায় قُلْ اَتَّخَذْتُمْ

২। مريم সূরায় اَطَّلَعَ الْغَيْبَ

৩। سبا সূরায় اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰه

৪। نحل সূরায় اَتَّخَذْنَاهُمْ

৫। نحل সূরায় اَسْتَكْثَرْتَ

৬। صافات সূরায় اَصْطَفَى الْبَنَاتِ

৭। مُنَافِقُوْن সূরায় اَسْتَغْفَرْتَ

৫ হরফ দ্বারা গঠিত ও ৬ হরফ দ্বারা গঠিত افـعـال এর امـر ও مـصـدر এর উপর همزة وصلى আসিয়া থাকে।

যেমন ঃ اِتَّبِعْ - اِخْتِلَافًا - اِسْتِكْبَارًا

৩ হরফ দ্বারা গঠিত امـر এর মধ্যেও هـمـزء وصل আসিয়া থাকে। যেমন- اُنْظُرْ - اُذْكُرْ

বর্ণিত فعل সমূহে যত হামযা আসিয়াছে সবই وصلى

বর্ণিত فـعـل সমূহের যে কোন একটি فـعـل পড়িতে আরম্ভ করিলে অবশ্যই

দেখিতে হইবে যে, ৩নং হরফটির অবস্থা কি। ৩নং হরফটি যদি مـــفتـــوح অর্থাৎ যবর বিশিষ্ট অথবা مــكســور অর্থাৎ যের বিশিষ্ট হয়, তবে হামযাকে যের দিয়া পড়িবেন।

যদি ৩নং হরফ ضـــــمة لازم অর্থাৎ স্থায়ী পেশ বিশিষ্ট হয়, তবে পেশ দিয়া পড়িবেন। ضــمة عــارض অস্থায়ী পেশ থাকিলে আসলের দিকে লক্ষ্য করিয়া যের দিয়া পড়িবেন।

কোরআন শরীফে এই ধরণের অর্থাৎ ৩নং হরফে অস্থায়ী পেশওয়ালা ৪টি শব্দ রহিয়াছে। ১) اِبْنُوْا (২ اِمْشُوْا (৩ اِقْضُوْا (৪ اِئْتُوْا

এই শব্দগুলির ৩নং হরফে ضــمة عــارض বা অস্থায়ী পেশ রহিয়াছে। কেননা ৪টি শব্দ আসলে নিম্নরূপ ছিল।

	আসলরূপ	পরিবর্তিত রূপ
১।	اِبْنِيُوْا	اِبْنُوْا
২।	اِمْشِيُوْا	اِمْشُوْا
৩।	اِقْضِيُوْا	اِقْضُوْا
৪।	اِئْتِيُوْا	اِئْتُوْا

উল্লেখিত মিছাল সমূহে ৩নং হরফে অস্থায়ী পেশ আসিয়াছে। মূল পেশগুলি ى হরফের উপর আসিয়াছে।

উচ্চারণের পক্ষে শক্ত হওয়ায় ى হরফ হইতে পেশ দূর করা হইল।

তাহার পর দুই ছাকিন একত্রিত হওয়ায় ى কে দূর করা হইল। যথাক্রমে ن - ش - ض - ت হরফে و হরফের অনুপাতে পেশ দেওয়া হইল।

تا كابيان
তা এর বর্ণনা

تـائـے مجرورة ঃ যে "তা" (ت) وقف ও وصل উভয় অবস্থায় 'তা' (ت)

থাকে তাহাকে تائے مجرورة বলা হয়। ইহার অন্য নাম تائے تانيث

تائے مربوطة ঃ যে "তা" (ت) وصل করার সময় পড়া হয় এবং ওয়াকফের সময় হা হইয়া যায়, তাহাকে تائے مربوطة বা هائے تانيث বলা হয়।

কোরআন শরীফে ১০টি শব্দে কোন কোন স্থানে তায়ে মরবুতা আবার কোন কোন স্থানে তায়ে মজরুরা দ্বারা লিখা হইয়াছে। এই ১০টি শব্দ হইল-

رَحْمَةٌ ـ نِعْمَةٌ ـ اِمْرَأَةٌ ـ سُنَّةٌ ـ لَعْنَةٌ ـ كَلِمَةٌ ـ قُرَّةٌ ـ بَقِيَّةٌ ـ شَجَرَةٌ ـ جَنَّةٌ ـ

এখন যে সমস্ত জায়গায় এই শব্দগুলিতে তা এ মজরুরা দিয়া লিখা হইয়াছে তাহার বর্ণনা করিতেছি। যাহাতে জানিতে পারেন যে উল্লেখিত জায়গা সমূহ ছাড়া বাকী সব জায়গাতে তা এ মরবুতা রহিয়াছে এবং "হা" অক্ষর দ্বারা ওয়াকফ হইবে।

رحمت শব্দ মজরুর "তা" এর দ্বারা সাত জায়গায় লিখা হইয়াছে।

১। بقرة সূরায় يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ

২। اعراف সূরায় اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ

৩। هود সূরায় رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

৪। مريم সূরায় ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ

৫। زخرف সূরায় اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ

৬। روم সূরায় فَانْظُرْ اِلٰى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ

৭। زخرف সূরায় وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

এই সমস্ত স্থান ছাড়া বাকী সব স্থানে رحمة শব্দকে তা এ মরবুতা দ্বারা লিখা হইয়াছে।

نعمة শব্দকে ১১ স্থানে تائے مجروره দ্বারা লিখা হইয়াছে। যেমন ঃ

১। بقرة সূরায় وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

২। وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ সূরায় ال عمران

৩। وَاذْ كُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْهَمَّ সূরায় مائدة

৪। اَلَمْ تَرَالِىَ الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ সূরায় ابراهيم

৫। وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا সূরায় ابر اهيم

৬। وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ সূরায় نحل

৭। يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ সূরায় نحل

৮। وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ সূরায় نحل

৯। اِنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ সূরায় لقمٰن

১০। اُذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلِيْكُمْ সূরায় فاطر

১১। فَذَكِّرْ فَمَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ সূরায় طور

এই সমস্ত স্থান ছাড়া বাকী সমস্ত জায়গায় এই শব্দকে مربوطه تائے দ্বারা লিখা হইয়াছে। ওয়াকফের হালতে এই তা-কে হা দ্বারা পরিবর্তন করিতে হইবে।

امرأة শব্দ দ্বারা যখনই স্বামীর দিকে সম্পর্ক দেখানো হইয়াছে। তখনই تائے مجروره হইয়াছে। ইহা সাত জায়গায় আসিয়াছে।

যেমন ঃ

১। اِذْقَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ সূরায় ال عمران

২। وَقَالَ نِسْوَةٌ فِى الْمَدِيْنَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيْزِ সূরায় يوسف

৩। وَقَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ সূরায় يوسف

৪। وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ সূরায় قصص

৫। اِمْرَاَتَ نُوْحٍ সূরায় التحريم

৬। اِمْرَاَتَ لُوْطٍ সূরায় التحريم

৭। اِمْرَاَتَ فِرْعَوْنَ সূরায় التحريم

ইহা ছাড়া আর বাকী সব জায়গায় تائے مربوطة দ্বারা লিখা হইয়াছে। যেমন

১। وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ সূরায় نساء

২। وَجَدْتُ امْرَاةً تَمْلِكُهُمْ সূরায় نمل

سُنَّةٌ শব্দকে ৫ জায়গায় تائے مجرورہ দ্বারা লিখা হইয়াছে।

فاطر সূরার ৪ স্থানে এবং غافر সূরার এক জায়গায় আসিয়াছে। যেমন ঃ

১। قَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ সূরায় فاطر

২। فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاسُنَّتَ الْا وَّلِيْنَ সূরায় فاطر

৩। فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً সূরায় فاطر

৪। وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلاً সূরায় فاطر

৫। سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِى قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهٖ সূরায় غافر

ইহা ছাড়া বাকী জায়গা সমূহে تائے مربوطة দ্বারা লিখা হইয়াছে। যেমন ঃ

১। سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْ سَلْنَا সূরায় اسرائيل

২। سُنَّةَ اللّٰهِ فِىْ الَّذِيْنَ خَلَوْا সূরায় احزاب

এই রকম تـائے مـربـوطة এর সহিত লিখিত আরও অনেক আয়াত আছে।

لعنت শব্দকে দুই জায়গায় তা'এ মজরুরা দ্বারা লিখা হইয়াছে।

১। فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلٰى الْكٰذِبِيْن সূরায় ال عمران

২। وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ সূরায় نور

অন্যান্য সবস্থানে تائے مربوطه আসিয়াছে। যেমন-

ক) بقرة সূরায় أُوْلٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ

খ) ال عمران সূরায় أُوْلٰئِكَ جَزَائُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةٌ ইত্যাদি আরও অনেক উদাহরণ আছে।

كلمت শব্দকে ৫ স্থানে تائے مجرورة -এর সহিত লিখা হইয়াছে। যেমন

১। انعام সূরায় وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا

২। اعراف সূরায় وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى

৩। يونس সূরায় اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ

৪। يونس সূরায় وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْا

৫। فاطر সূরায় وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلٰى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

অন্য সব জায়গায় تائے مربوطة দ্বারা লিখা হইয়াছে। যেমন-

ক) هود সূরায় وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ

খ) ابراهيم সূরায় ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً ইত্যাদি

بـــقية শব্দকে এক স্থানে তা'এ মজরুরা দ্বারা লিখা হইয়াছে। যেমন هود সূরায় بَـقِيَّـتُ الـلّـــهِ خَيْـرٌ لَّكُمْ ইহাছাড়া অন্যান্য সব জায়গায় তা'এ মরবুতা দ্বারা লিখা হইয়াছে।

যেমন ঃ

১। هود সূরায় أُولُوْا بَقِيَّةٍ

২। بقرة সূরায় بَقِيَّةٌ مِّمَّاتَرَكَ ইত্যাদি

قُرَّةٌ শব্দকে কেবলমাত্র এক স্থানে تائے مجرورة দ্বারা লিখা হইয়াছে। যেমন

قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ ঃ قصص সূরায়

ইহা ছাড়া অন্যান্য সব স্থানে تـــائـــے مـربـوطة দ্বারা লিখা হইয়াছে। যেমন- فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ سجدة সূরায় ইত্যাদি।

شجرة শব্দকে শুধুমাত্র এক স্থানে মজরুর তা দ্বারা লিখা হইয়াছে।

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْم دخان সূরায়

বাকী সব স্থানে تائے مربوطة ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন-

ক) طٰه সূরায় هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ

খ) مؤمن সূরায় شَجَرَةٌ تَخْرُجُ প্রভৃতি।

جَنَّةٌ শব্দকে একটি মাত্র জায়গায় تائے مجرورة দ্বারা লিখা হইয়াছে। যেমন- وَاقعة সূরায় وَجَنّٰتُ نَعِيْمٍ অন্যান্য সব জায়গায় তা-এ মরবুতা দ্বারা লিখা হইয়াছে।

যেমন ঃ ال عمران সূরায় وَسَارِعُوْ اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ইত্যাদি

فطرة শব্দকে মাত্র এক স্থানে تائے مجرورة দ্বারা লিখা হইয়াছে।

যেমন ঃ روم সূরায় فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا এই রকম দ্বিতীয় কোন শব্দ পবিত্র কোরআন শরীফে নাই।

এইভাবে اِبْنَةٌ শব্দ কোরআন করীমে শুধুমাত্র একটি জায়গায় مـجـرورة তা দ্বারা লিখা হইয়াছে।

যেমন ঃ تحريم সূরায় وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ

مَـعْـصِيَةٌ শব্দ কেবলমাত্র مـجـادلة সূরার দুই স্থানে মজরুর তা দ্বারা লিখা হইয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে, যে সমস্ত শব্দে تـــائـــے مـربـوطة ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাদের

উপর ওয়াকফ করিলে ا تا , ها দ্বারা পরিবর্তন করিয়া পড়িতে হয়।

تنبيه তানবীহ ঃ جَمَالَتٌ শব্দকে مرسلات সূরায় تائے مجرورة দ্বারা লিখা হইয়াছে। কিন্তু ইমাম হাফছ (রহঃ) ইহার উপর تائے مربوطة অর্থাৎ হায়ে তানিসের সহিত ওয়াকফ করিয়াছেন।

رسم خط کے متعلق چندمسائل
رسم خط সংক্রান্ত কতিপয় নিয়ম

কোরআনে করিমে কিছু সংখ্যক শব্দের লিখিত প্রচলনে অতিরিক্ত অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ঃ عُلَمٰؤُا ও شُفَعٰؤُا শব্দের শেষে واؤ এবং الف কে অতিরিক্ত লিখা হইয়াছে। এবং মদের আলামত হিসাবে م এবং ع এর উপর একটি ছোট আলিফ লিখা হইয়াছে। ইহাতে নিয়ম এই যে, শেষের আলিফে ওছল এবং ওয়াকফ কোন অবস্থাতেই মদ করা যাইবে না। এখন এই শ্রেণীর শব্দকে ইহার উপর আন্দাজ করা যাইতে পারে।

যেমন ঃ اَنْبَاؤُ ـ بُرَئٰؤُا ـ شُرَكٰؤُا ـ جَزٰؤُا

এই রকম হুদ সূরায় নিম্নলিখিত দুইটি শব্দে ওছল ও ওয়াকফ কোন অবস্থায় মদ হয় না। শব্দ দুইটি হইল تَفْتَؤُا এবং يَتَفَيَّؤُا

এ ধরণের শব্দ সমূহকে ইহার উপর পরিমাপ করিয়া লইতে হইবে। যেমন ঃ يَبْدَؤُا ـ يَعْبَؤُا ـ تَظْمَؤُا ـ اَتَوَكَّؤُا ـ يَدْرَؤُا ـ يُنَبَّؤُا

رِبٰـــوا শব্দে واؤ এবং الف অতিরিক্ত লিখা হইয়াছে। 'বা' হরফের উপর মদের আলামতরূপে একটি ছোট আলিফ লিখা হইয়াছে।

صلٰوة ـ زكٰوة শব্দদ্বয়ে واؤ হরফ অতিরিক্ত লিখা হইয়াছে। লাম ও কাফ হরফের উপর মদের চিহ্ন স্বরূপ ছোট আলিফ লিখা হইয়াছে। এই ধরণের শব্দগুলিকে ইহার উপর আন্দাজ করিয়া লইবেন।

যেমন ঃ عَدٰوةٌ ـ حَيٰوة ـ نَجٰوة ـ مُنٰوة ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত শব্দ সমূহে ওয়াকফের অবস্থায় واو এর পূর্ববর্তী হরফে পেশ থাকায় মদ্দে তবয়ী হইবে এবং অছল অবস্থায় واؤ হরফে উপর মদ না করিয়া যবর দিয়া পড়িতে হয়। শব্দগুলি হইল لِيَرْبُوْا ـ نَدْعُوْا ـ تَتْلُوْا ـ نَبْلُوْا এই ধরণের আরোও শব্দ রহিয়াছে।

نحل সূরায় لَاَاَذْبَحَنَّه শব্দে এবং مَلَائِهٖ শব্দে আলিফ অতিরিক্ত লিখা হইয়াছে। উভয় শব্দে লাম অক্ষরে কোন মদ হইবে না।

اَلْمَلَؤُا শব্দে কেহ কেহ লাম অক্ষরের পর واو এবং الف হইবে বলেন। এমতাবস্থায় واؤ অতিরিক্ত বলিয়া গন্য হইবে। মতান্তরে কেবল মাত্র الفহইবে। তখন তো আর কোন জটিলতা থাকেনা। উভয় লিখন পদ্ধতিতে 'হামযা' অক্ষরে কোন মদ হইবে না। এইভাবে مِائَةٌ ও مِائَتَيْن শব্দে এবং لِشَائ (কাহাফ সূরায়) শব্দে আলিফ অতিরিক্ত লিখা হইয়াছে।

ثمود শব্দে ৪ স্থানে আলিফ বর্ধিত করা হইয়াছে।

১) اَلَا اِنَّ ثَمُوْدَا সূরা হুদ ২) وَثَمُوْدَا وَاَصْحَابَ সূরা ফুরকান ৩) وَثَمُوْدَا وَقَدْ সূরা আনকাবুত ৪) وَثَمُوْدَا فَمَا اَبْقٰى সূরা নজম।

ইমাম হাফছের (রঃ) মতে উপরোক্ত ৪টি আয়াতে আলিফ অতিরিক্ত।

تَورٰية শব্দে يا অতিরিক্ত লিখা হইয়াছে। 'রা' হরফের উপর মদের আলামত হিসাবে ছোট আলিফ লিখা হইয়াছে। অনুরূপভাবে নিম্নলিখিত শব্দে يـــــا অতিরিক্ত লিখা হইয়াছে।

১।	مِنْ نَّبَائِىْ	সূরা আনআম
২।	مِنْ تِلْقَائِىْ	সূরা ইউনুছ
৩।	اِيْتَائِى	সূরা নাহল
৪।	اٰتَانِىْ	সূরা তাহা
৫।	مِنْ وَّرَاِى	সূরা শুরা

রুম সূরায় بِلِقَائِي এবং بَقَائِي শব্দদ্বয়ে কোন কোন মাছহাফে يا অতিরিক্ত লিখা হইয়াছে। অনুরূপভাবে ذَارِيَات এবং নুন সূরায় بِأَيْدٍ এবং بِأَيِّكُمْ শব্দে কোন কোন মাছহাফে الف অতিরিক্ত লিখা হইয়াছে।

جاؤ এবং باؤ শব্দদ্বয়ে আলিফ ছাড়াও লিখা হইয়াছে। এই রকম শব্দে همزه অক্ষরে অছল এবং ওয়াকফ উভয় অবস্থায় মদ হইয়া থাকে।

أُوْلَى এবং أُوْلُوْا শব্দদ্বয়ের হামযায় মদ হইবে না। তবে أَوْلِيَائُهُمْ এর হামযায় ইমাম হাফছের (রঃ) মতে মদ হইবে।

পরিশিষ্ট

সূরার সংখ্যা

কোরআনে করীমে ১১৪টি সূরা রহিয়াছে। কেহ কেহ আনফাল ও বরাত সূরাদ্বয়কে একটি সূরা হিসাবে গণনা করিয়া কোরআনে করীমে সূরার সংখ্যা ১১৩টি বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা দুইটি আলাদা সূরা, যদিও بِسْمِ اللّٰهِ দ্বারা ব্যবধান করা হয় নাই। সূরা বরাতের শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ না হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, জিবরাঈল (আঃ) উক্ত সূরা بِسْمِ اللّٰهِ সহ অবতীর্ণ করেন নাই। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে অন্য একটি কারণও বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন بِسْمِ اللّٰهِ নিরাপত্তামূলক এবং বরাত সূরা তরবারীর নির্দেশসহ অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহা ছাড়া অন্যান্য অভিমতও বর্ণিত আছে। اَللّٰهُ اَعْلَمُ

আয়াতের সংখ্যা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে আতা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোরআন শরীফে ৬৬৬৬ আয়াত রহিয়াছে। ইবনে আববাস (রাঃ) হইতে ময়মুন বিন সাহল রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, বেহেশতে সর্বমোট ৬৬৬৬টি স্তর রহিয়াছে। কোরআন শরীফের আয়াতের সংখ্যা ও জান্নাতের স্তর সম পরিমাণ রহিয়াছে।

কলিমার সংখ্যা

সুপ্রসিদ্ধ অভিমত অনুসারে কোরআন শরীফে কলিমার সংখ্যা ৭৭৯৩৪। ইহা ছাড়া অন্যান্য অভিমতও রহিয়াছে।

হরফের সংখ্যা

উমর ফারুক (রাঃ) এর বর্ণনা মতে কোরআন শরীফে দশ লক্ষ সাতাইশ হাজার হরফ আছে। কোরআন শরীফে যবর ৫৩২৪৪৩। যের ৩৯৫৮২। নক্‌তা ১০৫৬৮২। মদ ১৭৭১। তাশদীদ ১২৫৩।

কোরআন শরীফ সংরক্ষণ ও সংকলন

কোরআন শরীফ পর্যায়ক্রমে তিনবার লিপিবদ্ধ করা হয়। ১ম বার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়। হাকিম আবু আব্দুল্লাহ মসতদরক কিতাবে, ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রঃ) (হাদিছ বিশুদ্ধ হওয়ার যে শর্ত আরোপ করিয়াছেন সেই শর্ত মোতাবিক) বিশুদ্ধ হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট ছাহাবী যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় বিবিধ টুকরার মধ্যে (যেমন মসৃণ পাথর, হাড় ও পাতা) কোরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করিতাম।

২য় বার লিপিবদ্ধ করা হয় হযরত আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়। বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হাদীছে বর্ণনা করা হইয়াছে, হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) বলিয়াছেন, বহু সংখ্যক হাফিজ ও কারী সাহাবা ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পৌছিলে হযরত উমর (রাঃ) আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)কে কোরআন শরীফ একত্রিত করার জন্য বাধ্য করিলেন। আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) উজর পেশ করিয়া বলিলেন "যে কাজ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পন্ন করেন নাই তাহা আমি কোন সাহসে করিব?" এদিকে উমর (রাঃ) বার বার কাজটি সম্পন্ন করার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অবশেষে আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) বলেন, এই কাজটি করার জন্য আল্লাহ তায়ালা আমার বক্ষকে প্রশস্ত করিয়া দিলেন।

অতঃপর যায়েদ বিন ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কোরআন শরীফ জমা করার হুকুম দিলেন। তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করিলেন।

৩য় বার হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সময়। তখন আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবের ফলে পঠন পদ্ধতিতে নানা পার্থক্য দেখা দিয়াছিল। উসমান (রাঃ) তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংকলন পদ্ধতি অনুসারে কুরাইশের কেরাত মুতাবিক সংকলন করান।

মুসলমান সমাজ উক্ত সংকলন সম্পর্কে একমত এবং এই সংকলনই মুসলমানগণের মধ্যে পর্যায়ক্রমে কোন রকমের মত পার্থক্য ব্যতিরেকে চলিয়া আসিতেছে। তাই কোরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করার সময় উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর লিখন পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং তিলাওত করার সময় সেই আওয়াজ অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য, যে আওয়াজ বিশ্বস্ত মাধ্যমে চলিয়া আসিয়াছে। কেননা কেরাত বিষয়ের বা কোরআন শরীফ সঠিকভাবে উচ্চারণ করার মূল অবলম্বন হইল সেই আওয়াজ, যাহা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে চলিয়া আসিতেছে। শুধু মাখরাজই আসল অবলম্বন নয়। কেননা একই মাখরাজ হইতে তিনটি হরফ পর্যন্ত উচ্চারিত হয়। যেমন ج-ش-ى অনুরূপভাবে ت-د-ط একই মাখরাজ হইতে বাহির হয়।

শুধু মাখরাজ পরিচয় করিলেই হরফ সঠিকভাবে উচ্চারণ করা যায় না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কারীগণের মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় হরফের যে আওয়াজ আমাদের কাছে পৌছিয়াছে সেই সম্পর্কে অবগত হইতে হইবে।

এক হরফের আওয়াজের স্থলে অন্য হরফের আওয়াজ বাহির করিলে কখনও তাহা দুরুস্ত হইবে না এবং একটি হরফকে অন্য একটি হরফের মাখরাজ হইতে উচ্চারণ করিলেও দুরুস্ত হইবে না।

ইচ্ছাকৃতভাবে কোন হরফকে অন্য হরফের আওয়াজে পাঠ করিলে কাফির হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। হরফকে ছিফাতের দ্বারা পরস্পর আলাদা

করা হয়। কেননা ছিফাতের বিশেষত্ব হইল হরফগুলির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য সৃষ্টি করা। সুতরাং ছিফতের দিকে লক্ষ্য না করিলে হরফগুলি একাকার হইয়া যাইবে এবং চতুষ্পদ জন্তুর আওয়াজের মত অর্থহীন হইয়া পড়িবে। মোটকথা এই হরফগুলির আওয়াজের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য করা এবং যে আওয়াজ বিশ্বস্ত মাধ্যমে চলিয়া আসিতেছে তাহা টিকাইয়া রাখা মুমিনের জরুরী কর্তব্য। তাহার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা কোরআন শরীফকে বিকৃত করারই নামান্তর।

اَللّٰهُ اَعْلَمُ

মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী (ফুলতলী)

سجود التلاوة

সেজদায়ে তেলাওয়াত

কোরআন শরীফে যে ১৪টি আয়াত তিলাওয়াত করিলে সেজদা ওয়াজিব হয়, সেই আয়াত সমূহের স্থান নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

ক্রমিক	পারা	আয়াত	সূরা
১	৯	২০৬	اَلْاَعْرَاف
২	১৩	১৫	اَلرَّعْدُ
৩	১৪	৫০	اَلنَّحْلُ
৪	১৫	১০৯	بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ
৫	১৬	৫৮	مَرْيَمْ
৬	১৭	১৮	اَلْحَجَّ
৭	১৯	৬০	اَلْفُرْقَان
৮	১৯	২৬	اَلنَّمْلَ
৯	২১	১৫	اَلسَّجْدَة
১০	২৩	২৩	صٓ
১১	২৪	৩৮	حٰمٓ اَلسَّجْدَةَ
১২	২৭	৬২	اَلنَّجْمَ
১৩	৩০	২১	اَلْاِنْشِقَاقْ
১৪	৩০	১৯	اَلْعَلَقَ

কোরআন শরীফ খতম করার পর আমার ওয়ালিদ মুহতারাম এই দোয়া পড়িতে অভ্যস্ত।

اِجْعَلِ اللّٰهُمَّ ثَوَابَ مَاتَلَوْنَاهُ وَنُوْرَ مَاقَرَأْنَاهُ هَدِيَّةً لِّرُوْحِ سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ اٰبَائِهٖ وَاِخْوَانِهٖ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ - ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ — ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ الْقُرَّاءِ وَالْمُفَسِّرِيْنَ وَالْاَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ وَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِيْنَ وَسَادَاتِنَا الصُّوْفِيِّيْنَ الْمُحَقِّقِيْنَ - ثُمَّ اِلٰى رُوْحِ كُلِّ وَلِيٍّ وَّوَلِيَّةٍ لِّلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ مَّشَارِقِ الْاَرْضِ وَمَغَارِبِهَا فِىْ بَرِّهَا وَبَحْرِهَا اَيْنَمَا كَانُوا وَكَانَ الْكَائِنُ فِىْ عِلْمِكَ وَحَلَّتْ اَرْوَاحُهُمْ يَا اِلٰهَنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ - ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ اٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَاَسَاتِذَتِنَا وَمَشَائِخِنَا وَمَنْ لَّهٗ حَقٌّ عَلَيْنَا - ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ اَهْلِ جَنَّةِ الْمُعَلّٰى وَجَنَّةِ الْبَقِيْعِ وَسَائِرِ اَمْوَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ كَافَّةً عَامَّةً مَّنْ لَّهٗ زَائِرٌ وَّمَنْ لَّا زَائِرَ لَهٗ - اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْجَمِيْعَ بِرَحْمَتِكَ وَاَسْكِنَّا وَاِيَّاهُمْ بِفَسِيْحِ جَنَّتِكَ وَمُحَلِّ رِضْوَانِكَ وَدَارِ كَرَامَتِكَ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ - اَللّٰهُمَّ اجْبُرِ انْكِسَارَنَا وَاقْبَلْ اِعْتِذَارَنَا وَاخْتِمْ بِالسَّعَادَةِ اٰجَالَنَا قَوْلَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ - اَحْيِيْنَا عَلَيْهَا يَا حَيُّ وَاَمِتْنَا عَلَيْهَا يَا مُمِيْتُ وَارْفَعْنَا وَانْفَعْنَا بِهَا عِنْدَكَ يَوْمٌ لَّا يَنْفَعُ مَا لٌ

وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هٰذَا جَمْعًا مُّبَارَكًا وَّتَفَرُّقَنَا تَفَرُّقًا طَيِّبًا وَّعَنِ السَّيِّئَاتِ مَعْصُوْمًا ـ

সনদ

ফুলতলী ছাহেব তিন ছিলছিলায় কিরাতের সনদ লাভ করিয়াছেন।

প্রথমত ঃ তাঁহার উস্তাদ ও মুর্শিদ কুতবুল আউলিয়া হযরত মাওলানা আবু ইউসুফ শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (৩) হযরত শায়খ মাওলানা আব্দুল মজিদ (৪) হযরত শায়খ মাওলানা আব্দুল ওহাব সিলেটী, তিনি হইতে হযরত ইমাম আবু আমরিদ্দানী পর্যন্ত কিরাতের ছিলছিলা মশহুর। দ্বিতীয়ত ঃ তাহার উস্তাদ হযরত হাফিজ মাওলানা আব্দুর রউফ করমপুরী (৩) হযরত শায়খ ইরকছুছ আল মিছরী (৪) হযরত শায়খুল কোররা আব্দুল্লাহ আল মক্কী (৫) হযরত কারী ইব্রাহিম সা'দ মিছরী (৬) হযরত হাসান বাদবার শাফেয়ী (৭) হযরত মুহাম্মদ আল মতোওয়াল্লী (৮) হযরত সৈয়দ আহমদ তিহামী (৯) হযরত আহমদ সালমুনা (১০) হযরত সৈয়দ ইব্রাহীম আলওবায়দী (১১) হযরত আব্দুর রহমান আল আজহুরী (১২) হযরত শায়খ আহমদ আল বাকারী (১৩) হযরত শায়খ মুহম্মদ আল বাকারী (১৪) হযরত আব্দুর রহমান আল ইয়ামানী (১৫) হযরত শায়খ শাখ্খাজা (১৬) হযরত শায়খ আব্দুল হক ছানবাতী (১৭) হযরত শায়খুল ইসলাম জাকারিয়া আল আনছারী (১৮) হযরত শায়খ দেওয়ান আল আকারী (১৯) হযরত শায়খ মুহাম্মদ আননাওয়েরী (২০) হযরত ইমাম মুহাম্মদ আল জাজারী (২১) হযরত শায়খ ইবনুল লাব্বান (২২) হযরত শায়খ আহমদ ছিহরা আসসাতবী (২৩) হযরত শায়খ আবুল হাসাস আলী ইবনে হুদাইল (২৪) হযরত শায়খ আবু দাউদ সুলায়মান ইব্নে নাজ্জাহ (২৫) হযরত ইমাম আবু আমরিদ্দানী (২৬) হযরত আবুল হাসান তাহির ইব্নে গালিউন (২৭) হযরত সালেহ আল-হাশিমি (২৮) হযরত আহমদ আল উশনানী (২৯) হযরত মুহাম্মদ উবায়েদ আল সাব্বাহ (৩০) হযরত ইমাম হাফছ (৩১) হযরত ইমাম আছিম ইব্নে আবু নুন্জুদ আল কুফী (৩২) হযরত আবু আব্দুল্লাহ ইব্নে হাবিব আস সালামী

এবং যোর ইব্নে হাবিশ (৩৩) আমিরুল মোমনীন হযরত উসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত উবাই ইব্নে কাব (রাঃ), হযরত যায়েদ ইব্নে ছাবিত (রাঃ) (৩৪) সাইয়্যেদুল মুরছালীন, শাফিউল মুজনিবিন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (৩৫) হযরত জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের লাওহে মাফুজ হইতে।

ফুলতলী ছাহেব ৩য় সুনামধন্য উস্তাদ শায়খুল কুর্‌রা আহমদ হেজাযী মক্কী (রঃ) এর সনদ (আরবী) নিম্নে দেওয়া হইল।

ومنهم رئيس القراء بمكة المكر مة الشيخ احمد الحجازى الفقيه رحمة اللّٰه عليه وهوقرأحفظًا علٰى جملة من مشا ئخهٖ وبعد تمام حفظهٖ جيدًا قرأمجودًا مُرتلامع جميع الاحكام المطلوبة شرعًا علٰي يد شيخهٖ واستا ذهٖ المرحوم المغفورلهٗ شيخ احمد الدردير قابله اللّٰه برَحمتهٖ الواسعة وهو تلقى عن شيخهٖ بالازهر الشريف ثم واحد بعد واحد بالتسلسل الٰى امام الا ئمة المدقق الشيخ ابى عمرو الدانى رضى اللّٰه عنه وجعله فى اعلٰى مقام وهو الذى تلقى القرأت السَّبع المشهورة روايةً رواية من افواه الائمة العظام منهارواية حفص المذكورة ثم جمعها ودوّنها فى كتابهٖ المسمّٰى بالتيسير الذى نظمه الشيخ الا مام الشاطبى وسماه حرزالامانى وجه التهانى وهو المشهور الاٰ ن بالشاطبية۔ ثم ان الا مام الدانى المذ كور رضى اللّٰه تعالٰى عنه اخبر انه اخذ رواية ح فص با لتلقى عن شيخه ابى الحسن وهو قرأعلٰي الهاشمى وهو قرأعلٰى اشنانى وهوقرأ علٰى عبيد وهُو قرأ علٰى حفص وهو قرأ علٰى عا صم رضى اللّٰه تعالٰى عنه۔ فامّا حفص فهو حفص بن سليمان الكو فى وكُنيتهٗ ابو عمرو ولكنه مشهور بحفص ؒ وامّا عاصم فهو عاصم بن ابى النجود وكنيته ابو بكر وشهر ته عاصم وهوتا بعى قرأعلٰى عبد اللّٰه بن حبيب السَّلمى وزربن حب يش الا سدى وهما

علٰی عثمان بن عفان وعلی وابن مسعود وابیْ بن کعب وزید رضی اللّٰہ عنہم عن النبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم وقرأ رسول اللّٰہ صلٰی اللّٰہ علیہ وسلّم علٰی امین وحی ربِّ العٰلمین جبر ئیل عَلیہ الصَّلوٰۃ والسَّلام وھو عن اللوح المحفوظ عن ربّ العزّۃ جل ثنائہٗ وتقدست اسمائہ۔ واللّٰہ سبحا نہ تعالٰی یو فّقنا جَمیْعًا لما یحبہ ویرضی واللّٰہ علٰی مَا یشآء قدیر وبالا جابۃ جدیر۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْن۔

কিতাব প্রসঙ্গে দু'টি কথা

(শায়খুল হাদীছ মাওলানা হবিবুর রহমান ছাহেব, সাবেক মুহাদ্দিছ সৎপুর কামিল মাদ্রাসা ও প্রিন্সিপাল ইছামতি কামিল মাদ্রাসা)

بسم اللّٰہ الر حمن الر حیم

الحمد للّٰہ رب العلمین والصلوٰۃ والسَّلام علیٰ سیدنا ووسیلتنا ومولانا محمد واٰلہ واصحابہ اجمعین۔

কিতাবখানা সংকলন করিয়াছেন শরিয়ত ও তরিকতের দিক দর্শক, তরিকত পন্থিগণের পথের দিশারী, আলোক বর্তিকা, হক্কুল্লাহ ও হুক্কুল ইবাদ সম্পর্কে সচেতন মন মানসিকতাবিশিষ্ট আলিম, রঈসুল কুররা ওয়াল মুফাস্‌সিরীন আমাদের উস্তাদ ও মুর্শিদ মাওলানা মোঃ আব্দুল লতিফ ছাহেব ফুলতলী। তাঁহার ছায়া আমাদের উপর বিস্তৃত হউক। তাঁহার আয়ুস্কাল আমাদের জন্য মঙ্গলময় হউক।

ফুলতলী ছাহেব যে মহান উন্নত ছিলছিলার বর্তমান কালের প্রতিনিধি, সেই ছিলছিলার উর্ধ্বতন বুজুর্গানে কেরাম নানাবিধ পন্থায় কোরআন শরীফের খেদমত করিয়া গিয়াছেন। এই সম্পর্কে কয়েক জনের আলোচনা করা মঙ্গলজনক মনে করিতেছি। স্থানাভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

শাহ আব্দুর রহীম মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) প্রত্যহ দীর্ঘক্ষণ কোরআন শরীফ তাজবীদ সহকারে পড়াইতেন; অতঃপর তরজমা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন।

ইমামুল হিনদ শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কোরআন শরীফের ফার্সি তরজমা করেন। ফলে মুসলমানগণের মধ্যে এক নতুন ঈমানী উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

একদল আলিম তাঁহার বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন এবং কোরআন শরীফ ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করাকে বিদআত বলিয়া ফতোয়া দেন। তাঁহারা যথাশক্তি ব্যয় করিয়া শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ)-এর সংস্কারমূলক মহৎ প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। প্রকৃত জ্ঞান বিবর্জিত মহলের এই প্রচেষ্টা অবশেষে নিস্ফল প্রমাণিত হয়।

শাহ ছাহেবের ইন্তেকালের পর তাঁহার সুযোগ্য সন্তানণ ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় কোরআন শরীফের অনুবাদ প্রকাশ করেন।

শাহ আব্দুল আজিজ (রঃ) এর অন্যতম খলিফা মুজাহিদগণের সর্দার সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রঃ) অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত থাকিয়াও মুসলমানগণকে কোরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন।

সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রঃ)-এর বিশিষ্ট খলিফা মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (রঃ) আসাম ও বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে যে অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্বজন বিদিত।

তখনকার দিনে এদেশে (এতদ্দেশীয়) মুসলমানগণ কোরআন শরীফের শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন। এমনকি কোন কোন বিরাট এলাকায়ও একখন্ড কোরআন শরীফ পাওয়া যাইতনা। জৌনপুরী (রঃ) মুসলমান জনগণকে কোরআন শরীফ শিক্ষা দেন এবং স্বহস্তে কোরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করিয়া বিতরণ করেন। তিনি বিবিধ বিষয়ে বহু পুস্তকও রচনা করেন। কেবলমাত্র তাজবীদ বিষয়ে তাঁহার রচিত ৪টি পুস্তক রহিয়াছে। ১) শরহে জযরী ২) শরহে শাতবী ৩) যিনাতুল ক্বারী ৪) মুখারিজে হুরুফ। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত একখন্ড কোরআন শরীফ সিলেটের জনৈক আলিম ছাহেবের নিকট এখনও সংরক্ষিত রহিয়াছে।

কেরামত আলী জৌনপুরী (রঃ)-এর সুযোগ্য সন্তান ও তাঁহার খলিফা মাওলানা হাফিজ আহমদ জৌনপুরী (রঃ) অনুরূপভাবে দ্বীন প্রচারে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন।

তাঁহার অন্যতম খলিফা মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব বুন্দাশিলী বদরপুরী (রঃ) এর কোরআন শরীফের খেদমতের সাথে নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তিনি শুধু আলিম ও পীর ছাহেব ছিলেন না, বরং সনদপ্রাপ্ত কারীও ছিলেন। ফুলতলী ছাহেবের ইল্‌মে কিরাতের উস্তাদগণের মধ্যে তিনিও একজন। বদরপুরী (রঃ) তাঁহার মুরিদগণকে শুদ্ধভাবে কোরআন শরীফ শিক্ষা করার জন্য বিশেষ তাগিদ করিতেন।

ফুলতলী ছাহেব দ্বারা ইল্‌মে কিরাতের যে খেদমত অতীতে হইয়াছে ও বর্তমানে অব্যাহত আছে, তাহা সর্বজন বিদিত। তিনি তাজবীদ সহকারে কোরআন শরীফ শিক্ষা দানকে অন্য সব কর্মের উপর প্রাধান্য দিয়া থাকেন।

তিনি ভারত বিভক্তির পূর্বে বদরপুর আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক থাকাকালীন অবস্থায় আদম খাকী নামক স্থানে কিরাত শিক্ষা দিতেন। ওলিয়ে কামিল মাওলানা আব্দুন নূর ছাহেব গড়কাপনীও প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে এই দরস আরম্ভ হয়। ভারত বিভক্তির পর জকিগঞ্জ এলাকাধীন বারগাত্তা নামক স্থানে সপ্তাহে একদিন কিরাত শিক্ষা দিতেন। বহু উলামায়ে কেরাম ও মসজিদের ইমাম কিরাত প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করিতেন। (অনুরূপভাবে) গাছবাড়ী আলিয়া মাদ্রাসায় অবস্থানকালে সেখানেও কোরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন। সৎপুর আলিয়া মাদ্রাসায় সপ্তাহে একদিন কিরাত শিক্ষা দিতেন।

রামাদ্বান শরীফে সারা মাস শুধুমাত্র কোরআন শরীফ শিক্ষাদানে অতিবাহিত করেন। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দরস জারি থাকে। যুহরের পর কিছুক্ষণ তাফসীর বয়ান করেন। রামাদ্বান শরীফে ফুলতলী ছাহেব বাড়ীতে সহস্রাধিক কোরআন শিক্ষার্থী জমায়েত হন। আলিম, ছাত্র, চাকুরীজিবী সব শ্রেণীর লোক আসেন।

আল্লাহ তা'লার সমীপে এই খেদমত কবুল হইয়াছে। যাহার ফল স্বরূপ কেরাত প্রশিক্ষণ কর্ম দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। বাংলাদেশে ও বহির্বিশ্বে প্রায় ১০০০ (এক হাজার) শাখা কেন্দ্রের মাধ্যমে খেদমত চলিতেছে। ফুলতলী ছাহেবের নিকট হইতে সনদ লাভ করিয়া এই সকল কেন্দ্রে সুযোগ্য উস্তাদগণ খেদমত করিতেছেন।

উল্লেখিত কেন্দ্রগুলির সমন্বয়ে 'দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাষ্ট' নামে

একটি বোর্ড গঠন করা হইয়াছে। বোর্ডের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও প্রধান কেন্দ্র ফুলতলী ছাহেব বাড়ীতে অবস্থিত। প্রধান কেন্দ্রের আংশিক ব্যয় সংকুলানের জন্য ফুলতলী ছাহেব তাঁহার ভূ-সম্পত্তির উল্লেখযোগ্য একটা অংশ ওয়াক্‌ফ করিয়াছেন। **'লতিফিয়া কারী সোসাইটি'** দারুল কিরাতের একটি মজবুত সংগঠন।

আশা করি ইলমে তাজবীদ বিষয়ে শিক্ষা লাভে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ কিতাবখানা দ্বারা উপকৃত হইবেন।

ফুলতলী ছাহেবের ইলমে কেরাতের সনদ কিতাবখানার শেষাংশে বিস্তারিত দেওয়া হইয়াছে। মঙ্গলজনক মনে করিয়া হাদিছ শরীফের সনদ ও তরিকার সনদ অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

হাদিস শরীফের সনদ

ফুলতলী ছাহেব দুই সিলসিলার মাধ্যমে হাদীস শরীফের সনদ লাভ করিয়াছেন।

প্রথমত ঃ ফুলতলী ছাহেব হাদীস শরীফের সনদ লাভ করিয়াছেন (হিন্দুস্থান রামপুরের) বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা খলিলুল্লাহ রামপুরী (রঃ) হইতে। খলিলুল্লাহ রামপুরী (রঃ) সনদ লাভ করেন (শায়খুল হাদীস) মাওলানা মনুওর আলী রামপুরী (রঃ) হইতে।

দ্বিতীয়ত ঃ ফুলতলী ছাহেব হাদীস শরীফের সনদ লাভ করিয়াছেন ভারত বর্ষের খ্যাতনামা মুহাদ্দিস মাওলানা অজিহ উদ্দিন রামপুরী (রঃ) হইতে। অজিহ উদ্দিন (রঃ) সনদ লাভ করেন আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (রঃ) হইতে।

হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্‌মিরী (রঃ) ও হযরত মাওলানা মনুওর আলী (রঃ)-এর সনদ মুহাদ্দিসগণের নিকট সুপ্রসিদ্ধ, তাহা বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই।

তরীকার সনদ

১) ফুলতলী তরীকতের (ইলমে তাসাউফের) সনদ লাভ করিয়াছেন
২) মাওলানা শাহ মোহাম্মদ ইয়াকুব (বুন্দাশিলী) বদরপুরী (রঃ) হইতে।
বদরপুরী ছাহেব সনদ লাভ করেন ৩) মাওলানা হাফিজ আহমদ

জৌনপুরী (রঃ) হইতে। তিনি সনদ লাভ করেন ৪) মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (রঃ) হইতে। জৌনপুরী (রঃ) সনদ লাভ করেন ৫) সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রঃ) হইতে। তিনি সনদ লাভ করেন ৬) শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) হইতে। তিনি সনদ লাভ করিয়াছেন ৭) শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) হইতে। তিনি সনদ লাভ করিয়াছেন ৮) শাহ আব্দুর রহীম (রঃ) এর নিকট হইতে। শাহ আব্দুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) হইতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত চার তরীকার বিখ্যাত সনদ রহিয়াছে। বিস্তারিত বর্ণনা উক্ত ছিলছিলার শজ্‌রার মধ্যে রহিয়াছে। তাহা ছাড়া শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ)-এর الا نتباه فى سلاسل اولياء الله ও অন্যান্য কিতাবে রহিয়াছে।

ফুলতলী ছাহেব তাহার পীর ও মুর্শিদ মাওলানা শাহ মোহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরীর (রঃ) অনুমতিক্রমে হিন্দুস্থানস্থ রামপুরের প্রখ্যাত ওলি, রামপুর আলিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মাওলানা গোলাম মহিউদ্দিন (রঃ) এর কাছে চিশ্‌তিয়া নেজামিয়া তরীকায় বায়আত গ্রহন করেন। গোলাম মহিউদ্দিন (রঃ) মাওলানা শাহ মুশতাক রামপুরীর (রঃ) খলিফা ছিলেন। তাহার ছিলছিলা খুবই প্রসিদ্ধ।

সমাপ্ত

স্ক্যানিং পি ডি এফ ও সম্পাদনা:-
আব্দুল মালিক তালুকদার
তারিখঃ-০৩/০১/২০১৪

আরও ই-বোক সংগ্রহের জন্য,ভিজিট করুন।
http://quransunnahralo.wordpress.com

আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

- মুস্তাখাবুছ ছিয়র ১ম খন্ড (উর্দু)
- মুস্তাখাবুছ ছিয়র ২য় খন্ড (উর্দু)
- মুস্তাখাবুছ ছিয়র ৩য় খন্ড (উর্দু)
- আনোয়ারুছ ছালিকিন (উর্দু)
- শাজারায়ে তায়্যিবা (উর্দু)
- নালায়ে কলন্দর (উর্দু)
- আল কাউলুছ ছাদীদ (উর্দু)
- হিজবুল বাহার (অজিফা)
- বালাই হাওরের কান্না
- আদর্শ গল্প সংকলন
- চল মুসাফির পাক মদিনায় সবুজ মিনার ঐ দেখা যায়
- সাধারণ কবিতা
- কদুর উপকারিতা
- যাকাত প্রসংগে
- দ্বিয়াউন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
- গাজওয়ায়ে তাবুক
- হযরত মাওলানা হাফিজ আহমদ জৌনপুরী (রঃ) [জীবনী]
- আলী বিন হোসাইন যয়নুল আবিদীন (রঃ) [জীবনী]
- ইমাম বুখারী (রঃ) [জীবনী]
- আনওয়ারুছ ছালিকিন (বঙ্গানুবাদ)
- মুস্তাখাবুছ ছিয়র আংশিক অনুবাদ
- আল কাউলুছ ছাদীদ (বঙ্গানুবাদ)
- প্রাথমিক তাজবীদ শিক্ষা (বাংলা)
- প্রাথমিক তাজবীদ শিক্ষা (ইংরেজী)
- রাহগীরে মদীনা মনোওয়ারা

ফুলতলী পাবলিকেশন